NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ আজ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ

পাঞ্জিপাড়া তৃণমূলপ্রধান খুনে গ্রেপ্তার আরও এক ৫

কলকাতা ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ৮ আশ্বিন ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ১০৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 26.9.2023, Vol.17, Issue No. 107, 8 Pages, Price 3.00

এনডিএ ছাড়ল এডিএমকে

চেন্নাই, ২৫ সেপ্টেম্বর: সংঘাতের আবহেই সোমবার আনুষ্ঠানিক ভাবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ ছাড়ার কথা ঘোষণা করল তামিলনাড়ুর প্রধান বিরোধী দল এডিএমকে। সে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা এডিএমকে প্রধান ইকে পলানীস্বামীর নেতৃত্বে দলের বর্ধিত কর্মসমিতির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। পলানীস্বামী ঘনিষ্ঠ নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী কেপি মুনুস্বামী চেন্নাইয়ে সাংবাদিক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বলেন, '২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে পৃথক জোট গড়ে আমরা এবং অবিজেপি সহযোগী দলগুলি মিলে তামিলনাড়ুর ৩৯টি কেন্দ্রেই লড়ব।'

যাদবপুরকে কড়া চিঠি ইউজিসি-র

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে কড়া চিঠি পাঠাল ইউজিসি। কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং বিরোধী নিয়মাবলী মানা হয়নি তা নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তার জবাব তলব করা হয়েছে ইউজিসির তরফ থেকে। আর এই উত্তর দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে ১৫ দিন সময় দেওয়া হয়েছে। যে যে ক্ষেত্রে নিয়ম মানা হয়নি সেইসব ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাও জানতে চেয়েছে ইউজিসি। প্রসঙ্গত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে পড়ুয়ার রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উঠেছিল। এরপরই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসির প্রতিনিধিদল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিদর্শন করে। এর পাশাপাশি একাধিক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কৈফিয়ত তলব করা হয়েছে।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

সুপ্রিম কোর্টে ইতিহাস!

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর: ইতিহাসে প্রথমবার এক দোভাষীর মাধ্যমে এক মূক ও বধির আইনজীবীর সাংকেতিক ভাষায় দেওয়া যুক্তি শুনল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বারবার বিচার ব্যবস্থাকে যথা সম্ভব অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলার উপর জোর দিয়েছেন। সমাজের সকল স্তরের মানুষ যাতে বিচার ব্যবস্থার সুবিধা নিকতে পারেন, তা নিশ্চিত করার উপর জোর দিয়েছেন। তারই অংশ হিসেবে এদিন ইতিহাস তৈরি হল শীর্ষ আদালতে। এদিন, এক মামলার ভার্চুয়াল শুনানিতে অংশ নেন মূক ও বধীর আইনজীবী সারা সানি। প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের এজলাশে, সাংকেতিক ভাষায় তাঁর যুক্তি উপস্থাপন করেন তিনি। তবে, সুপ্রিম কোর্টের যে কন্ট্রোল রুম থেকে ভার্চুয়াল শুনানি প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হয়, তারা প্রথমে সারা সানিকে ভার্চুয়াল শুনানির স্ক্রিনে জায়গা দেয়নি। তাঁর বদলে স্ক্রিনে জায়গা দেওয়া হয়েছিল তাঁর দোভাষী সৌরভ রায়চৌধুরীকে। সারা সানির সাংকেতিক ভাষা পড়ে, প্রধান বিচারপতির সামনে যুক্তিগুলি তুলে ধরছিলেন যুক্তি দোভাষী। তবে এরপর, প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় দোভাষীর সঙ্গে সারা সানিকেও স্ক্রিনে দেখানোর নির্দেশ দেন কন্ট্রোল রুমকে। এরপর দুজনেই স্ক্রিনে থেকে সুপ্রিম কোর্টে তাঁদের যুক্তি উপস্থাপন করেন।

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি নবান্নর

ডেঙ্গু মোকাবিলায় এবার কাজ করবে পুলিশও

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকায় রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য বিভাগের পাশাপাশি পুলিশকেও ডেঙ্গু মোকাবিলার কাজে লাগানোর নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্যের ডেঙ্গু পরিস্থিতি পর্যালোচনায় সোমবার নবান্নে সবকটি জেলার জেলাশাসকদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। সেই বৈঠকে তিনি ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবিলায় একগুচ্ছ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। যার মধ্যে ডেঙ্গু মোকাবিলায় পুলিশকে কাজে লাগানোর নির্দেশ অন্যতম।

মূলত এলাকায় জল যাতে না জমে সেই দিকে থানা মারফত নজরদারি চালাতে মুখ্যসচিব পুলিশ সুপার ও কমিশনারদের নির্দেশ দেন। পুরসভা এলাকাগুলিতে নির্বাচিত কাউন্সিলার এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় রেখে কাজ করতে বলা হয়েছে। এলাকায় নজরদারি বাড়ানোরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর। এদিকে ডেঙ্গুর চিকিৎসায় রেফার বন্ধ করতে মুখ্যসচিব স্বাস্থ্য কর্তাদের নির্দেশ দেন। তিনি বলেছেন, কোনও ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী গেলে তাঁকে ফেলে না রেখে চিকিৎসা করতে হবে। মেট্রো রেলওয়ে, রেলওয়ে এবং সব কেন্দ্রীয় সরকারি অফিস কর্তৃপক্ষকে ডেঙ্গু মোকাবিলায় তাদের আওতাধীন এলাকা নিয়মিত পরিষ্কার রাখার কথা বলা হয়েছে। যারা ডেঙ্গু মোকাবিলার নিয়ম মানবেন না তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে বলে এদিনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। পরিস্থিতির উন্নতি না

হওয়া পর্যন্ত এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সবাইয়ের ছুটি বাতিল করা হয়েছে।

এদিন প্রথম দফায় হাওড়া, হুগলি ও দুই ২৪ পরগনার জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যসচিব। পরে ভার্চুয়ালি বাকি জেলার জেলাশাসক, পুলিশ ও স্বাস্থ্য কর্তাদের সঙ্গেও বৈঠকে বসেন। নবান্ন সূত্রে খবর, সোমবার বেলা ১২টা নাগাদ শুরু হওয়া বৈঠকে ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক, জেলা স্বাস্থ্যকর্তা এবং মেডিক্যাল কলেজের সদস্যেদের। জানা গিয়েছে, ডেঙ্গু রুখতে স্বাস্থ্য দপ্তরের একাধিক গাইড লাইন রয়েছে। কলকাতার পাশাপাশি জেলায় জেলায় সেসব গাইডলাইন মানা হচ্ছে কিনা, তা নিয়ে আলোচনা হয়। সেই সঙ্গে ডেঙ্গু মোকাবিলায় আরও কী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে সেসব নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে পাওয়া তথ্য বলছে, বর্তমানে রাজ্যে ২৫০ থেকে ৩০০ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছেন। প্রায় ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। স্বাস্থ্য দপ্তরের মতে, গত কয়েকদিন বৃষ্টি বেশি হয়েছে। ফলে খানাখন্দে বেশি করে জল জমছে। এই জল থেকেই ডেঙ্গু মশার বাড়বাড়ন্ত।

প্রথমবার এশিয়ান গেমস খেলতে নেমেই বাজিমাত উইমেন ইন ব্লুর। হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সোনা জিতলেন হরমনপ্রীত কৌররা। জেমাইমা রডরিগেজ ও স্মৃতি মান্ধানার লড়াকু ব্যাটিংয়ের পর তিতাস সাধুর আগুনে বোলিং-দলগত পারফরম্যান্স করেই সোনালি পদক ছিনিয়ে নিল ভারত। ফাইনাল ম্যাচে বেশ কয়েকবার চাপে পড়লেও দারুণভাবে ফিরে এসে ম্যাচ পকেটে পুরেছেন সোনার মেয়েরা। কমনওয়েলথ গেমসে রুপোর পর ফের নতুন পালক ভারতের মহিলা ক্রিকেটের মুকুটে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অভিনন্দন জানিয়েছেন হরমনপ্রীত-স্মৃতি মান্ধানাদের। ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে সোনা জেতেন ভারতের ছেলেরা। তাঁদেরও অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদি টুইট করেছেন, 'কী দুর্দান্ত পারফরম্যান্স ক্রিকেট দলের। এশিয়ান গেমসে সোনা জেতে মহিলা ক্রিকেট দল। অবিশ্বাস্য এই সাফল্যে আনন্দিত গোটা দেশ।'

শেষ মুহূর্তে বাতিল রাজ্যপালের বিদেশ সফর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যপাল সিভি আনন্দ শেষ মুহূর্তে তাঁর প্রস্তাবিত বিদেশ সফর বাতিল করেছেন। রাষ্ট্রসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব বান কি মুনের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক কমিটির আমন্ত্রণে তাঁর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে আয়োজিত বিশ্ব সংস্কৃতি উৎসবে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। এজন্য দিল্লি হয়ে এক সপ্তাহের সফরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছনোর কথা ছিল রাজ্যপালের। কিন্তু রাজ্যপাল শেষ মুহূর্তে সেই সফর বাতিল করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

রাজভবন থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের তরফেই রাজ্যপাল এবং তাঁর সঙ্গীদের সফরের ব্যয় বহনের কথা জানানো হয়েছিল। কিন্তু কূটনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে তিনি ভিনদেশের এই আতিথেয়তা গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেক্ষেত্রে তাঁর সফরের খরচ রাজ্য সরকারকেই ওই খরচ বহন করতে হতো। রাজ্যের বেহাল আর্থিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে রাজ্যপাল এই ব্যয় এড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একই সঙ্গে রাজ্যের ডেঙ্গু পরিস্থিতির ঊর্ধ্বগতিও সফর বাতিলের অন্যতম কারণ বলে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

দিল্লির কর্মসূচির আগে জেলা নেতৃত্বর সঙ্গে বৈঠকে অভিষেক

ঘোষিত কর্মসূচিতে অনিশ্চিত মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিল্লির কর্মসূচি নিয়ে জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সূত্রে খবর, আগামী ১ অক্টোবর দিল্লির উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করতেই চাইছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। আগামী বৃহস্পতি কিংবা শুক্রবার সেই বৈঠক করতে পারেন তিনি। সেই বৈঠকেই জেলা নেতৃত্বকে দিল্লির কর্মসূচি বাংলায় কীভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারেন অভিষেক। আগে ঠিক ছিল দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের নিয়ে গিয়ে কৃষি ভবন ঘেরাও করবে তৃণমূল। কিন্তু প্রশাসনিক অনুমতি না মেলায় কেবলমাত্র সাংসদ, বিধায়ক, জেলা সভাধিপতি ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিরাই দিল্লির প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নেবেন বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই বাংলার ব্লকে ব্লকে বিজেপি বিরোধী কর্মসূচি জোরালো করতে চাইছেন অভিষেক। ১০০ দিনের কাজের টাকা-সহ বিভিন্ন প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে এই কর্মসূচি হচ্ছে। স্পেন সফরে গিয়ে পায়ে চোট পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার রাতে কলকাতায় ফিরে রবিবার বিকেলে তিনি পায়ের চিকিৎসা করাতে এসএসকেএম হাসপাতালে গিয়েছিলেন। প্রায় তিন ঘণ্টা সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলেছিল। তারপরেই চিকিৎসকরা

১০ দিন বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীকে। তাঁর হাঁটাচলার উপরেও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তাই দিল্লিতে তৃণমূলের ঘোষিত কর্মসূচিতে তাঁর যোগদান অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ২ অক্টোবর গান্ধিজয়ন্তীতে রাজঘাটে প্রার্থনা এবং পরের দিন ধর্নায় বসতে চলেছে তৃণমূল। ওই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ছিল মমতা ও অভিষেকের। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে অভিষেকের নেতৃত্বেই সেই কর্মসূচি হবে বলে মনে করছেন তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশ। তাই দিল্লিতে কর্মসূচি জন্য রওনা হওয়ার আগে বাংলার কর্মসূচির বিষয়ে নিশ্চিত হতে চাইছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। ২-৩ অক্টোবর বাংলার তৃণমূল নেতা-কর্মীদের ময়দানে নামাতে চান তিনি। সে কারণে রাজধানীতে তৃণমূলের প্রতিবাদের ধ্বনি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ব্লকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভার্চুয়াল বৈঠকে নির্দেশ দিতে পারেন অভিষেক বলে করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার তৃণমূলের সভাপতিদের কাছে ইতিমধ্যে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বলেই সূত্রের খবর। প্রতিটি ব্লকে জায়ান্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে দিল্লির প্রতিবাদ কর্মসূচির সম্প্রচার দেখানোর বন্দোবস্ত করতে হবে বলে ইতিমধ্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ব্লক সভাপতিদের।

লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস মামলায় ইডিকে ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

অভিষেকের মায়ের সম্পত্তির হিসাবও চাইল আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন: লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস মামলায় এ বার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তির হিসাব চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। সংস্থা নিয়ে গত আট মাস ধরে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) যে তদন্ত করেছে, তা নিয়ে সোমবার অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হা। তিনি জানিয়েছেন, এই তদন্তের নিট ফল শূন্য। সংস্থা এবং সংস্থার সিইও অভিষেকের বিষয়ে ইডি বিশদে তথ্য দিতে পারেনি। তাই এই সংক্রান্ত আরও কিছু তথ্য জমা করার নির্দেশ দেন বিচারপতি সিন্‌হা। তালিকায় রয়েছে অভিষেকের মা লতার সম্পত্তির খতিয়ান, যিনি ওই সংস্থার ডিরেক্টর ছিলেন। ২৯ সেপ্টেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি। তার মধ্যে এই তথ্য দিতে হবে।

আদালতের নির্দেশে সম্প্রতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্থার সিইও ও ডিরেক্টরদের সম্পত্তির খতিয়ান জমার কথা বলা হয়। এই নির্দেশ অনুসারে ইডি-র তরফ থেকে জমাও দেওয়া হয় রিপোর্ট। তবে এই রিপোর্টে সম্পত্তির খতিয়ান দেখে সোমবার কার্যত তদন্তকারী সংস্থাকে তিরস্কার করতে দেখা যায় বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হাকে। ইডিকে তিরস্কার করার পাশাপাশি একের পর এক প্রশ্ন ছুড়েও দেন বিচারপতি।

এদিন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের দেওয়ার তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তির বিবরণ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হা। অভিষেক-সহ লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার সিইও এবং ডিরেক্টরদের সম্পত্তির বিবরণ ইডিকে জমা দিতে বলেছিল হাইকোর্ট। সেই বিবরণ নিয়েই ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতি সিন্‌হা। বিবরণে অভিষেকের কোনও ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট জানায়নি ইডি। এই প্রসঙ্গে সোমবার বিচারপতি জিজ্ঞেস করেন, সাংসদের মাত্র তিনটি বিমা ছাড়া কিছু

নেই তা কী ভাবে সম্ভব তা নিয়েই। সঙ্গে জমা দেওয়া হয়নি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ডিটেলসও। এই নিয়ে ইডিকে তীব্র ভর্ৎসনা করে বিচারপতি এও জানান, লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস নিয়ে গত আট মাস ধরে ইডি যে তদন্ত করেছে, তার নিট ফল শূন্য। এই নিয়ে বিশদ তথ্য ইডিকে জমা করার নির্দেশ দেন বিচারপতি। মামলার পরবর্তী শুনানি ২৯ সেপ্টেম্বর।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, এদিন বিচারপতি এ প্রশ্নও করেন, 'এটা কি হতে পারে সাংসদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই? তা হলে তিনি বেতন পান কী ভাবে?' সঙ্গে এ প্রশ্নও করেন,'অভিষেকের বাড়ির ঠিকানা জানে ইডি আদৌ জানে কি না তা নিয়ে। ১৮৮এ হরিশ মুখার্জি রোডে কার নামে বাড়ি রয়েছে এদিন তাও জানতে চান বিচারপতি সিন্‌হা। এখানেই শেষ নয়, এদিন বিচারপতি এ প্রশ্নও তোলেন, 'অভিষেক লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার যে সিইও, তাঁর কী সম্পত্তি দেখানো হয়েছে? আপনারা যে তথ্য দিয়েছেন, তা কি বিশ্বাসযোগ্য?' ইডি অভিষেকের সম্পত্তির যে বিবরণ দিয়েছে, তাতে তাঁর মালিকানাধীন জমি দেখানো হয়েছে। এই জমি নিয়েও প্রশ্ন তুলে বিচারপতি জানতে চান, 'আপনারা অভিষেকের যে জমি দেখাচ্ছেন তার বিশদ তথ্য কোথায়? কোথায় রয়েছে জমি? জমির কত দাম, কিছু জানাননি?

আপনাদের এই তদন্তের হাল? আপনারা যে নথি দিচ্ছেন, তা সত্য কি মিথ্যা যাচাই করেননি। কোন এলাকায় জমি তাও যাচাই করেননি। এখন তো মনে হচ্ছে আপনারই তথ্য গোপন করছেন।'

এদিকে ইডির তদন্তে জানা গিয়েছে, লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার একটি কারখানা ছিল। বিচারপতি অসন্তোষ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, সেই কারখানার বিষয়েও বিশদে কিছু জানায়নি ইডি। তাঁর কথায়, 'আপনারা বলছেন, সংস্থার কারখানা ছিল? তা কবে, কোথায় তৈরি হয়েছে তা জানাননি। সংস্থার সম্পত্তির বিবরণ দেননি। আপনারা জানিয়েছেন, সংস্থার এসি রয়েছে, গাড়ি রয়েছে, লরি রয়েছে। কিন্তু কার নামে সেই গাড়ি, লরি, কিছুই জানাননি।' এরপরই বিচারপতি কড়া সুরে জানতে চান, 'আপনারা কি সঠিক ভাবে তদন্ত করবেন না? সংস্থার ৬ জন ডিরেক্টর রয়েছেন। সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ছাড়া কারও বিরুদ্ধে কি কোনও তদন্ত করেছেন?' একইসঙ্গে এ প্রশ্নও তোলেন, সুজয়কৃষ্ণর গলার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে কি না তা নিয়েও।

এরপরই এদিনের শুনানির পর ইডিকে হাইকোর্টের নির্দেশ, 'কোম্পানির বিস্তারিত তথ্য, কত টাকার সম্পত্তি, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নথি জমা দিতে হবে। সংস্থার মূল্য নির্ধারণ করে খতিয়ে দেখে এই তথ্য দিতে হবে।

ভোটের মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসকে 'মরচে পড়া লোহার' সঙ্গে তুলনা করলেন নরেন্দ্র মোদি

ভোপাল, ২৫ সেপ্টেম্বর: কংগ্রেসকে 'মরচে পড়া লোহার' সঙ্গে তুলনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার মধ্যপ্রদেশে 'কার্যকর্তা মহাকুম্ভ' শুরু করেছে বিজেপি। এই কর্মসূচির সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এই অনুষ্ঠানেই কংগ্রেসকে আক্রমণ শানালেন তিনি। কংগ্রেসের সঙ্গে 'শহুরে নকশালপন্থী'দের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে বলেও দাবি করেন মোদি।

কংগ্রেসকে 'মরচে পড়া লোহার' সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেন, 'স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘ দিন ওই দল মধ্যপ্রদেশকে শাসন করেছে। তাদের আমলেই মধ্যপ্রদেশকে 'বিমারু রাজ্যে' (উন্নয়ন এবং অর্থনীতির নিরিখে দুর্বল রাজ্য) পরিণত করেছিল।' কংগ্রেসের সঙ্গে 'শহুরে নকশালপন্থী'দের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে বলেও দাবি করেন মোদি।

বিজেপির দু'দশকের শাসনে

মধ্যপ্রদেশের অর্থনীতি এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে বলেও দাবি করেন মোদি। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, 'কেন্দ্রে বিজেপির শাসনে ১৩ কোটি ৫০ লক্ষেরও বেশি মানুষ দারিদ্রসীমার ঊর্ধ্বে উঠেছেন।' মানুষের প্রত্যাশা পূরণে অক্ষম হওয়ার কারণেই কংগ্রেস রাজনৈতিক ভাবে স্থবির হয়ে পড়েছে বলে দাবি করে মোদির মন্তব্য, 'কংগ্রেস এবং তার সহযোগীরা কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে মহিলা সংরক্ষণ বিলও হিমঘরে চলে যাবে।' এর পরেই কংগ্রেসকে মরচে পড়া লোহার সঙ্গে তুলনা করে মোদির মন্তব্য, 'এখনও ওই দল শুধু দুর্নীতি, দারিদ্র এবং তোষণের প্রতীক।'

দত্তপুকুর বিস্ফোরণ কাণ্ডে গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: দত্তপুকুর বিস্ফোরণ কাণ্ডে গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত। ২৮ দিন ধরে পালিয়ে বেড়ানোর পর অবশেষে পুলিশের জালে রমজান আলি। তাঁকে কদম্বগাছি থানা এলাকার একটি গ্রাম থেকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে খবর। সোমবার তাঁকে আদালতে তুলে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার দাবি জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, কদম্বগাছি থানা এলাকার একটি গ্রাম থেকে অন্যত্র যাওয়ার ছক কষেছিল রমজান। সেই খবর পেয়েই তাঁকে ধরার ফাঁদ পাতে পুলিশ। তাতেই ধরা পড়ে যায় রমজান। ধৃত আইএসএফ সদস্য বলেই দাবি করেছে পুলিশ। ইতিপূর্বে বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছিল রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। তবে রমজানের হদিশ মিলছিল না।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২১/০৯/২৩ A.C.J.M., কল্যানী, নদিয়া, কোর্টে ১৪০ নং এফিডেভিট বলে Prem Chand Choudhury S/o. Late Sitaram Choudhury ও Prem Chand Mahato S/o. Late Sitaram Mahato সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৯/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫২৯৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Aniruddha Roy ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Rabiranjan Roy ও R. R. Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

479625133 LICI পলিসিতে নমিনী স্থানে আমার নাম Sabitri Ghosh, স্বামী Swapan Kumar Ghosh আছে। গত ১৩/০৯/২০২৩ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি সর্বত্র Alpana Ghosh স্বামী Late Swapan Ghosh নামে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

428265244 LICI পলিসিতে আমার নাম Chhiyatul Sekh, S/o Ummat Sekh আছে। গত ১৮/০৯/২০২৩ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি সর্বত্র Jinnat Sk, S/o. Umatt Sk নামে পরিচিত হলাম।

NOTICE

I, Kailash Mishra, s/o Satya Deo Mishra of 69 Sonali Park, P S; Bansdroni, Kol 70, got a birth certificate of my son Karan Mishra, Vide No. 0246649, dt 29/08/2011, Reg No. 1/08/2011/19965, Old Reg. No. 8183 from KMC, wherein inadvertently recorded my son's name Karan Deb Mishra s/o Kailash Kumar Mishra. I have sworn an affidavit before 1st Class Judicial Magistrate Alipore, and declared that Karan Deb Mishra, s/o Kailash Kumar Mishra and Karan Mishra, s/o Kailash Mishra is the same one and an identical person and want to record my son's name Karan Mishra, S/o Kailash Mishra, in all his documents. If, any person(s) have any objection, contact my advocate Ashida Khatoon (M:9831418868) within a week with proper documents and thereafter no objection will be entertained.

নাম-পদবী

401666070 LICI পলিসিতে আমার নাম Sukiya Bibi, W/o Samshul Haque, আছে। গত ১৯/০৭/২০২৩ ডোমকল SDEM কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি সর্বত্র Sufia Khatun Bibi, W/o- Samsul Hoque নামে পরিচিত হলাম।

নোটীশ

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত

জে.মিস নং-১৫/২০২৩ সাল

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ও থানা পিংলার অন্তর্গত মিরুপুর গ্রামের পারিবারিক ঠাকুর শ্রী শ্রী ঁগোপাল জীউ ঠাকুরের পক্ষে মুখ্য সেবাইত
দীলিপ কুমার বেরা দীং
....দরখাস্তকারীগন

ধার্য্য দিন ইং- ২৬/০৯/২০২৩

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানার অন্তর্গত প্রতাপচক্ গ্রামের সর্বসাধারন অধিবাসীগনকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত সাকিনের উক্ত ঠাকুর জীউর নামিত নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি যাহা মিরুকুর গ্রামে অবস্থিত তাহা বিক্রয় করিবার কারনে উক্ত আদালতে অত্র দরখাস্তকারী উক্ত নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনার/আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র নোটীশ প্রাপ্তীর দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উপযুক্ত উকিল বাবুগনের দ্বারা হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

তপশীল বর্নিত সম্পত্তির বিরবন

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা-পিংলা, মৌজা-মিরুপুর, জে.এল নং-৫৬, খতিয়ান নং-১৪৮, ১৯৬৭,,দাগে জল, ২৩ ডেঃ

ইতি
আদেশানুসারে
Bibhas Mondal
সেরেস্তাদার,
ডিস্ট্রীক্ট জেলা জজ আদালত,
পশ্চিম মেদিনীপুর।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৬ শে সেপ্টেম্বর, ৮ ই আশ্বিন। মঙ্গলবার দ্বাদশী তিথী। জন্মে মকর রাশি, অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির মহাদশা। বিংশোত্তোরী চন্দ্রের মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ুন। আজ সহযোগিতা পাবেন মানুষের। এমন একজন প্রতিবেশী আছে যিনি আপনার সাহায্য করতে চায় কিন্তু আপনার বুদ্ধির ভুলে তিনি সহযোগিতার থেকে পিছিয়ে থাকছে। আজ মেশিনারি লোহা ,কেমিক্যাল ও ইলেকট্রিকাল কাজের মধ্য যারা আছেন তাদের ভাগ্য সহায়ে। পরিবারক দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ তৈরী হবে।

বৃষ রাশি : সোনার অলংকার , রুপোর অলংকার বা কোনো ধাতুর ব্যবসা যারা করেন আজ কোনো নতুন চুক্তি সম্পাদন হবে। পরিবারে বয়স্ক মানুষকে সময় দিন লাভ প্রাপ্তি হবে। ক্রোধ আর বাবাদের দ্বারা সম্পর্ক ভাঙ্গে সম্পর্ক গর্তে গেলে মেজাজ মর্জিকে ঠান্ডা করুন। প্রেমিক যুগল আজ শুভ যোগ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজ শুভ।

মিথুন রাশি : তাড়াহুড়োর ফলে আজ কিছু ভুল হয়ে পরবে। আজ সচেতই থাকুন নয়তো কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তি কারণ তর্ক বিতর্ক রান্না করা খাবার নিয়ে আজ পরিবারে মতবিরোধ। পিস্টো কথা বলা ভালো কিন্তু বলার আগে কয়েক সেকেণ্ড যদি ভেবে নেন তাহলে অশান্তি কম হয়। শশুর বাড়ির এক সদস্যের কারণে পরিবারে তিক্ততা বৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : আজ শুভ দিন ।অন্যের নামে যে টাকা লগ্নি করেছেন আজ সেখ ান থেকে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। প্রবীণ নাগরিক যারা পেনশন পান তাদের অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব। যে প্রতিবেশীকে আপনি এড়িয়ে চলতেন আজ তার সহযোগিতায় পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ বা অর্থ লগ্নি ব্যবসা যারা করেন তাদের আজ অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব।

সিংহ রাশি : হোটেল রেস্তোরা ব্যবসা যাদের তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি। যারা জমি বাড়ি এজেন্সির কাজ করেন তাদের আটকে থাকা কাজ আজ হয়ে পরবে। পরিবারে স্বামী স্ত্রী র বন্ধন অতিব শুভ। ফোনের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রাপ্তি। ছাত্র ছাত্রী দের অতীব শুভ। চাকরির জন্য যারা আবেদন করছেন তারা আজ বহু মানুষের সহোযোগিতা পড়েন।

কন্যা রাশি : বীমা সংক্রান্ত কাজ বা ট্যাক্স সম্পর্কিত কাজের মধ্যে যারা রয়েছেন আজ তাদের জন্য কোনো সুখবর রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ফোন আপনাকে উৎসাহিত করবে। পরিবারে এমন একজন কেউ অথিতি আতিথেয়তা গ্রহণ করবে আপনার নৈরাশ হতাশা কেটে যাবে। প্রেমিক যুগল আজ পরস্পরকে সময় দিয়ে আনন্দের বাতাবরণ তৈরী করবেন।

তুলা রাশি : ধৈর্য রাখুন। সচেতন থাকুন পরিবারে সদস্যের নিয়ে। এমন একটি ঘটনার আলোচনা হবে যা আপনি ভুল বুঝে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। অনাত্মীয় আপনার বাড়িতে আজ অতিথি হবে। ধৈর্য রাখুন নয়তো ছোট ঘটনায় বিবাদ বিতর্ক তৈরী হয়ে আপনার সম্মান হানি হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ এমন একটি ফোন আসবে যে ফোন এ আপনা মেজাজ হারিয়ে ফেলবেন।

বৃশ্চিক রাশি : বাড়িতে অতিথি আসবে। নতুন কিছু কেনা কাটা হওয়ার পরে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মনোবল আজ তুঙ্গে থাকার কারণে বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। অর্থ করির ব্যাপারে আজ লাভ প্রাপ্তির সম্ভব। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

ধনু রাশি : নতুন কাজের জন্য যে আবেদন করেছিলেন আজ সেখান থেকে সুখবর পাবেন। আজ পুরাতন বান্ধব বা বান্ধবীত দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। তবে সম্পতির কে কেন্দ্র করে যে দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে আপনার মাথায় সেটা কাটতে আর একটু সময় লাগবে। যে সঙ্গীকে বেঁচে নিচ্ছেন আগামী জীবনের জন্য জন্য তিনি আপনার বিশ্বাস ভজন তো।

মকর রাশি : লোহা, তেল, কেমিক্যাল, তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যারা আছেন তাদের অতীব শুভ ফল প্রাপ্ত হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও ছোট খাটো কোনো বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা। যারা মেকানিকাল কাজে তাদের অতীব শুভ যোগ। ব্যাধব দ্বারা শশুর বাড়ির কোনো সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। তবে দলিল দস্তাবেজ গুছিয়ে রাখুন। ঋণ পরিশোধের কোনো সুযোগ আসবে।

কুম্ভ রাশি : প্রভাবশালী যে মানুষ টি দায়িত্ব নিতে চাইছেন, তাকে দায়িত্ব পালন করতে দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র, আজ সম্মান প্রাপ্তি হবে। শিল্পী লেখক কলাকুশলী দের আজ সৌভাগ্য যোগ। এক রাজনৈতিক নেতার দ্বারা উপকার পাবেন। প্রেমিক যুগল কথা রাখুন সম্পর্ক শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ বুদ্ধি দ্বারা এগিয়ে যেতে হবে। অশুভ যোগ নেই। আজ যদি কথা কম বলেন অন্যের কথা বেশি শোনেন তাহলে আপনার কাজটা এগিয়ে যাবে। বিদ্যার্থীরা একটু ধৈর্য ধরতে হবে। গ্রহ সনস্থান খুব ভালো নয়। আজ একটু সতর্ক থাকা ভালো পরিবারে আপনাকে ভুল বুঝে কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা হবে। আপনার !নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি নিয়ে আপনি বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন।

(শ্রী বামন দ্বাদশী। শ্রী বিষ্ণু দেবের পার্শ্ব পরিবর্তন)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম
সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ধূপগুড়ির নবনির্বাচিত বিধায়কের দ্রুত শপথগ্রহণের ব্যবস্থার আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধূপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বিধায়ক নির্মল চন্দ্র রায়ের দ্রুত শপথ গ্রহণের ব্যবস্থা করার জন্য পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় সোমবার ফের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে চিঠি দিয়েছেন। দীর্ঘদিন শপথ গ্রহণ আটকে থাকায় ওই এলাকার মানুষ পরিষেবা পাচ্ছেন না বলে উল্লেখ করে পরিষদীয় মন্ত্রী প্রথা মেনে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে শপথ গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য রাজ্যপালকে চিঠিতে আবেদন জানান। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই তিনি এই চিঠি লিখেছেন সে কথাও উল্লেখ করেছেন শোভনদেব।

সূত্রের খবর, এদিন রাজভবনে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে চিঠি পাঠানোর আগে নবান্নে স্বরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সারেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। স্বরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে বৈঠকের পরেই রাজ্যপালকে চিঠি পাঠান পরিষদীয় মন্ত্রী। সাম্প্রতিককালে বেশ কয়েকজন বিধায়কের শপথ গ্রহণ ঘিরে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত বাধে। তার জেরে ভোটে জেতার প্রায় একমাস পর শপথ নেন সাগরদিঘির বিধায়ক বায়রন বিশ্বাস।

উল্লেখ্য, ৮ সেপ্টেম্বর উপনির্বাচনে জয়ী হয়েছেন নির্মলচন্দ্র। কিন্তু রাজভবন-নবান্নের সংঘাতের কারণে তাঁর শপথগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। শনিবার উপনির্বাচনে জয়ী বিধায়ককে শপথবাক্য পাঠ করানোর জন্য রাজভবনের তরফে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হয়নি। পরিষদীয় দপ্তরের অভিযোগ, রাজ্য সরকারকে এড়িয়ে গিয়ে একক ভাবে বিধায়ককে শপথবাক্য পাঠ করানোর আয়োজন করেছিলেন রাজ্যপাল। কিন্তু পরিষদীয় দপ্তর সায় না দেওয়ায় সেই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি রাজভবনের তরফে। পরিষদীয় দপ্তরের অভিযোগ, কোনও বিধায়ককে শপথবাক্য পাঠ করাতে হলে পরিষদীয় দপ্তরের ফাইলে রাজভবনের অনুমোদন প্রয়োজন হয়।

সেই ফাইল ফিরে এলে দপ্তরের তরফেই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিষদীয় দপ্তরের অভিযোগ ছিল, রাজ্য সরকারকে এড়িয়ে নিজেই রাজভবনে বিধায়ককে শপথবাক্য পাঠ করাতে চেয়েছিলেন রাজ্যপাল। এ ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াগত ত্রুটি থাকায় শপথবাক্য পাঠ করানো সম্ভব হয়নি। পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আবারও তিনি ধূপগুড়ির বিধায়কের শপথ অনুষ্ঠানের জন্য চিঠি পাঠিয়েছেন রাজভবনে। অনুমোদন পেলে পরিষদীয় দপ্তরই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

তৃণমূলে যোগ দিয়েও ফের পুরনো শিবিরে ফিরলেন দহলা পঞ্চায়েতের ২ সদস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ঘটা করে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন একই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি ও সিপিএম থেকে জয়ী দুই পঞ্চায়েত সদস্য। কিন্তু সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই ফের নিজের নিজের দলে ফিরলেন ওই দুই সদস্য। ঘরে ফিরে দু'জনেরই দাবি ভয় ও প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তৃণমূলে। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের। ঘটনা বাঁকুড়ার খাতড়া ব্লকের দহলা গ্রাম পঞ্চায়েতের।

পঞ্চায়েত নির্বাচন ও পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনের পরেও দল বদলের রাজনীতি অব্যাহত বাঁকুড়া জেলায়। গত ১৭ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়ার খাতড়া ব্লকের দহলা গ্রাম পঞ্চায়েতের শিকরাবাইদ গ্রাম সংসদ থেকে জয়ী বিজেপি সদস্য ভগবত দুলে দলবদল করে যোগ দেন তৃণমূলে। দিন কয়েক আগে ওই পঞ্চায়েতেরই ভেদুয়া বুথ থেকে সিপিএম এর জয়ী সদস্য লদীপ্রিয়া রায় ও তৃণমূলে যোগ দেন রাজ্যের খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডির হাত ধরে। মন্ত্রী সে সময় দাবি করেন এলাকার উন্নয়নের স্বার্থেই তাঁরা তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু সেই যোগদানের সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই দুই পঞ্চায়েত সদস্যই ফিরে যায় নিজের নিজের শিবিরে। আর নিজের নিজের ঘরে ফিরে দু'জনই দাবি করলেন ভয় ও প্রলোভন দেখিয়ে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তৃণমূলে। সিপিএম ও বিজেপি নেতৃত্বও সেই একই দাবি করেছেন। যদিও তৃণমূল সেই অভিযোগ মানতে চায়নি। উল্টে তৃণমূলের দাবি, ওই দুই সদস্য যোগদানের পর সিপিএম ও বিজেপি ভয় দেখিয়ে ওই দুই পঞ্চায়েত সদস্যকে ফের নিজেদের দলে টেনেছে। তবে তাঁদের সেই দলে ফেরা বেশিদিন স্থায়ী হবে না। আবার তাঁরা তৃণমূলেই আসবেন।

টোটো ও ই-রিকশোর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার টোটো ও ই-রিকশো এই দুটি যানের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভবিষ্যতে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছাড়া টোটো-বা ই-রিকশো বিক্রি করলে সেই ডিলারকে কালো তালিকভুক্ত করা হবে বলে পরিবহণ দপ্তর জানিয়েছে। দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বিগত কয়েক বছরে প্রশাসনের নজর এড়িয়ে রাজ্যজুড়ে কয়েক লক্ষ টোটো বিক্রি হয়েছে। যা নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে এখন প্রশাসনকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, বে-আইনিভাবে টোটো এবং ই-রিকশো বিক্রি রুখতে এবার তার ডিলারদের তলব করা হবে।

চলতি সপ্তাহেই রাজ্যের প্রায় শ'দেড়েক ডিলারকে ডেকে পাঠানো হবে। সেখানেই তাঁদের সাফ জানিয়ে দেওয়া হবে যে, আগামিদিনে তাঁরা যদি কাউকে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছাড়া টোটো-বা ই-রিকশো বিক্রি করেন সেক্ষেত্রে তাঁদের রাজ্য প্রশাসনের তরফে তাদের কালো তালিকভুক্ত করা হবে। একই সঙ্গে রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের তরফ থেকে প্রত্যেকটি পুরসভায় চিঠি পাঠানো হচ্ছে। সেই সংশ্লিষ্ট পুর এলাকায় কত সংখ্যক টোটো চলে, তার তালিকা তৈরি করে পুজোর মধ্যে পরিবহণ দপ্তরে জমা দিতে চিঠিতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে প্রতিটি শহর ও গ্রাম এলাকায় টোটোর নির্দিষ্ট রুট ঠিক করে দিতেও পুরসভা কর্তৃপক্ষ, পঞ্চায়েত এবং পুলিশ প্রশাসনকে বলা হয়েছে ।

বে-আইনিভাবে বছরের পর বছর ধরে শহর থেকে জেলা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে টোটো ও ই-রিকশো আর তার জেরে একদিকে যেমন শহর থেকে গ্রাম যানজটে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ছে তেমনি যাত্রীবাহী বাসরুটগুলি যাত্রী হারাচ্ছে। আবার বড় রাস্তা ধরে যাত্রী নিয়ে এই সব টোটো ও ই-রিকশ চলাচল করায় দুর্ঘটনাও ঘটে চলেছে।

টোটোর না আছে রেজিস্ট্রেশন নম্বর না আছে নম্বর প্লেট, না চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স। সেই সূত্রেই রাজ্য আগেই সিদ্ধান্ত নিযেছিল টোটো ও ই-রিকশোর জন্য নির্দিষ্ট বিধি প্রণয়ন করা হবে। এবার সেই সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ করা হল বলে পরিবহণ সূত্রে জানা গিয়েছে।

বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবি, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বহাল সড়ক মেরামতের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো এলাকার মানুষ।

ঘটনাটি ঘটেছে কাঁকসার জাটগড়িয়ায়। কাঁকসার জাটগড়িয়া থেকে দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের মাধাইগঞ্জ এলাকা পর্যন্ত প্রায় ১২কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল থাকার কারণে ওই রাস্তা দিয়ে যান চলাচলে সমস্যা দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের উদ্যোগে রাস্তার কাজের সূচনা হলেও, কাঁটাবেড়িয়া থেকে জাটগড়িয়া পর্যন্ত সংস্কারের কোনও উল্লেখ নেই বলেই অভিযোগ। কেন উল্লেখ নেই তারই প্রতিবাদে সোমবার সকাল থেকে জাটগড়িয়া মোড়ের কাছে জেলা পরিষদের রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয়দের অভিযোগ, বহুবার প্রশাসনকে জানিয়েও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কোনো নজর দিচ্ছে না বলে অভিযোগ।

এদিন বিক্ষোভকারীরা বেহাল রাস্তায় ধান পুঁতে বিক্ষোভ দেখান। স্থানীয়দের সঙ্গে এদিন আন্দোলনে সামিল হয় এলাকার স্কুল পড়ুয়ারাও। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা। যতক্ষণ না পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নিচ্ছে প্রশাসন ততক্ষণ পর্যন্ত আন্দোলন জারি থাকবে বলে হুঁশিয়ারি দেয় বিক্ষোভকারীরা। দ্রুত টেন্ডার প্রক্রিয়া করে এই রাস্তার কাজ শুরু করার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা পরিষদের সদস্য তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলা পরিষদের প্রাক্তন সহ-সভাধিপতি সমীর বিশ্বাস।

ভুট্টা দিয়ে দুর্গা প্রতিমা গড়ে চমক দিতে চলেছেন মালদার বিষ্ণুচন্দ্র সাহা

কৌশিক দে • মালদা

অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মী বিষ্ণুচন্দ্র সাহা প্রতিবছরই অভিনব কায়দায় দুর্গা প্রতিমা তৈরি করে চমক দিয়েছেন মালদাবাসীকে। এবারে তিনি কৃষিতে উন্নয়ন ও মাটি রক্ষার বার্তা নিয়েই ভুট্টা দিয়ে দুর্গা প্রতিমা তৈরি করে চমক দিতে চলেছেন দর্শনার্থীদের। ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে পাশ্চাত্য শিল্পের মেলবন্ধন তুলে ধরতেই বিষ্ণুচন্দ্রবাবুর হাতেই গড়ে উঠছে ভুট্টা দিয়ে তৈরি মৃন্ময়ী রূপে দেবী দুর্গা। পুজোর বাকি এক মাসেরও কম সময়। তার আগেই একা হাতেই অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্মী বিষ্ণুচন্দ্র সাহা জোরকদমে ভুট্টা দিয়ে দেবী দুর্গা প্রতিমা তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

মালদা শহরের কৃষ্ণ কালিতলা এলাকার বাসিন্দা বিষ্ণুচন্দ্র সাহা রাজ্য পুলিশের হোমগার্ডে কর্মরত ছিলেন। গত তিন বছর আগে তিনি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। কিন্তু কখনওই দেবী প্রতিমা বানানোর কাজ ছাড়েননি। চাকরির জীবনেও তিনি একের পর এক অভিনব কায়দায় দেবী প্রতিমা বানিয়ে এসেছেন। এখনও তাঁর হাতের দেবী দুর্গা মালদা শহরের দুই নম্বর গভর্নমেন্ট কলোনি এলাকার একটি বিগ বাজেটের পুজো মণ্ডপেও দেখা যাবে।

উল্লেখ্য, বৃন্দাবনে নকশার প্রতিমার সঙ্গে পাশ্চাত্যের টেটো শিল্পকে তুলে ধরা হয়েছে প্রতিমার মধ্যে। কোনও রকম মাটির ব্যবহার নেই প্রতিমা তৈরিতে। খড়, ধানের তুষ গমের ভুসি এই তিন উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে প্রতিবার কাঠামো। তার ওপরে মাটির বদলে ভুট্টার খোসার প্রলেপ। আঠার সাহায্যে কাঠামোর ওপর ভুট্টার খোসা দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে প্রতিমা। প্রতিমার সাজে ব্যবহার করা হচ্ছে ভুট্টার দানা ও ভুট্টার মঞ্জুরি। মঞ্জুরি পাকিয়ে বিভিন্ন নকশা তৈরি করা হচ্ছে। এই মঞ্জুরির সাহায্যেই তৈরি করা হয়েছে টেটো। গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য গোধনা। এই গোধনা পাশ্চাত্যের টেটো হিসেবেই পরিচিত। দুর্গা প্রতিমার সাজের মধ্যে এই বার্তাই তুলে ধরতে চেয়েছেন শিল্পী।

অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্মী বিষ্ণুচন্দ্র সাহা জানান, সম্পূর্ণ নিজস্ব চিন্তাভাবনা থেকেই এমন প্রতিমা তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিগত কয়েক বছর ধরেই তিনি মাটি ছাড়া বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে প্রতিমা তৈরি করে দর্শকদের তাক লাগিয়ে এসেছেন। তাই এই বছরও অভিনব পরিকল্পনা করেছেন। গত ছয় মাস ধরে এই প্রতিমা তৈরি করছেন। এখন পর্যন্ত প্রায় ৭০০ পিস ভুট্টা প্রয়োজন হয়েছে প্রতিমা তৈরি করতে। মোট ৩০ কেজি ভুট্টা তিনি কিনেছিলেন। এছাড়াও ভুট্টার গাছও ব্যবহার করা হচ্ছে প্রতিমা তৈরিতে।

ভুট্টা দিয়ে প্রতিমা তৈরির চিন্তাভাবনার কারণ হিসেবে তিনি জানান, ভুট্টা পচনশীল। প্রতিমা বিসর্জনের সময় ভুট্টা ও অন্যান্য সামগ্রী জলে পচে মাছের খাবার হবে। এই প্রতিমা জল দূষিত করবে না। একদিকে যেমন তিনি মাটি রক্ষার বার্তা দিচ্ছেন, পাশাপাশি পরিবেশের দূষণ রোধ করারও বার্তা দিচ্ছেন এই শিল্পের মধ্যে দিয়ে।

বিষ্ণুচন্দ্রবাবু আরও জানান, ক্রমশ ভূমিক্ষয়, ভাঙন এই সমস্ত কারণে প্রতিমা তৈরির মাটি পর্যাপ্ত পরিমাণে মিলছে না। বর্তমানে প্রতিমা তৈরি করতে গিয়ে মৃৎশিল্পীরা হিমশিম খাচ্ছেন মাটির জোগান দিতে। আগামী প্রজন্মের শিল্পীরা মাটি ছাড়াও যেন প্রতিমা তৈরি করতে পারেন এ শিল্পকে ধরে রাখতে পারেন, সেই বার্তা দিতেই বিগত কয়েক বছর ধরে তিনি মাটি ছাড়া প্রতিমা তৈরি করে চলেছেন।

প্রতিবছরের মতো এই বছরও তাঁর তৈরি এই প্রতিমা মালদা শহরের দুই নম্বর গভমেন্ট কলোনি বাঘাযতীন ক্লাব দেখতে পাওয়া যাবে। প্রতিমা তৈরির খরচ ক্লাব কর্তৃপক্ষ কিছু পরিমাণে দিয়েছে। যদিও শিল্পী বিষ্ণুচন্দ্র সাহা খরচের চিন্তা করেন না। বাবা একজন নামকরা মৃৎশিল্পী ছিলেন। সেখান থেকেই হাতেখড়ি। কর্মজীবন থেকে তিনি এখন অবসর নিয়েছেন। তাই নিত্যনতুন চিন্তাভাবনার শিল্পকলা সৃষ্টি করেই মনের তৃপ্তি পান তিনি।

প্রবল বর্ষণে ভাসল মহেশতলা, জলমগ্ন বজবজের বহু বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বজবজ: মধ্য রাতের ঘণ্টা দুয়েকের বৃষ্টিতে জলমগ্ন মহেশতলা ও বজবজের বিভিন্ন ওয়ার্ড। বেলা গড়াতে বজবজে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও জলে ভাসছে মহেশতলার বিভিন্ন ওয়ার্ড। ক্ষুব্ধ মহেশতলার বাসিন্দারা।

৩৫টি ওয়ার্ড নিয়ে মহেশতলা পুরসভা। আর বজবজ পুরসভা রয়েছে ২০টি ওয়ার্ড। রবিবার রাত দুটো নাগাদ বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হয়। বৃষ্টির জেরে ভোররাত থেকেই জলমগ্ন হতে দুই পুর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ড। দু-একটি ওয়ার্ড বাদে বজবজে সাধারণত জল জমে না। কিন্তু ভারী বর্ষণের সঙ্গে রাতে গঙ্গায় ভরা কোটালের কারণে পুরএলাকার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড জলমগ্ন হয়ে পড়ে। যদিও বেলা গড়াতে ধীরে ধীরে জল নামতে শুরু করে। অন্য দিকে এখনও জলে ভাসছে মহেশতলার বিভিন্ন এলাকা। এমনিতেই সামান্য বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে মহেশতলার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড। পুর এলাকার প্রধান সমস্যা নিকাশি ব্যবস্থা। ফলে রাতভর ভারীতে নর্দমা উপচে ভাসিয়ে দিয়েছে বিভিন্ন এলাকা। বেশ কিছু এলাকায় বাসিন্দাদের ঘরে জল ঢুকে যায়। মহেশতলার পুরসভার পিছনেই ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের জগতলা অঞ্চল সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে যায়। তেমনই বাটানগর, সুকান্ত পল্লি, ব্যানার্জি পাড়া, ব্যানার্জি হাট, মেমানপুর, চকমীর-সহ বহু জায়গায় জল জমে রয়েছে। চকমীরের নতুন পল্লিতে গৃহস্থ বাড়িতে জল ঢুকেছে। ঘরের মেঝেয় কিলবিল করছে সাপ-কেঁচো। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা। কাউন্সিলর পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছেন বলে জানান।

অন্য দিকে, কোটাল ও রাতের ভারী বৃষ্টির কারণেই বজবজ পুরসভার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে জল জমেছে বলে জানান পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত। তিনি বলেন, 'বজবজ পুরসভার দু-একটি ওয়ার্ড ছাড়া জল সেভাবে জমে না। তবে একদিকে গঙ্গায় কোটাল সঙ্গে মাঝরাতে ভারী বৃষ্টিতে বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে জল জমে যায়। বেলা বাড়তেই সেই জল নেমে গিয়েছে। দু-একটি জায়গায় জল থাকায় পাম্প বসানো হয়েছে।

ভাটপাড়ার মাদ্রালে গোষ্ঠী সংঘর্ষ, মারপিটে আহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দুই গোষ্ঠীর কাজিয়ায় রবিবার রাতে উত্তেজনা ছড়ালো ভাটপাড়া পুরসভার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের মাদ্রাল নেতাজি মোড়ে। অভিযোগ, তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে অশান্তি হয়েছে।

জানা গিয়েছে, চায়ের দোকানে বসে থাকা দুই তৃণমূল কর্মী সঞ্জয় বর্ধন ওরফে ডোডো ও সুকুমার দাসের ওপর অতর্কিতে হামলা চালায় দেবা-নারায়ণ গোষ্ঠী। আহতদের তৎক্ষনাৎ ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও গুরুতর জখম সুকুমার দাসকে কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আক্রান্ত সঞ্জয় বর্ধন জানান, দেবা-নারায়ণরা এলাকায় সাদা বালি ফেলার কাজ করছে। রবিবার সকালে ওদেরকে বলেছিলাম ওই কাজে তাদের কাউকে কেন রাখা হল না। এই নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়েছিল। সঞ্জয়ের অভিযোগ, দেবা-নারায়ণ দলবল নিয়ে এসে চায়ের দোকানে তাদের ওপর হামলা চালিয়েছে। মাদ্রাল নেতাজি মোড়ে শাসকদলের গোষ্ঠী কোন্দল ঘিরে উত্তেজনার সৃষ্টি হলেও, মুখে কুলুপ এঁটেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর শঙ্করী দত্ত বলেন, 'তিনি এলাকার বাইরে ছিলেন। ঘটনাটি তাঁর জানা নেই। কী নিয়ে গন্ডগোল, দেখব।'

অ্যাপ নির্ভর বাইক-ট্যাক্সি মালিকদের লাইসেন্স দিতে বিশেষ শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন: অ্যাপ নির্ভর বাইক- ট্যাক্সি মালিকদের বাণিজ্যিক লাইসেন্স দিতে পরিবহণ দপ্তর বিশেষ শিবিরের আয়োজন করছে। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর কসবার পরিবহণ ভবনে এজন্য এক শিবিরের আয়োজন করা হবে বলে দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। গত শনিবার সল্টলেকে একই ধরনের এক শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানে ২৫ জন বাইক ট্যাক্সি চালককে বাণিজ্যিক লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। হিসাব অনুযায়ী, কলকাতায় প্রায় ১৫ হাজার বাইক চালক অ্যাপ নির্ভর সংস্থার সঙ্গে বাণিজ্যিক পরিবহণে যুক্ত। এ ছাড়াও আরও ১ লক্ষ ১০ হাজার বাইকচালক বিভিন্ন খাবার সরবরাহকারী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। সবাইকে এই বাণিজ্যিক লাইসেন্স নিতে হবে। বাণিজ্যিক পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত মোটরবাইক চালকদের আলাদা সিরিজের নম্বর দেওয়া হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে বেশ কিছু নবম লাগু হবে। নম্বর প্লেটের রং হবে হলুদ। ফলে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত মোটরবাইকগুলিকে আলাদা করে চিহ্নিত করা সহজ হবে।

ekdin_page_3_Layout 1 9/25/2023 10:14 PM Page 1

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৬ সেপ্টেম্বর ৮ আশ্বিন, ১৪৩০, মঙ্গলবার

র‍্যাগিং বিরোধী নিয়ম কেন অমান্য

জবাব চেয়ে চিঠি দিল ইউজিসি

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েক কড়া চিঠি পাঠাল ইউজিসি। কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং বিরোধী নিয়মাবলী মানা হয়নি তা নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তার জবাব তলব করা হয়েছে ইউজিসির তরফ থেকে। আর এই উত্তর দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে ১৫ দিন সময় দেওয়া হয়েছে। যে যে ক্ষেত্রে নিয়ম মানা হয়নি সেইসব ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাও জানতে চেয়েছে ইউজিসি। প্রসঙ্গত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত মাসে হস্টেলে পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় র‍্যাগিংয়ের প্রমান সামনে এসেছে। এরপরই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসির প্রতিনিধিদল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিদর্শন করে।

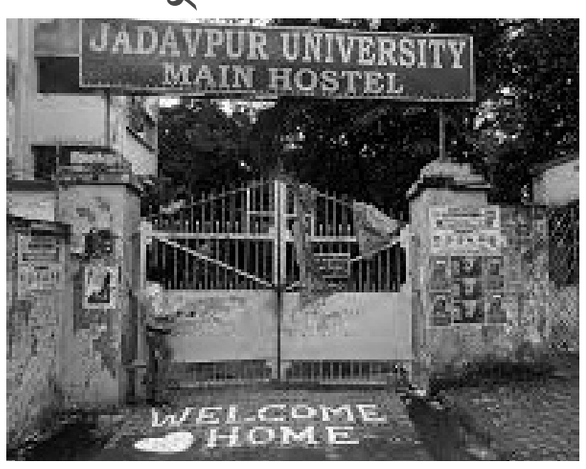

এর পাশাপাশি একাধিক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কৈফিয়ত তলব করা হয়েছে। হস্টেল সুপাররা কেন দায়িত্ব সম্পর্ক সচেতন ছিলেন না সেই প্রশ্নও তোলা হয়েছে ইউজিসির তরফ থেকে। সঙ্গে এও জানতে চাওয়া হয়েছে পড়ুয়াদের উপর কেন হস্টেল সুপারদের নিয়ন্ত্রণ ছিল না তাও প্রাক্তনীরা হস্টলে থাকার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ জানা সত্ত্বেও কেন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি তাও জানতে চেয়েছে ইউজিসি।

৯ অগাস্ট যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হস্টেলে পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। সেই ঘটনা নিয়ে তোলপাড় হয় গোটা রাজ্য। ইউজিসি-র নিয়ম মেনে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও হস্টেলে কোনও সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো ছিল না। এতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন ওঠে। কেন ইউজিসি-র নির্দেশিকা সত্ত্বে ক্যাম্পাসে কোনও ক্যামেরা বসানো ছিল না তা নিয়ে ঘরে বাইরে চাপের মুখে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

এরমধ্যেই যাদবপুরের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য হিসেবে বুদ্ধদেব সাউকে নিয়োগ করা হয়। এরপরও ক্যাম্পাসে সিসিটিভি ক্যামেরা নিয়ে ধরা পড়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের টালবাহানা। অবশেষে রাজ্য সরকারের তরফে ক্যামেরা বসানোর জন্য ৩৮ লাখ টাকা মঞ্জুর করা হয়। শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শুরু হয় ক্যামেরা বসানোর কাজ। ক্যাম্পাস ও হস্টেলের মোট ২৬টি জায়গায় ক্যামেরা বসানো হয়েছে।

এদিকে সূত্রে খবর. রবিবার ভার্চুয়ালি উপাচার্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোস। রবিবারের পর সোমবার একেবারে সশরীরে যাদবপুরের উপাচার্যকে রাজভবনে হাজিরার নির্দেশ রাজ্যপালের। এদিন বিকেলের পর রাজভবনে যান যাদবপুরের উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ। ইউজিসির দল আসার পরে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা জানার জন্যই এই তলব বলে রাজভবন সূত্রে খবর। একইসঙ্গে উপাচার্য কাজ করতে পারছেন না কি না সেটাও রিভিউ করে দেখবেন আচার্য, এমনটাও সূত্র মারফৎ খবর মিলছে।

আদালতের সবুজ সংকেত মিললেই পুজোর ছুটির পর উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উচ্চ প্রাথমিকের নিয়োগের চূড়ান্ত তালিকা আগেই প্রকাশ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন । ১৩ হাজারের বেশি শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া কবে শুরু হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন। কমিশন সূত্রে খবর, নিয়োগ শুরু করতে প্রয়োজন আদালতের অনুমতি। সেই অনুমতি পেয়ে গেলেই এক-দেড় মাসের মধ্যেই শুরু হবে কাজ।

সেক্ষেত্রে আশা করা যায়, সব ঠিকঠাক থাকলে পুজোর ছুটির পরই নিয়োগপত্র হাতে পাবেন চাকরি প্রার্থীরা। খুব তাড়াতাড়িই স্কুলে যোগ দিতে পারবেন শিক্ষকরা। এমনটাই জানান স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার। পাশাপাশি জানান, মেধা তালিকা প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। যথাসম্ভব নির্ভুলভাবেই তা করার চেষ্টা করেছে কমিশন। এবার আদালতের নির্দেশের অপেক্ষা।

২০১৫ সালের ১৬ অগাস্ট উচ্চ প্রাথমিক নিয়োগে টেট হয়েছিল। ২০১৯ সালের ৪ অক্টোবর প্রথম মেধা তালিকা প্রকাশ হলেও সেখানে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। ২০২০ সালের ১১ ডিসেম্বর আদালতের নির্দেশে বাতিল হয় সেই তালিকা। বদলে ২০২১ সালের ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। তবে তা স্কুল সার্ভিস কমিশন কার্যকর করতে পারেনি। শুধুমাত্র প্রার্থীদের ইন্টারভিউ সম্পন্ন হয়। এরপর মেধা তালিকা প্রকাশ হয়েছে। এবার কাউন্সেলিংয়ের পালা।

স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার বলেন, 'আপার প্রাইমারির চাকরি একেবারে শেষ ধাপে। আদালতের অনুমতিক্রমেই আমরা একটা মেধা তালিকা বা প্যানেল প্রকাশ করেছি। ২৫ অগাস্ট তা প্রকাশ করা হয়। বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি উদয় কুমারের এজলাসে এই মামলা আছে। তবে পিটিশনারদের পক্ষ থেকে কিছু ল'পয়েন্ট জমা পড়েছে। তার উত্তর দিতে হবে আমাদের। সেটা দিয়ে পরবর্তী শুনানি যখন হবে, আমরা আশাবাদী নিশ্চয়ই কাউন্সেলিংয়ের অনুমতি পাব।'

কমিশন চেয়ারম্যান জানান, মেধাতালিকায় ১৩ হাজার ৩৩৪ জনের নাম আছে। অনেকে ওয়েটিং লিস্টেও আছেন। কাউন্সেলিংয়ের অনুমতি পাওয়ার পর অন্তত সাত দিন সময় লাগে প্রার্থীদের আসার জন্য প্রস্তুত হতে। কমিশন চেয়ারম্যানের কথায়, 'অনেকে উত্তরবঙ্গে থাকেন। তাঁদের যদি এখনই ডাকি, আগামীকালই তো চলে আসতে পারবেন না। দিন সাতেক সময় দিতেই হয়।'

এ সপ্তাহের মধ্যে চূড়ান্ত শূন্যপদের তালিকা কম্পিউটার সিস্টেমে আপলোড করে প্রস্তুতি শুরু করবে কমিশন। আদালতের অনুমতির পর আরও তিন সপ্তাহ বড় জোর সময় লাগতে পারে। ধাপে ধাপে শুরু হবে কাউন্সেলিং। প্যানেলভুক্তদের প্রথমে ডাকা হবে। এরপর ডাক পাবেন ওয়েটিং লিস্টে যাঁরা আছেন। এরপর সুপারিশ পত্র নিয়ে কাজে যোগ দিতে আরও মাস দেড়েক।

মশা মারতে ড্রোন থেকে স্প্রে, নয়া পদক্ষেপ কলকাতা পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মশা মারতে ড্রোনের ব্যবহার শুরু কলকাতা পুরসভার। রাজ্যে চোখ রাঙাচ্ছে ডেঙ্গু। মৃত্যু হয়েছে অনেকের। কারণ, যত দিন বাড়ছে কলকাতা সহ জেলার পরিস্থিতি যেন ভয়াবহ হয়ে উঠছে। সেই কারণেই এবার মশা মারতে উন্নত ড্রোন ক্যামেরার ব্যবহার শুরু করল করল পুরসভা। ড্রোনের সাহায্যে একদিকে যেমন আকাশ থেকেই দেখা যাবে কোথায় জল জমে রয়েছে, তেমনই ড্রোনের সাহায্যে মশা মারার তেল প্রয়োগ করা হবে।

এদিকে সূত্রে খবর, রাজ্য সরকারের অধিগৃহীত যাদবপুর সুলেখা কারখানাটি এখন মশার আঁতুড়ঘর। এই এলাকায় মৃত্যুও হয়েছে একজনের। আর এই মৃত্যুকে ঘিরে স্থানীয়রা কারখানাটির দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। অভিযোগের আঙুল তুলেছেন পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষও। কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়রের অভিযোগ শিল্প নিগমের গাফিলতির দিকেই। শুধু তাই নয়, সঙ্গে এও জানিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠিও পাঠাবেন। তবে পরিস্থিতি যাতে হাতের নাগালের বাইরে না বের হয় তার জন্য কারখানাটি ঘিরে শুরু হয়েছে মশক নিধন অভিযান। সোমবার এই কাজের তত্ত্বাবধানে ছিলেন ডেপুটি মেয়র স্বয়ং।

এর আগে মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছিলেন, ডেঙ্গুর প্রকোপ আটকাতে সমস্ত রকম ব্যবস্থা নিচ্ছে কলকাতা পুরসভা। শুধু তাই নয়, কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য কেন্দ্রেরগুলি সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। শনি ও রবিবারও খোলা থাকবে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি। কারণ, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের দাবি, গত এক সপ্তাহে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে সাড়ে ছ হাজার। কোভিড পরবর্তী সময়ে এ বছরই ডেঙ্গির প্রকোপ সবচেয়ে বেশি। রাজ্যের সাত জেলা এখন ডেঙ্গু হটস্পট হিসাবে চিহ্নিত। উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, হুগলি, হাওড়া, মালদহ।

খুলছে ভাটপাড়ার রিলায়েন্স জুটমিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিশ্বকর্মা পুজোর দিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ভাটপাড়া রিলায়েন্স জুটমিল। মিল বন্ধে বিপাকে পড়েছিলেন স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে পাঁচ হাজার শ্রমিক। জানা গিয়েছে, মিল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে উইন্ডিং বিভাগের দু'জন শ্রমিকের বিবাদ হয়েছিল। ক্ষমাপত্র দেওয়া সত্ত্বেও, ওই দুই শ্রমিককে গেটের বাইরে করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। ক্ষোভে গত ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা পুজোর দিন শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ বন্ধ রেখে আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। ওইদিন বিকেলে ব্যারাকপুরের সাংসদ তথা শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং মিল কর্তৃপক্ষকে নিঃশর্তে মিল খোলার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। রাতে মিল কর্তৃপক্ষের তরফে টেম্পোরারি সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিস ঝোলানো হয়েছিল। অবশেষে সোমবার শ্রমিক ইউনিয়ন ও মালিক পক্ষের বৈঠকে জট কেটে মিল খুলতে চলেছে। মিল খোলার খবরে এদিন সন্ধেয় শ্রমিকরা মিলের গেটে জমায়েত হয়েছিলেন। পুজোর আগেই মিল খুলে যাওয়ায় খুশি শ্রমিকরা। তারা জানালেন, মঙ্গলবার মিলে রক্ষণাবেক্ষনের কাজ হবে। আর বুধবার থেকে মিলে উৎপাদন শুরু হবে।

ক্যামাক স্ট্রিট থেকে হাজরার মিছিলে 'হ্যাঁ' হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গ্রুপ ডি পদের চাকরি প্রার্থীরা যে রুটে মিছিল করতে চাইছেন, সেই রুটে বেশ কয়েকটি স্কুল থাকায় অসুবিধায় পড়বে স্কুল পড়ুয়ারা এমনটাই জানিয়ে রাজ্য সরকার আদালতের নির্দেশ পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়েছিল। কিন্তু রাজ্যের সেই যুক্তি মানতে নারাজ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। সোমবারের শুনানিতে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত জানান, যে সব স্কুলের কথা বলা হচ্ছে, মিছিলের কারণে সেখানে কোনও প্রভাব পড়বে না। পাশাপাশি বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, রাজ্যের আবেদন ত্রুটিপূর্ণ।

প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকারের গ্রুপ ডি পদের চাকরি প্রার্থীরা থিয়েটার রোড এবং ক্যামাক স্ট্রিটের সংযোগস্থল থেকে শুরু করে নিজাম প্যালেসের সামনে দিয়ে রবীন্দ্র সদন মোড় থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রোড হয়ে হাজরা মোড় এই রুটেই মিছিল করার অনুমতি চেয়েছিলেন। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর, বুধবার বেলা ১ টায় সেই রুটে মিছিলের অনুমতিও দিয়ে দেন বিচারপতি। এরপর সোমবার সেই নির্দেশ পুনর্বিবেচনার আর্জি জানানো হয় রাজ্য সরকারের তরফ থেকে।

সোমবার রাজ্যের তরফ থেকে জানানো হয়, ওই রুটে রয়েছে অভিনব ভারতী, শ্রী শিক্ষায়তন, শাখ ওয়াত মেমোরিয়াল, লা মার্টিনিয়ার সহ বেশ কয়েকটি স্কুল। মিছিল হলে ওই এলাকায় ট্রাফিকের সমস্যা হবে, সওয়ালে এমনটাই দাবি রাজ্যের। মঙ্গলবার দুপুর ১২ টায় ফের এই মামলার শুনানি রয়েছে। ওই দিন আবারও হলফনামা জমা দেবে রাজ্য। এর আগে গত মে মাসে এই গ্রুপ ডি প্রার্থীরা হরিশ মুখার্জি রোড হয়ে কালীঘাট পর্যন্ত মিছিল করতে চেয়েছিলেন। সেই নিয়েও মামলা হয়েছিল আদালতে। পরে আদালতের নির্দেশ মতো, হরিশ মুখার্জি রোড বাদ পড়লেও কালীঘাট পর্যন্ত মিছিল হয়েছিল।

একে অপরকে চ্যালেঞ্জ জানাতে কলকাতায় নিত্য নতুন অ্যাপ ক্যাব

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: আজকাল কারও কাছেই পর্যাপ্ত সময় নেই। গোটা দিনে ২৪ টা ঘণ্টাও যেন কম পড়ছে। আমরা সকলেই নিয়মিত ছুটি চলেছি। এই ছুটে চলার মাঝেই অফিস হোক বা অন্য কোনও গন্তব্য, ভরসা সেই অ্যাপ ক্যাব। কলকাতাতেও অ্যাপ ক্যাবের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। অথচ সমস্যা হল জায়গার নাম পছন্দ না হলে বাতিল হচ্ছে বুকিং। এরপর অ্যাপ নিজে থেকেই অন্য গাড়ি খুঁজে দিলেও দ্বিতীয় বারও ফল কিন্তু একই। তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম- প্রতি বারই একই ঘটনা। শেষ পর্যন্ত হয়তো কোনও একজন চালক রাজি হলেন যেতে। কিন্তু ততক্ষণে রাস্তায় দাঁড়িয়েই এক ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। একইসঙ্গে ইচ্ছামতো ভাড়া হাঁকানোর অভিযোগ উঠছে কলকাতায় বেশ জনপ্রিয় দুটি অ্যাপ ক্যাবের বিরুদ্ধে। শুধু ভাড়া বাড়ানোই নয়, ইচ্ছামতো বুকিং ক্যানসেলও করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে অ্যাপ ক্যাব সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে। ফলে গণ পরিবহণ নিয়ে এই মুহূর্তে নানা মহলে নানা অসন্তোষ। শুধু তাই নয়, বুকিং নেওয়া ড্রাইভারের অন্যায্য ভাড়া দাবির সঙ্গে অভ্যস্ত হয়েছ গিয়েছেন অনেকেই। সঙ্গে দুর্ব্যবহার অথবা বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানোর মতো অভিযোগ তো আছেই। সব মিলিয়ে বেশ বিরক্তিকর অবস্থা। সংশ্লিষ্ট অ্যাপ ক্যাব কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানিয়ে সবসময় সুরাহাও হয় না।এদিকে সরকারি ভাবেও অ্যাপ-ক্যাবের সংস্থাগুলি সতর্ক করা হয়েছে এই বিষয়ে। ফলে যে চালক গন্তব্য জায়গাটির নাম শুনে বুকিং বাতিল করে দিচ্ছেন, আইনের চোখে তিনি মোটেই ঠিক কাজ করছেন না। এতো কিছুর মাঝেও অ্যাপ ক্যাবে পরিবহণে ওলা এবং উবের দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কলকাতায়।

তবে ওলা আর উবেরকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে শহর কলকাতার সমস্ত ট্যাক্সি এবং লাক্সারি ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশন একত্রিত ভাবে চালু করে নয়া অ্যাপ ক্যাবের। নাম 'রাইড'। নতুন এই অ্যাপ ক্যাবে কিলোমিটার পিছু ভাড়া দিতে হয় ১৫ টাকা। অতিরিক্ত কোনও কর যাত্রীদের থেকে নেওয়া হবে না।

এদিকে সম্প্রতি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইয়োলো ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে 'যাত্রী সাথী' নামে একটি অ্যাপ পরিষেবা চালু করা হয়। এই অ্যাপের মাধ্যমে যাত্রীরা ট্যাক্সি হয়রানি থেকে বাঁচবেন। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সমস্ত হলুদ ট্যাক্সি এবার থেকে এই অ্যাপ পরিষেবার আওতায় নিয়ে আসা হবে। তাতে মুখের উপর ট্যাক্সি যাবে না বলতে পারবে না। যেখানে যে কোনও যাত্রী অ্যাপের মাধ্যমে নিজের গন্তব্যে যাবার জন্য ট্যাক্সি বুক করতে পারবেন। ওলা-উবেরের মতোই নতুন এই অ্যাপ ক্যাব পরিষেবা চালু হচ্ছে। শহরের হলুদ ট্যাক্সি এবং অন্যান্য যে সব মিটার ট্যাক্সি রয়েছে তাদের নিয়ে এই যাত্রী সাথী অ্যাপ। বাড়িতে বসে অথবা যে কোনও লোকেশন থেকেই বুক করা যাবে হলুদ ট্যাক্সি।

তবে দু'একটি নতুন সংস্থাও নামছে এই ক্ষেত্রে। এরকমই একটি প্ল্যাটফর্ম হল 'ইন-ড্রাইভ'। আগে যা ইনড্রাইভার ছিল। এটা ওলা এবং উবেরের মতোই কাজ করে। বর্তমানে এই সংস্থার সদর দপ্তর ক্যালিফোর্নিয়ায়। গত নভেম্বরে নয়াদিল্লিতে তাদের পরিষেবা চালু হয়। এই অ্যাপে সাইন আপ করতে শুধুমাত্র মোবাইল নম্বর প্রয়োজন। এতে হিন্দি, বাংলা, উর্দু এবং ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা সম্ভব। ওলা এবং উবেরের মতোই পিক-আপ এবং ড্রপের অবস্থান লিখে দিতে হয়। লোকেশনের জন্য গুগল ম্যাপ ব্যবহার করে। তবে এটির একটি সুবিধা হল ব্যবহারকারীরা অবস্থান জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই ইনড্রাইভ তার ভাড়া জানিয়ে দেয়। সেক্ষেত্রে যাত্রী বিষয়টি নিয়ে দর কষাকষি করতে পারেন।

এই বিষয়টি এই অ্যাপের ক্ষেত্রে মৌলিক। ব্যবহারকারী যদি কোনও নির্দিষ্ট ভাড়া দিতে চান, তাহলে তাঁকে এই দাম অ্যাপেই লিখে দিতে হবে। অ্যাপটি চালকদের ১৫০ টাকা অফার করবে। কোনও চালক যদি এই ভাড়ায় যেতে প্রস্তুত থাকেন, তবে তিনি বুকিং নিতে পারেন।

এখন কলকাতাবাসীর ধারণা, কোনও ব্যবসায় কারও একচেটিয়া অধিকার থাকলে তাতে পরিষেবার মান উন্নত হয় না। কোনও কিছু ভাল পেতে হলে প্রতিযোগিতা থাকার প্রয়োজন। ঠিক তেমনই এই রকম এক স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা বিভিন্ন অ্যাপ ক্যাবের মধ্যে চলতে থাকলে আসন্ন পুজোয় তার সুফল নিশ্চয়ই পাবেন শহরবাসী।

এসএসকেএম-এ দালালচক্র চালানোর অভিযোগে ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাগরদত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, এনআরএস-এর পর এবার এসএসকেএম-এর মতো সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালেও দালালচক্রের পর্দাফাঁস। পুলিশের জালে ইতিমধ্যেই ধরা পড়েছে চার জন। ধৃতরা হল, অভিষেক মল্লিক (২৩), অভয় বাল্মিকী (২০), দেব মল্লিক (১৯) এবং সুরিন্দর কুমার (৩০)। তারা চারজনই ভবানীপুরের বাসিন্দা। অভিযোগ, বেশ কয়েকদিন ধরে রোগী ভর্তির নামে দালাল চক্র চালাত তারা। টাকার বিনিময়ে রোগীদের ভর্তির সুযোগ করে দিত তিন জন। বেশ কয়েকদিন ধরে পাওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে লালবাজারের গুন্ডাদমন শাখা তাদের গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০(বি), ৪২০, ৫০৬ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

গত শনিবার থেকেই কলকাতার প্রথম সারির হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজগুলিতে কলকাতা পুলিশের গুন্ডাদমন শাখার আধিকারিকরা অভিযান চালান। এরপরই মধ্য কলকাতার নীলরতন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে দু'জন দালালকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশ। লালবাজার সূত্রে জানা যাচ্ছে, এসএসকেএম থেকে ধৃত ৩ জনই রোগীর পরিজনদের বেড পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিতেন। সেক্ষেত্রে রোগীর আত্মীয়দের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করতেন তাঁরা। টাকা না থাকলে কিছু জিনিস গচ্ছিত রেখে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হত।

প্রসঙ্গত, হাসপাতালে দালালরাজের অভিযোগ নতুন নয়। এর আগেও এই ধরনের অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। কিন্তু এবার এই নিয়ে সরব শাসকদলেরই বিধায়ক। গত বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে সাগরদত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। দালালদের খপ্পরে পড়ে সঠিক সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে না পেরে মৃত্যু হয় এক বৃদ্ধ রোগীর। ওই বৃদ্ধের ছেলে রাতেই কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রকে ফোন করে গোটা বিষয়টি জানান। ফোন পেয়ে রাতেই হাসপাতালে পৌঁছেও যান স্থানীয় বিধায়ক মদন মিত্র। হাসপাতালে দাঁড়িয়েই মদন মিত্র রীতিমতো হুঁশিয়ারির সুরে বার্তা দেন, 'এরকম আর কোনও দালালকে ধরা মাত্রই তাঁদের মারবেন না, ধরবেন না, পুলিশে দেওয়ার আগে একবার আমাদের হাতে তুলে দিন।' শাসক দলের বিধায়ক সোচ্চার হওয়া মাত্রই সক্রিয় পুলিশ। এরপরই বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে অভিযান শুরু হয় কলকাতা পুলিশের গুন্ডা দমন শাখার তরফ থেকে।

এদিকে বিধায়ক মদন মিত্রের হুঁশিয়ারির পর এবার অভিযুক্তদের ছবি দিয়ে পোস্টার পড়ল হাসপাতাল জুড়ে। দালাল চক্রের খপ্পরে পড়ে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ ঘিরে তোলপাড় হয়েছে। সোমবারই নড়েচড়ে বসেছে কর্তৃপক্ষ। দালাল চক্রে অভিযুক্তদের ছবি-সহ পোস্টার পড়ে সাগর দত্ত হাসপাতালে। রোগীর পরিবারের সদস্যদের সচেতন করতেই এই উদ্যোগ বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।

সম্পাদকীয়

রমেশ বিধুরিদের শাস্তি হবে, না কি তাদের স্বর আরও চওড়া হবে?

গতবছর দিল্লিতে এক ধর্মগুরু সংখ্যালঘু মুসলিমদের রুখতে হিন্দুদের হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। আর মাস দুয়েক আগে হরিয়ানায় আরেক ধর্মগুরু পুলিসের উপস্থিতিতে রাইফেলের লাইসেন্স দাবি করেছেন যাতে অনেক দূর থেকে গুলি চালানো সম্ভব হয়। সংখ্যালঘুদের 'গলা কেটে নেওয়ার' নিদান দিয়েছিলেন আর এক জগৎগুরু। আর এই সেদিন হরিয়ানায় হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে 'কেউ আমাদের দিকে আঙুল তুললে তার আঙুল কেটে ফেলব।' বিজেপি নেত্রীর নূপুর শর্মার অবমাননাকর মন্তব্য নিয়ে অভিযোগ কিংবা এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর 'গোলি মারো শালে কো' হুঙ্কারের কথাও কেউ ভোলেনি। আসলে এসবই হয়তো শাসকের পরিকল্পনারই অঙ্গ। সংখ্যালঘুদের মধ্যে একটা আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি করা, তাদের হেনস্তা করা, হিংসা ছড়ানো, একঘরে করে দেওয়া এবং এটা বোঝানো এরা যেন দেশের 'গদ্দার'। যদিও প্রধানমন্ত্রী মুখে বলবেন সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস।' এই আতঙ্ক দেখা গিয়েছে দানিশ আলির শরীরী ভাষাতেও। নিজে একজন সাংসদ হয়েও এই ঘটনায় আতঙ্কে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। তিনি চান এই ঘটনায় অভিযুক্ত সাংসদের কঠোর শাস্তি হোক। নাহলে তিনি লজ্জা ঘৃণা অপমানে নিজেই হয়তো সাংসদ পদ ছেড়ে দেবেন। কিন্তু কে দেবে কঠোর শাস্তি? বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার হিম্মত আছে কি তাঁর দলেরই সাংসদের বিরুদ্ধে কোনও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার? সুপ্রিম কোর্টের বারংবার হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও গণতন্ত্রের পীঠস্থান সংসদে দাঁড়িয়ে এমন গা ঘিনঘিনে ঘৃণা ছড়ানোর জন্য কেন বিজেপি সাংসদকে গ্রেপ্তার করা হবে না, কেন তাঁর সাংসদপদ খারিজ করা হবে না, কেন তাঁকে সামাজিক বয়কট করা হবে না; সেই ন্যায্য প্রশ্নগুলি উঠছে। প্রশ্ন উঠেছে, সব দেখে শুনেও কেন বিজেপির সংখ্যালঘু নেতা ও সাংসদরা চুপ করে রয়েছেন? কিন্তু প্রশ্ন প্রশ্ন আকারেই থেকে যায়। একের পর এক ঘৃণাভাষণ বিজেপির 'সংস্কৃতি'কে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাচ্ছে। সবকা সাথ, সবকা বিকাশের ভাঁওতার আড়ালে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মোদির মতো হিন্দুত্ববাদী নেতারা স্থির লক্ষ্যে এগবেন, এটা ভবিতব্য। সুতরাং আগামী দিনে রমেশ বিধুরিদের শাস্তির বদলে কণ্ঠস্বর আরও চওড়া হবে;এটাই হয়তো দেখতে হবে দেশবাসীকে। কারণ মোদিবাহিনীর মগের মুলুক চলছে!

শাশ্বত কথা

আপনি সঠিক পথ বেছে নেওয়ার অর্থ এই নয় যে অন্য পথটি খারাপ। এর অর্থ এই নয় যে আপনি অন্যকে অবমূল্যায়ন করবেন।

আমাদের প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা উচিত যে নাম, অর্থ, আরামের মতো অস্থির জিনিসগুলির এই প্রলোভন দিন দিন কমে যাক।

— স্বামী বিবেকানন্দ

জন্মদিন

আজকের দিন

মনমোহন সিং

১৯২৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা দেব আনন্দের জন্মদিন।*
১৯৩২ *ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৬২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা চাঙ্কি পান্ডের জন্মদিন।*

আজ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ

'দেশাচারের দূর্গ'-এ আক্রমণ শানালেও সমাজ সংস্কারের অগ্রপথিক ছিলেন না ধর্মবিরোধী

শান্তনু রায়

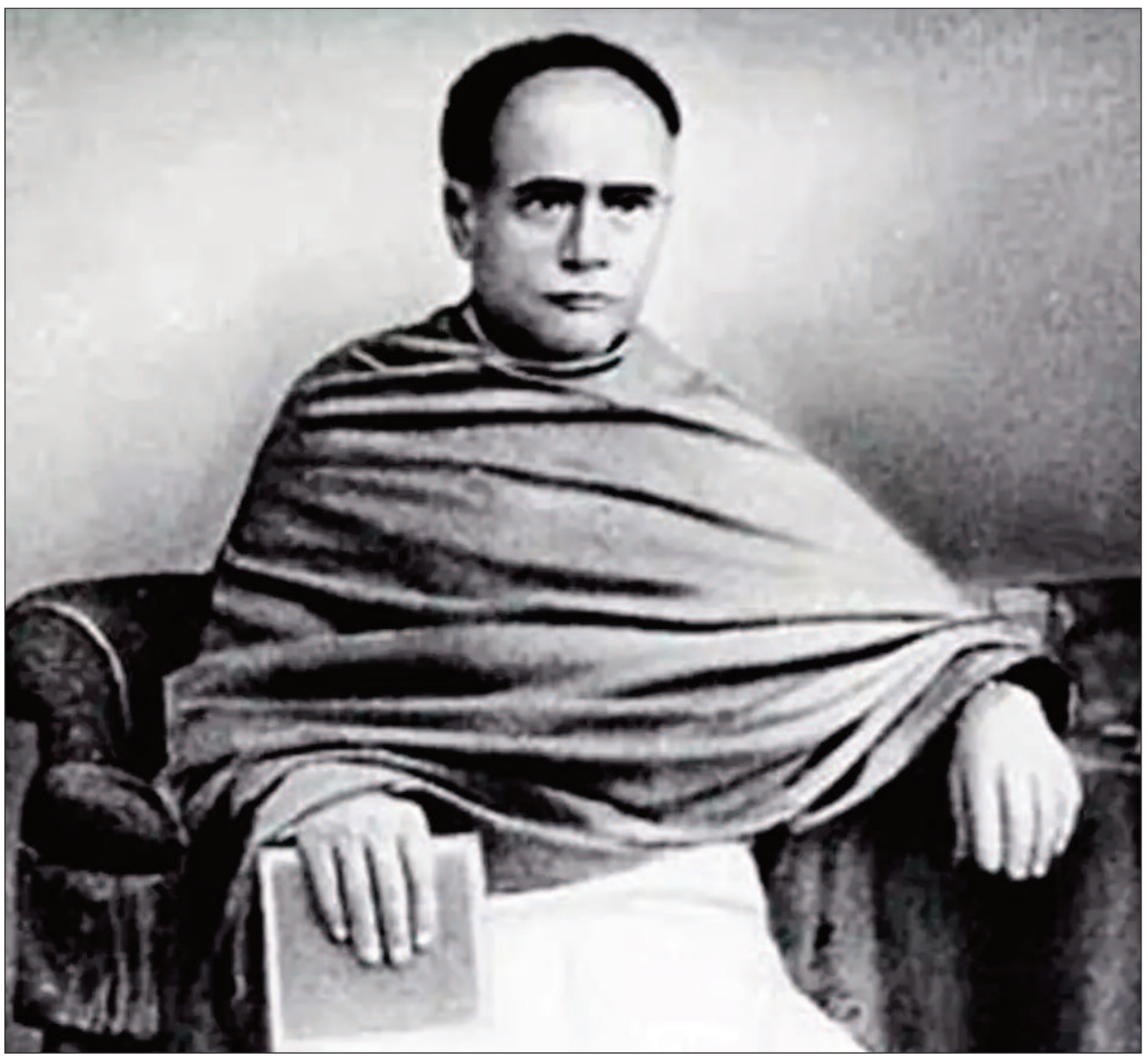

'তাঁর চরিত্রের মহত্ত্বগুণে দেশাচারের দূর্গ নির্ভয়ে আক্রমন করতে পেরেছিলেন' বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ-তিনি তিনি ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর যাঁর হাত ধরে ঊনিশ শতকের কালান্তর পর্বে স্যর স্টুয়ার্ট মিল, ডারউইন এবং মার্ক্স প্রমুখ চিন্তাবিদদের চিন্তাধারায় প্রভাবিত ইংলন্ডের সামাজিক ইতিহাসের যুগান্তকারী পরিবর্তনের সাথেসাথে আমাদের দেশেও সমাজ সংস্কার আন্দোলনে একনতুন যুগের সূচনা হয়েছিল বলে মনে করেন অনেকের ।অধ্যাপক বিনয় ঘোষের কথায়-'জীবনে ধর্ম বা ঈশ্বর নিয়ে বিদ্যাসাগর বিশেষ চিন্তা করেননি । অন্তত তাঁর বাইরের জীবনে তার কোন প্রমান পাওয়া যায় না। বাইরের সমাজের মতোই তিনি অন্তরের ঈশ্বরকে ধ্যান করেছেন। মানুষ ও সমাজ ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বর'। বস্তুত ধর্মসাধনাকে তিনি ব্যক্তিগত প্রবণতার ব্যাপার বলে মনে করতেন।

উল্লেখ্য বিদ্যাসাগর ১৮৭৫ এ সম্পাদিত তাঁর উইলে ছাব্বিশ জন অনাত্মীয় সহ মোট পয়তাল্লিশ জন দুস্থ নরনারীকে নির্দ্দিষ্ট হারে বৃত্তি এবং দাতব্য চিকিৎসালয় ও মায়ের নামে স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ করলেও কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ করেননি।

প্রসঙ্গত এভাবে সব অর্থ বিলিয়ে দেওয়ায় পরবর্তীকালে তাঁর দুই কন্যাকে ভীষন দুরবস্থায় পড়তে হয় এবং অপরের আর্থিক সাহায্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়।

কিন্তু তিরোধানের পর শতবর্ষাধিক কাল অতিক্রম করার পরেও তাঁর ধর্মবিশ্বাস নিয়ে কৌতুহল আজও অনেক মনে-অনেকের বিভ্রম তিনি বুঝিবা নাস্তিক ছিলেন! প্রকৃতপক্ষে তিনি নাস্তিক তো ছিলেনই না ব্রাহ্মও হননি। বিদ্যাসাগরের প্রয়াণের অনেক পরে তাঁকে নাস্তিক বলে প্রথম প্রচার করেন তাঁর শিষ্য ও অনুরাগী কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। বিদ্যাসাগর জীবনীকার বিহারীলাল সরকার ও সুবল চন্দ্র মিত্রও তাঁদের রক্ষনশীল মানসিকতায় যেমন বিধবাবিবাহের মত বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারমূলক প্রচেষ্টাকে প্রশংসনীয় গণ্য করতে পারেননি তেমনই তাঁদের মনে হয়েছে প্রতীচ্যের মূল্যবোধের প্রভাবে দ্যিাসাগর সনাতন ধর্মে আস্থাহীন হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত স্নেহভাজন জীবনীকার চন্ডীচরন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমতে-তাঁহার আচার-আচরণ হইতে যতদূর বুঝিতে পারা যায় তাহাতে এইরূপ বোধ হয় যে তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী লোক ছিলেন। তবে তাঁহার ধর্মবিশ্বাস সাধারন লোকের অনুষ্ঠিত কোন এক পদ্ধতির অধীন ছিলনা'।অন্যভাবে বলা যায় হিন্দুধর্মের লোকাচারে তাঁর বিশেষ বিশ্বাস বা আকর্ষন ছিল না।এমনকী শাস্ত্রীয় আচারের সরাসরি বিরোধিতা না করলেও এর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তিনি নিঃসংশয়ী ছিলেন না। মানবপ্রেমিক বিদ্যাসাগরের পক্ষে ধর্মীয় আচারবিধির প্রতি এমন মনোভাব বোধকরি অস্বাভাবিক ছিল না।এক ধর্মপ্রান ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহন করলেও বিদ্যাসাগরের বাস্তববাদী মনে ঈশ্বর আরাধনা বা ধর্মীয় আচার বিচার পরম্পরার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিলনা-এ সত্য। কিন্তু তদ্দ্বারা এ সিদ্ধান্তে আসা বোধকরি সমীচীন হবে না যে তিনি নাস্তিক ছিলেন বা হিন্দুধর্মে আস্থাহীন হয়ে পড়েছিলেন।

বস্তুত বাংলার প্রাচীন সমাজজীবনে ভাঙ্গন ধরেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই। প্রসঙ্গত পলাশীর যুদ্ধের ফলাফলে বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা সূর্যের অস্তাচল যাত্রার সূচনা হয়ে বক্সারের যুদ্ধে তা সম্পূর্ন হয়েছিল-এসত্য। কিন্তু এ যুদ্ধের ফলাফলের প্রভাব একমাত্রিক ছিল না। কারণ এর ফলে কেবলমাত্র শাসনক্ষমতার বা শাসকের পরিবর্তন হল না, এক গুনগত পরিবৃত্তিতে সমাজ পরিসরেও এর অন্যতর স্থায়ী প্রভাব অনুভূত হতে লাগল। ১৭৭৪এ ভারতের গভর্নর জেনারেল পদে আসীন হলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। ক্লাইভের কোম্পানীর আমল থেকে কিঞ্চিৎ পৃথক এই ইংরেজ শাসনে প্রতীচ্যের অচেনা কিন্তু প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ ও নব মণীষায় ঋদ্ধ নবীন এক সংস্কৃতি সাথে বহু অতীত থেকে চলে আসা প্রাচীন দেশীয় সংস্কৃতির ,প্রাথমিক সংশয় সংঘাত কাটিয়ে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ায় নতুনের আত্তীকরনে এক নতুন অধ্যায়ের সম্ভাব্য সূচনার অনুকুল পরিবেশ গড়ে উঠল। মুর্শিদকুলি খাঁর আমল থেকেই মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতা পর্যন্ত কিঞ্চিৎ ইংরেজি-জানা এক বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠেছিল যারা বানিজ্যনগরী সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলকাতায় জাহাজ-সরকারি, মুৎসুদ্দিগিরি করত।

ইয়োরোপীয় শিল্পবিপ্লবের আবহে প্রাণিত ইংরেজদের এদেশে আগমনে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ও কঠোর আচারবিচারের অনুশাসনের নিগড়ে আবদ্ধ জীবনীশক্তিহীন বঙ্গদেশীয় সমাজ পরিসরের তমিস্রা অবসানে নতুন আলোর আভায় এক নতুন যুগের ভোর যে প্রত্যাসন্ন তা রামমোহনের পর বিদ্যাসাগরও অনুভব করতে পেরেছিলেন। কেবল অনুভব করেছিলেন তা নয় আন্তরিক ভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন প্রতীচ্যের সে আলোকে হিন্দু সমাজকে যুগোপযোগী করে তুলতে।তৎকালীন হিন্দুসমাজে অনেক কুপ্রথার মধ্যে সমাজে মেয়েদের দুরবস্থা এবং তাদের অবহেলিত অবস্থান বিদ্যাসাগরের মনে সবচেয়ে বেশি আঘাত করেছিল ।

বিনয় ঘোষের মতে—'পলাশীর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভারতে মধ্যযুগের অবসান ও আধুনিক যুগের সূচনা। নবযুগের মেঘাবৃত সূর্যোদয়কে যারা অভিনন্দন জানিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়'।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নিজেদের স্বার্থেই প্রাথমিকভাবে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকেই জোরদার করতে চেয়েছিল। কিন্তু ক্রমশ ইংরেজিশিক্ষার দাবি দানা বাঁধায় ঊনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল ইংরেজি ধাঁচের স্কুল কলেজ। ক্রমে হিন্দু কলেজ ,স্কুল বুক সোসাইটি,স্কুল সোসাইটি, সরকারি সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হল। সাময়িক পত্রের প্রথম প্রকাসের পর তাতে বাঙ্গালির ধর্মকর্ম, সমাজ-শিক্ষা সংক্রান্ত নানা আলোচনার স্থান পেল , চর্চা বিতর্ক আরম্ভ হল। দু'শ বছর আগের ভাগিরথী তীরবর্তী এ শহরে ইতিমধ্যে রামমোহনের আবির্ভাবে সামাজিক পরিবেশের তখন পরিবৃত্তিকাল। কোলকাতার 'নাগরিক' সমাজ তখন প্রবলভাবে আলোড়িত রামমোহন ও ডিরোজিও পন্থীদের দ্বারা। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই কোলকাতা শহরের বঙ্গ সমাজে এক নতুন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর বিকাশের আভাস পাওয়া যায় ভবানীচরনের 'কলিকাতা কমলালয়' থেকে। ঈশ্বরচন্দ্র জন্মের দু'দশক আগে উনিশ শতকের সুচনায়ই কোলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা হলেও ১৮১৭ সালের জানুয়ারীতে রামমোহন, ডেভিড হেয়ার ,সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি হাইড ইস্ট প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সক্রিয় উদ্যোগে কলেজ স্কোয়ারে হিন্দু কলেজের (বর্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজ) প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে এদেশে ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে পশ্চিমের শিক্ষা সংস্কৃতির দ্বার অবারিত হল। এর প্রায় তিন বছর পর ঘাটালের বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে ভুমিষ্ঠ হয়েছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরনের অন্যতম পুরোধা।

বিদ্যাসাগর জীবনীকার চন্ডীচরন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে-তিনি (ঈশ্বরচন্দ্র) যখন বীরসিংহে জননীক্রোড়ে শৈশব কাটাচ্ছেন, তখন কোলকাতায় রামমোহন, ডেভিড হেয়ার, দেওয়ান রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেবরা তাঁর ভাবী কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছিলেন।

রামমোহনের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় অমানবিক নির্মম সতীদাহ প্রথা নিবারনে আইন প্রণয়নের বছরেই পরবর্তীকালের নারীর অধিকার অর্জনের এক নিরলস যোদ্ধা ন'বছরের বালক ঈশ্বরচন্দ্রের সংস্কৃত বিদ্যালয়ে পাঠ্যারম্ভ। আগের বছরে বাবা ঠাকুরদাসের সঙ্গে কোলকাতায় এসে তৎকালীন দয়েহাটায় (বর্তমান বড়বাজার এলাকা) সিংহবাড়িতে আশ্রয়ে।

কিন্তু সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হবার পর চার বছর কাটতে না কাটতেই ১৮৩৩ এর সেপ্টেম্বরে মাত্র ঊনষাট বছর বয়সে সুদূর বিলেতের ব্রিস্টলে রামমোহনের আকস্মিক মহাপ্রয়ানে ভারতে সমাজ সংস্কারে তাঁর আরব্ধ কর্মযজ্ঞ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায় ও দায়িত্ব যেন সেদিনই নির্দিষ্ট ও ন্যস্ত হয়ে গিয়েছিল ভাবীকালের নারীর অধিকার রক্ষার সংগ্রামে সর্বত্তোম যোদ্ধা, তেরো বছরের বালক ঈশ্বরচন্দ্রের উপর। প্রসঙ্গত সতীদাহ নিঃসন্দেহে অমানবিক এক কুপ্রথা ছিল। কিন্তু ঐ কুপ্রথা বিলোপের ফলস্বরূপ সমাজে এক অন্যরকম নতুন সমস্যার উদ্ভব হলো অল্পবয়স্কা এই বিধবাদের নিয়ে। নবোদ্ভুত এই সামাজিক সমস্যা বিদ্যাসাগরকে গভীরভাবে পীড়িত করত। সে কারণেসমস্যা সমাধানে তিনি বিধবাদের সমাজে সম্মানজনক অবস্থানে স্থিত করতে বিধবাদের পুনর্বিবাহ প্রচলনের ডাক দিলেন যদিও আগে থেকেই এনিয়ে সমাজপরিসরে আলাপ আলোচনা চলছিল। হিন্দু বিধবাদের পুনর্বার বিবাহের অধিকার অর্জনে তাঁর একক প্রচেষ্টার ফলেই ১৮৫৬ সালের ২৬ শে জুলাই এব্যাপারে এক আইন পাশ হলেও নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েও তিনি সামাজিকভাবে সম্পূর্ন সফল হয়ত হননি তৎকালীন সমাজপতি এবং তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের একাংশের বিরোধিতায়। বিদ্যাসাগরের আরেকটি পদক্ষেপ ছিল কুলীনপ্রথার দোহাই দিয়ে হিন্দু পুরুষের একাধিক বিবাহ করার প্রবণতা রোধ করতে আইন করে বহুবিবাহ প্রথা নিষিদ্ধকরনের জন্য লড়াই। বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি যে পুস্তিকা রচনা করেছিলেন তাতে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত পাই-ত স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত দূর্বল,ও সামাজিক নিয়মদোষে পুরুষ জাতির নিতান্ত অধীন। এই দূর্বলতা ও অধীনতা নিবন্ধন তাঁহারা পুরুষ জাতির নিকট অবনত ও অপদস্থ হইয়া কালহরণ করিতেছেন। ...পুরুষজাতি কতিপয় অতি গর্হিত প্রথার অনুবর্তী হইয়া হতভাগা স্ত্রীজাতিকে অশেষ প্রকারে যাতনা প্রদান করিয়া আসিতেছেন। তন্মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা এক্ষণে সর্বাপেক্ষা অধিকতর অনর্থকর হইয়া উঠিয়াছে।

তাঁর উদ্যোগেই বহুবিবাহপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন কোলকাতার শহরে দানা বেঁধে ক্রমে বিস্তার লাভ করে।তবে বিধবাবিবাহ প্রচলনের মত বহুবিবাহ নিষিদ্ধ আইন প্রনয়নের দাবিতে বিদ্যাসাগর আপ্রাণ চেষ্টা করলেও যেহেতু বড়লাট লর্ড এলগিন আইনের মাধ্যমে এইপ্রথা বিলোপে পক্ষপাতী ছিলেন না, সেজন্য বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করে কোন আইন প্রনীত হয়নি। তবে ধীরে ধীরে কৌলীন্য প্রথা ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে এক সামাজিক জনমত গড়ে উঠেছিল এবং ক্রমে এই প্রথা লোপ পায়। এ প্রসঙ্গে যে বিষয়টি অবশ্যই স্মর্তব্য তা হলো বিধবা প্রচলন ও বহুবিবাহ প্রথা নিষিদ্ধকরন-উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগর কিন্তু তাঁর যুক্তি সমর্থন খুঁজেছেন শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি থেকে-ধর্ম বা ধর্মীয় বিধানকে অস্বীকার করে নয়।তিনি হিন্দু ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন গভীরভাবে-নিজের আরব্ধ কাজ সফল করতে প্রয়োজনে অনেকক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় যুক্তির সাহায্য ও সমর্থন গ্রহণ করেছেন। পরাশর সংহিতা থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থের বিধানের ভিত্তিতেই ব্যাখ্যা, প্রতিব্যাখ্যার মাধ্যমেই তিনি তাঁর যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন গোঁড়া পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে বিরোধিতার উপযুক্ত জবাব দিতে এবং আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বিদেশি শাসককে বোঝাতে।

প্রসঙ্গত বহুবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় গ্রন্থ ১৮৭৩এ প্রকাশিত হওয়ার পর বঙ্গদর্শনের ১২৮০সনের আষাঢ় সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র এর তীব্র সমালোচনা করে বললেন- এ বিষয়ে রাজবিধি প্রনীত করিতে গেলে তাহা কি শাস্ত্রসম্মত হওয়া আবশ্যক? না শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও ক্ষতি নাই? আর যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও চলে, তবে বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ পাওয়া নিষ্প্রয়োজনে পরিশ্রম করা মাত্র।

আবার খ্রীষ্টান মিশনারিদের উদ্যোগে প্রধানত কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের সূচনা হলেও সে প্রচেষ্টায় হিন্দু সমাজের অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন যে শিক্ষার প্রসারের চেয়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারই মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সন্দেহ যে একেবারে অমূলক ছিল তা নয়। ১৮৪৯-৫০ সালে ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুনের অন্যতম সহযোগী বিদ্যাসাগর বাংলাদেশের স্ত্রীশিক্ষার আঙ্গিনায় প্রবেশ করার পর তিনি সচেষ্ট হন শিক্ষিত সমাজের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ স্ত্রীশিক্ষার আগ্রহকে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় অনেক মেয়েদের স্কুল স্থাপন করে সর্বজনের মনে ছড়িয়ে দিয়ে বাস্তবায়িত করতে। সাধারনভাবে জানা বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭)অনুবাদক বিদ্যাসাগরের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৮৪২ নাগাদ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যোগদানের পর রচিত 'বাসুদেব চরিত' ই তাঁর প্রথম গদ্যরচনা যেটি ছিল শ্রীমদ্ভগবৎগীতার বাংলা সংকলন। কিন্তু বইটি প্রকাশিত হতে পারেনি কলেজ কর্তৃপক্ষের আপত্তিতে-এতে শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছিল।প্রসঙ্গত বিদ্যাসাগর একদা তাঁর স্নেহধন্য ডাক্তার অমুল্য চরণ বসুর এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন- গীতার উপদেশ অনুসারে চললেই ভালো হয়'। ১৮৪৩ এ তত্ত্ববোধিনী মাসিকপত্রিকা প্রকাশিত হলে বিদ্যাসাগরকৃত মহাভারতের শুরুর অংশ বাংলা তর্জমা সেখানে প্রকাশিত হয়েছিল।চিঠিপত্র লেখার সময়ওতিনি প্রথমেই উপরে লিখতেন-'শ্রীহরি শরণম'। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজনারায়ন বসু অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখ সেযুগের ব্রাহ্ম মনিষীদের সাথে ঘনিষ্ঠতা থাকলেও তিনি তাঁদের প্রভাবে ব্রাহ্ম হননি। বরং প্রিয় অনুরাগী শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মধর্ম গ্রহনে ব্যথিত হয়েছিলেন। হিন্দুধর্মের কুসংস্কার ও আচার সর্বস্বতার প্রতি তাঁর বীতরাগ থাকলেও ধর্মের প্রতি অকারণ বিদ্বেষ বা কটুক্তি তিনি যে মেনেনিতেন না তার নিদর্শন সুপ্রীমকোর্টের এক বিচারপতি রায়দানকালে অপ্রাসঙ্গিকভাবে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করলে বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে এক প্রতিবাদসভা হয় এবং গনচিঠির মাধ্যমে প্রতিবাদ পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল ব্রিটিশ সেক্রেটারিয়েটে। ব্রাহ্মন সন্তান হিসেবে সারাজীবন উপবীত ধারণ করে গেছেন-পারলৌকিক কাজকর্মের দায়িত্বও যথারীতি পালন করেছেন। ঈশ্বর সম্পর্কে কোন অনমনীয় মনোভাব ছিলনা। তবে আচার বিচারেও ছিলনা কোন রক্ষনশীলতা ।

কর্তব্যবোধের প্রেরণা আর তৎকালীন বঙ্গ সমাজের প্রগতিশীল সংস্কারপন্থী অংশের বিশেষ চাহিদা তাঁকে প্রবৃত্ত করেছে সমাজসংস্কারের নিরলস প্রয়াসে। বিনয় ঘোষের মতে তাঁর প্রতিষ্ঠাপ্রবন ব্যক্তিত্ব সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক সভাসমিতির প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব ও সান্নিধ্য থেকেও সারাজীবন তাঁকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। জীবনের অধিকাংশ কাজই তিনি একটা প্রচন্ড জেদের বশবর্তী হয়ে আরম্ভ করতেন এবং তার চূড়ান্ত ফলাফল না দেখা পর্যন্ত তা ছাড়তেন না। আশৈশব চরিত্রের এই জেদটাই ছিল তাঁর সমস্ত কর্মশক্তির উৎস এবং অনেক সময় তাঁর পরবর্তী ব্যার্থতা ও হতাশার কারন'।

বিদ্যাসাগরের অনমনীয় জেদ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন- বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সবচেয়ে বড় দোষ ছিল নিরাপল মনোভাব (Uncompromising attitude)। একত্রে মিলেমিশে তিনি বড় একটা কাজকর্ম করতে পারতেন না তাঁর সততা নিষ্ঠা বিশ্বাস,অবিশ্বাস,পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদির সঙ্গে সায় দিয়ে চলতে না পারলে তিনি কারও সঙ্গে এক পাও চলতে পারতেন না।

যদিও তিনি বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিচরিত্রের ও কর্মাদর্শের অনেক সীমা ও স্ববিরোধের উল্লেখ করেও স্বীকার করেছেন যে এইসব সীমা-স্ববিরোধের কোনটির জন্যই তাঁর মহত্ত্ব ম্লান হয়নি। তাঁর মতে- বিদ্যাসাগর একজন শ্রেষ্ঠ আধুনিক মানুষ।

এই আধুনিক মানুষ প্রসঙ্গটি এসেছে ১৩২৯ বঙ্গাব্দে বিদ্যাসাগর-মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথেরও এক বক্তব্যে - ততাঁর দেশের লোক যে যুগে বদ্ধ হয়ে আছেন, বিদ্যাসাগর সেই যুগকে ছাড়িয়ে জন্মগ্রহন করেছিলেন । অর্থাৎ সেই বড় যুগে তাঁর জন্ম,তার মধ্যে আধুনিক কালেরও স্থান আছে,যা ভাবীকালকে প্রত্যাখান করে না। যে গঙ্গা মরে গেছে তারমধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে। বহমান গঙ্গা তার থেকে সরে এসেছে, সমুদ্রের সাথে তার যোগ। এই গঙ্গাকেই বলি আধুনিক। বহমান কালগঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল, এই জন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিকদ।

নিজের সময় থেকে অনেক এগিয়ে থাকা এই আধুনিক মানুষটিকে সমকাল বোঝেনি-বিরুদ্ধতাই করেছে; ভাবীকালই কি যথার্থ বুঝেছে- বুঝতে সচেষ্ট? নাস্তিক নাহলেও তিনি 'জীবনে কোনদিন 'সমাজ'ও 'মানুষ' ছাড়া আর কোন ঈশ্বরের চিন্তায় মগ্ন হতে পারেননি। তবু কোন কোন সংকীর্ন ছিদ্রান্বেষী মন প্রশ্ন তোলেন আজও তাঁর রচিত বর্ণপরিচয়ে অহিন্দু চরিত্র না থাকা নিয়ে বা তিনি অধ্যক্ষ থাকাকালীন সিপাহি বিদ্রোহের সময় সংস্কৃত কলেজে কোম্পানির সৈন্যসামন্ত শিবির করে থাকার কারণে।

তবে সেই সময়ের সমাজ যাত্রাপথের বিবিধ অভিঘাতে রূপান্তরিত আজকের বর্তমানেও প্রাসঙ্গিক-তিনি-সেই 'প্রদীপ্ত সুর্য'। আজ ২৬শে সেপ্টেম্বর সমাজসংস্কারের সেই একক নিরলস যোদ্ধার দু'শো তিনতম জন্মবার্ষিকী। এই পুণ্য দিবসে তাঁর চরণে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রার্থনা-'অজেয় পৌরুষ অক্ষয় মনুষ্যত্বকে' অনুধাবনের যোগ্য যেন হতে পারে আপামর বাঙালিমনন।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পাঞ্জিপাড়া তৃণমূল প্রধান খুনে গ্রেপ্তার আরও ১, জমি মাফিয়াদের জড়িত থাকার সন্দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহম্মদ রাহির খুনের ঘটনায় বাংলা বিহার সীমানার ঘরধাঙা এলাকা থেকে রবিবার রাতে অসীম বাবু নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই নিয়ে এই খুনের ঘটনায় মোট ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত অসীম বাবুকে এদিন ইসলামপুর আদালতে পুলিশ পেশ করেছে।

২১ সেপ্টেম্বর দুপুরে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর ব্লকের পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান মহঃ রাহিকে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে হত্যা করে একদল দুষ্কৃতী। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে ওই পঞ্চায়েতের কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য মহঃ মুস্তাফাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ আটক করে। পরবর্তী সময়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এরপর প্রধান খুনের সঙ্গে ঘটনায় যুক্ত থাকার সন্দেহে ধৃত বিহারের কিষনগঞ্জের গলগলিয়ার বাসিন্দা তমরেজকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এই দুই ধৃতকেই পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয় তদন্তের স্বার্থে। এদিকে এই খুনের ঘটনায় কিনারা এবং গুলিকাণ্ডে যুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে শনিবার গোয়ালপোখর ব্লকের ১৪টি অঞ্চলের প্রধান এবং উপপ্রধানরা পুলিশ জেলার সুপারকে স্মারকলিপিও দেয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত অসীম বাবু এই অপারেশনে ইনফরমেশন দেওয়ার কাজ করেছে। প্রধানের গতিবিধির উপর সে গত কয়েকদিন ধরে নজর রাখছিল বলে পুলিশ তদন্তে জানতে পেরেছে। এছাড়া জমি মাফিয়াদের একটি চক্র এই ঘটনায় জড়িত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। নিহত প্রধানের জন্য ওই জমি মাফিয়াদের বিভিন্ন নিয়মবহির্ভূত কাজে তাদের সমস্যা হচ্ছিল।

তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালা জানিয়েছেন, 'প্রধান খুনের তদন্ত করছে। তবে নিহত প্রধান খুব সৎ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। এই কারণে এলাকার কিছু জমি ব্যবসায়ীর বেআইনি কাজে সমস্যা হচ্ছিল। তবে প্রধানের সঙ্গে থাকা সঙ্গীর আচরণ সন্দেহজনক।' তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ও জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুল বলেন, আমরা সকল দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছি। এই ঘটনার পর পঞ্চায়েত সদস্যরা নিরাপত্তার আতঙ্কে ভুগছি।'

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাড়িতে বিদ্যুতের হোল্ডার বাল্ব লাগাতে গিয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম সুব্রত বাগ। মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার সিহাস গ্রামে। যুবকের মর্মান্তিক এই মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার সিহাস গ্রামের বছর ২৯ এর বাসিন্দা সুব্রত বাগ বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। বাড়ির রান্নাঘরের বাল্ব ফিউজ হয়ে গেলে তিনি সেই বাল্ব বদল করতে যান। সুইচ অন অবস্থাতেই বাল্ব বদল করতে গিয়ে সেখানেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই পড়ে যান ওই যুবক। পরে পরিবারের অন্যান্যরা তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে ওই যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কোতুলপুর থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। যুবকের মর্মান্তিক এই মৃত্যুতে গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

Dhatrigram Gram Panchayat
Dhatrigram, Kalna, Purba Bardhaman
Notice of Inviting e-Tender

NIT No.: 11/DGP/876/2023-24 Date: 21.09.2023

e-Tender is invited from the experienced and resourceful Bidder having 60% credentials of similar type of work for execution of the work(s) mentioned below:

Sl.	Name of Work	Estimated Amount	Earnest Money
1.	Construction of Boundary wall at Udayganga F.P. School	147675.00	2954.00
2.	Construction of Concrete Road with Pilling from Sasan Ghat to Chaken Sk Shop at Gramkalna	193993.00	3880.00
3.	Construction of Concrete Road from H/o. Nahor Sk to H/o. Bablu Sarder at Gram Kalna	284108.00	5682.00
4.	Construction of Concrete Road from H/o. Kanai Basak to H/o. Ganesh Basak at Gramkalna	286039.00	5721.00
5.	Construction of Concrete Road from H/o. Jallal Sk to Mahim Sk Pukur at Gramkalna	157745.00	3155.00

Bid Submission Start Date (Online): **23.09.2023 at 06:30 PM.** Bid Submission Closing (Online): **30.09.2023 up to 12:45 PM.** Technical Bid Opening Date (Online): **03.10.2023 at 01:00 PM.** For details information visit **www.wbtenders.in**

Sd/-Pradhan
Dhatrigram Gram Panchayat

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.

সংশোধনী

এতদ্বারা অবগত করা হচ্ছে উল্লেখ্য প্রতীকী দখল নোটিশ্বযা ১৯.০৯.২০২৩ তারিখে 'একদিন' সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এ/সি নং ক্রম নং ৯ মুদ্রন ক্রটিজনিত ভুল হয়-পড়তে হবে ডব্লুবি০০৭১৩০০১০৪৪০১-ডব্লুবি৭১৩০০১০৪৪০১ এর পরিবর্তে। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে পুকুর মালিকদের হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ডেঙ্গুর প্রভাব বাড়ছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতেও। মেদিনীপুর পুরসভা এলাকায় ডেঙ্গুর প্রকোপ ভয়াবহ আকার নিতে চলেছে। ইতিমধ্যেই চারজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে। ডেঙ্গুর প্রকোপ মোকাবিলায় পুরসভার পক্ষ থেকে ১৭০ টি দিন গঠন করা হয়েছে। যারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধে পুর নাগরিকদের সচেতন করছেন। সোমবার ওই সমস্ত টিম কর্মীদের সঙ্গে মেদিনীপুর পুরসভা কক্ষে বৈঠক করেন মেদিনীপুরের বিধায়িকা জুন মালিয়া। তার সঙ্গে ছিলেন পুরপ্রধান সৌমেন খান এবং সৌরভ বসু, অনিমা সাহা, মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য কাউন্সিলররা। ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতার কাজ করতে গিয়ে টিম কর্মীরা কি কি অসুবিধা সম্মুখীন হচ্ছেন বৈঠকে তা কর্মীদের কাছ থেকে জানতে চান বিধায়িকা। এদিনের বৈঠক থেকে জুন মালিয়া পুকুর মালিকদের হুঁশিয়ারি দিয়ে

বলেন যে সমস্ত পুকুর মালিকরা তাদের পুকুর সংস্কারবিহীন অবস্থায় ফেলে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে পুরসভা নোটিস দেবে। নোটিস পাওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পুকুর সংস্কার না করলে পুকুর মালিকদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হবে। নচেৎ পুরসভা সেইসব পুকুর অধিগ্রহণ করবে।

ভুয়ো সাংবাদিক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: গ্রেপ্তার ভুয়ো সাংবাদিক। উদ্ধার ৫টি দুই হাজার টাকার জাল নোট। টাকা তৈরির পেপার, নকল প্রেস কার্ড সহ একাধিক বেআইনি জিনিস। বড়সড় ষড়যন্ত্রের আভাস। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত সাংবাদিকের নাম গৌতম বোস। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কামারডাঙা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে বসিরহাট থানার পুলিশ। বছর ৩৫ এর গৌতম বোসের বিরুদ্ধে অভিযোগ, বেশ কয়েক বছর ধরে জেলার বিভিন্ন জায়গায় নকল পরিচয়পত্র এমনকী ভুয়ো প্রেস কার্ড বানিয়ে একাধিক ব্যাক্তিকে ভয় দেখিয়ে তোলাবাজি করে টাকা আত্মসাৎ করে বেড়াত। একটি নামী কোম্পানির চার চাকার গাড়িতে নকল প্রেস স্টিকার লাগিয়ে প্রভাবশালীদের নাম করে বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকা তুলেছে। তার কাছ থেকে যে চারচাকা গাড়ি পাওয়া গিয়েছে সেই গাড়ির ভিতর থেকে ২০০০ টাকার নকল নোট পাঁচটা, পাশাপাশি ২০০০ টাকা তৈরি করার সাদা পেপার উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃতকে সোমবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে পুলিশি হেপাজতে নির্দেশ দেন। ধৃতের সঙ্গে আন্তর্জাতিক জাল নোট কারবারীদের যোগ আছে কিনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ভারতে বেআইনি প্রবেশ, গ্রেপ্তার ৬ বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: চোরাপথে ভারতের প্রবেশের অভিযোগে গ্রেপ্তার ছয় বাংলাদেশি। চোরাপথে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করার অভিযোগে ৬ জন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাগদার ঘটনা। প্রসঙ্গত শনিবার ১৩ জন বাংলাদেশের নাগরিক-সহ দু'জন ভারতীয় দালালকে বাগদার আউলডাঙা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ৬ জন হল আজাদ শেখ, কাবিল শেখ, সোহেল শেখ, ইসমাইল শেখ, নাসিমা বেগম ও আসমা বেগম। পুলিশ জানিয়েছে, স্থানীয় সূত্রের খবর পেয়ে হেলেঞ্চা বাজারে অজ্ঞাত পরিচয় কয়েকজন ব্যক্তিকে ঘোরাঘুরি করতে লক্ষ্য করা গিয়েছে। পুলিশ সেখানে গিয়ে জানতে পারে তারা বাংলাদেশের নাগরিক চোরাপথে তারা ভারতে প্রবেশ করেছে। চোরাপথে ভারতের প্রবেশের অভিযোগে গ্রেপ্তার ছয় বাংলাদেশি। বাগদা থানার পুলিশের পক্ষ থেকে ধৃতদের বনগাঁ আদালতে তোলা হয়।

বাঁকুড়ায় ক্রমশ বাড়ছে ডেঙ্গু, পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্য সচিবের সঙ্গে ভার্চুয়ালি বিশেষ বৈঠক স্বাস্থ্য কর্তাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সারা রাজ্যের পাশাপাশি বাঁকুড়া জেলাতেও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। পরিস্থিতি পর্যালোচনায় মুখ্য সচিব ভার্চুয়ালি বৈঠক করছেন বাঁকুড়া সহ বেশ কয়েকটি জেলার জেলা শাসক ও স্বাস্থ্য কর্তাদের সঙ্গে। বাঁকুড়ার বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর দুই স্বাস্থ্য জেলার আধিকারিকরা ছাড়াও এই ভার্চুয়াল বৈঠকে উপস্থিত থাকছেন বিভিন্ন হাসপাতালের সুপাররা।

সারা রাজ্যের পাশাপাশি বাঁকুড়া জেলাতেও প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা। ইতিমধ্যেই বাঁকুড়া স্বাস্থ্য জেলায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৩৬৩ ছাড়িয়েছে। বিষ্ণুপুর স্বাস্থ্য জেলাতেও ৭২ জন ডেঙ্গু আক্রান্তের খোঁজ মিলছে। এই পরিস্থিতিতে ডেঙ্গু মোকাবিলায় আজ নবান্নের তরফে ভার্চুয়াল বৈঠক ডাকেন মুখ্য সচিব। রাজ্যের যে জেলাগুলিতে ডেঙ্গু মারাত্মক আকার নিচ্ছে সেই জেলার স্বাস্থ্য কর্তারা ছাড়াও জেলা শাসকদের সেই বৈঠকে থাকার কথা। এই বৈঠকে মুখ্য সচিব জেলা শাসক ও জেলার স্বাস্থ্য কর্তাদের সঙ্গে ডেঙ্গু পরিস্থিতি পর্যালোচনার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্দেশ দিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে।

পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে গুলি ও বোমাবাজি, আহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে গুলি ও বোমাবাজি। হাসপাতালে ভর্তি দুই, গুলিবিদ্ধ এক। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম দণ্ডিরহাট এলাকায়। রবিবার গভীর রাতে ওই এলাকায় তাস খেলা চলছিল। বছর ৪০ এর ব্যবসায়ী হাবিবুল্লাহ গাজী এক ব্যক্তির কাছে পাওনা টাকা চাইতে যায় সেখানে। টাকা চাওয়া নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বচসা, পরে বোমাবাজি, গুলি চলে। এলাকার এক যুবক বছর ৩৫ এর আলিম সরদার ঘটনাস্থলে গেলে সে গুলিবিদ্ধ হয়। তাকে প্রথমে বসিরহাট জেলা হাসপাতাল, তারপর শারীরিক অবনতি হলে তাকে কলকাতার আরজিকরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এলাকাবাসীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এখানে জুয়ার ঠেক বসে। গভীর রাত পর্যন্ত তাস খেলা চলে। সেখানেই পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে গন্ডগোলের সূত্রপাত হয়। জখম ব্যবসায়ী বসিরহাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি। দু'পক্ষের টাকা নিয়ে বচসার জেরে এই গন্ডগোলের সূত্রপাত? নাকি এর পিছনে কোনও ব্যবসায়ী সংক্রান্ত বিবাদ রয়েছে? না পুরনো শত্রুতার জের? এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছাড়িয়েছে। ঘটনাস্থলে বসিরহাট থানার পুলিশ গিয়ে বোমার খোল উদ্ধার করেছে। ঘটনায় পুলিশ বেশ কয়েকজনকে আটক করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

Legal Heir

I, Sk. Mofizul Islam S/o. Azijul Islam residing at Kadipara, Babnan, Dadpur, Hooghly-712305 declared vide Affidavit No. 84 dtd. 01.09.2023 before S.D.E.M., Sadar, Hooghly that Late Sk Siraj Uddin Mondal S/o. Late Sk Ahammad Hossain Mondal was my foster father who has been expired on 13/12/2020 and also Late Rajiya Khatun, D/o. Late Sk Joynal Abadin, W/o. Late Sk Siraj Uddin Mondal was my foster mother who has been expired on 06/02/2020, He/She left behind me as a legal heir's namely Sk. Mofizul Islam S/o. Azijul Islam. And also there is no other legal heir of Late Sk Siraj Uddin Mondal and also Late Rajiya Khatun and I am the only 01 (one) person legal heir of their all immovable/ moveable property.

বিজ্ঞপ্তি

In the 2nd Court of Civil Judge Junior Division, Midnapore
Title Suit No. 323/2013
Sri Charu Prasanna Satpathy …… **Plaintiff**
Vs.
Madan Mohan Janakalyan Samity ……**Defendant**

এতদ্বারা জানানো যায় যে, **Sri Charu Prasanna Satpathy** S/o Late Suresh Chandra Satpathy of ID, Madern Park Second street, 105, Purba Jadavpur, South 24 Parganas বাদী হইয়া Madan Mohan Janakalyan Samity a Trust represented by one of the trustees Gopal Maity S/o Nibamoni Maity of Vill. Madan Mohan, P.O. Changual, P.S. Kharagpur, Dist. Paschim Medinipur আপনার বিরুদ্ধে স্বত্ব প্রচার ও নিষেধাজ্ঞার দাবীতে উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। এতদ বিষয়ে আপনাদের কোন জবাব/আপত্তি থাকিলে আপনারা স্বয়ং আগামী **05.10.2023** তারিখে অত্র আদালতে হাজির হইয়া যথাযথ তদ্বিরাদী লইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

A schedule
Dist. Paschim Medinipur, P.S. Kharagpur (L) mouza Madan Mohan, J.L. no. 308, plot no. 225, area 26 dec. within it 15' x 20' = 300 sq. ft. as shown in the Map.

B schedule
Dist. Paschim Medinipur, P.S. Kharagpur, mouza Madan Mohan, J.L. no. 308, plot no. 226/520 area 1.21 dec. within it 17 dec. as shown in the Map.

অনুমত্যানুসারে
সুপ্রিয় পাত্র
সেরেস্তাদার
Civil Judge (Jr. Divn) 2nd Court, Paschim Medinipur, 21.09.2023

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
(রিজিওনাল ডিরেক্টর)
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত

এবং

সুরাট কোক ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস ৭/১এ/১, ড. ইউ. এন. ব্রহ্মচারী স্ট্রিট, শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৭ সম্পর্কিত

....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২৯ আগস্ট ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**ঝাড়খন্ড রাজ্যে**" কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে "**রিজিওনাল ডিরেক্টর-এর অফিস, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ** ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :

৭/১এ/১, ড. ইউ. এন. ব্রহ্মচারী স্ট্রিট, শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৭

দরখাস্তকারীর পক্ষে
শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মণ কারমুদি
ডিরেক্টর
ডিন-০৭৮১৭৯১৩

তারিখ : ২৬.০৯.২০২৩
স্থান : কলকাতা

নোটিশ
ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
(রিজিওনাল ডিরেক্টর)
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত

এবং

অলিম্পিক টাই-আপ প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস ফ্ল্যাট ৪এ, ৬৭/এ/১, খুদিরাম বোস সরণি, কলকাতা - ৭০০০৩৭ সম্পর্কিত

....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩** তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**মহারাষ্ট্র রাজ্যে**" কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :

ফ্ল্যাট ৪এ, ৬৭/এ/১, খুদিরাম বোস সরণি,
কলকাতা - ৭০০০৩৭

দরখাস্তকারীর পক্ষে
অলিম্পিক টাই-আপ প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/- **করসানভাই প্যাটেল সোমজিভাই**
ডিরেক্টর
ডিন-০১২৬৮৩৯৬
ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ১২, শুভ আনন্দ অ্যাপার্টমেন্ট
শিখরেওয়াদি, নাশিক রোড, নাশিক
মহারাষ্ট্র - ৪২২১০৩

তারিখ : ২৫.০৯.২০২৩
স্থান : কলকাতা

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (১৪৫৫২)
এসবিআই ভট্টনগর শাখা, ১২১, ভট্টনগর, পোঃঅঃ-ভট্টনগর লিলুয়া, পিন-৭১১২০৩, ই-মেল: sbi.14552@sbi.co.in
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই ভট্টনগর শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : সুকমল দাস

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২৯.০৯.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ কে	মোট ওজন ৮৭.৯৬০ গ্রাম নিট ওজন ৭৪.৭৬৬ গ্রাম	১টি ব্রেসলেট
২.	২৯.০৯.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ কে	মোট ওজন ৭৩.৮১০ গ্রাম নিট ওজন ৬৬.৪২৯ গ্রাম	১টি চেন ১টি ব্রেসলেট

স্থান: ভট্টনগর, হাওড়া **অনুমোদিত অফিসার**
তারিখ: ২৬/০৯/২০২৩ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

বৈঙ্ক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০ ০৬৪

পরিশিষ্ট F

পরিশিষ্ট IV [দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার** হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০১.০৬.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী সুশান্ত ব্যানার্জি এবং শ্রীমতি সুস্মিতা ব্যানার্জি** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২১,৭৬,৫৫৮.২৯ টাকা (একুশ লাখ ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশো আটান্ন টাকা এবং উনত্রিশ পয়সা) টাকা ৩০.০৪.২০২৩ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, সোদপুর শাখা ২১,৩৬,৬৬০.২৯ টাকা ৩০.০৪.২০২৩ অনুযায়ী** এবং/বা সুদ, ব্যয়, বকেয়া, চার্জ ব্যাঙ্কের যদি কিছু থাকে আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ৪০৪, ৫ম তলে, 'দাস অ্যাপার্টমেন্টে' অবস্থিত হোল্ডিং নং ১৪/৬/২, পি এন মুখার্জি রোড, দাস পাড়া, মৌজা - খড়দা, জেএল নং ২, তৌজি নং ১৪৫, ২৯৯৮, আরএস দাগ নং ২৮৯৬, আরএস খতিয়ান নং ১৫৫৮, এলআরদাগনং ৫৩১৭, ওয়ার্ড নং ১৭, পো-বি ডি সোপান, থানা-খড়দা,কলকাতা- ৭০০১১৬, খড়দা পুরসভা অধীন, সাব -রেজিস্ট্রি অফিস - সোদপুর, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : (ফ্ল্যাটের সীমা)** : **উত্তরে :** করিডর, সিঁড়ি, লিফট,**দক্ষিণে :** খোলা জায়গা, **পূর্বে :** অন্যান্যর ফ্ল্যাট, **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা সমন্বিত।

তারিখ : ২৫.০৯.২০২৩ স্বা/- **চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : সোদপুর **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
জিএম এগ্রো অ্যালাইড প্রাইভেট লিমিটেড
(ইন লিকুইডেশন)
রেজিঃ অফিসঃ: গ্রাম মুইধারা, পোস্ট- উচালান, থানা-খণ্ডঘোষ, জেলা- বর্ধমান খণ্ডঘোষ পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৪২৭
লিকুইডেটর: শচীন গোপাল জথার
চিঠিপত্রের ঠিকানা: মৌসুমী অ্যাপার্টমেন্ট, প্রথম তল, ১৫বি, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-৭০০০১৯।
ইমেইল আইডি: gmagro@aaainsolvency.com; sgjathar.ip@gmail.com; Assetsale2@aaainsolvency.com
মোবাইল নম্বর: +৯১ ৮৮০০৮৬৫২৮৪ (জনাব মোহাম্মদ ওয়াসিম)

ই-অকশন
ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকর‍্যাপসি কোড, ২০১৬ এর অধীনে সম্পদের বিক্রয় ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: ৩১ অক্টোবর, ২০২৩ বিকাল ৩.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা
(প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ)
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: ২৯ অক্টোবর, ২০২৩ বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত
সম্ভাব্য দরদাতার যোগ্যতার নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে ১০ অক্টোবর, ২০২৩

জিএম এগ্রো অ্যালাইড প্রাইভেট লিমিটেড (ইন লিকুইডেশন) [U01403WB2012PTC173737] -এর মালিকানাধীন সম্পদ ও সম্পত্তি বিক্রি লিকুইডেটর দ্বারা গঠিত লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ, মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল, কোলকাতা বেঞ্চ, ১৫ এপ্রিল, ২০২১ তারিখের আদেশে। নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা https://nbid.nesl.co.in/app/login ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিক্রয় করা হবে

সম্পদ	ব্লক	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি পরিমাণ
লট নং ১: কোম্পানি- জমি ও বিল্ডিং কমবেশি প্রায় ৪২,০০০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে অ্যাসবেস্টস শেড সহ হাঁস-মুরগির খামার এবং ডিম ঘর (প্লট ৪৩৮৩ এবং ৪৩৮৮) কমবেশি প্রায় ৩,৯০০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে সেইসঙ্গে প্রায় ১০.২৭ একর পরিমাপের কোম্পানির মোট জমি সহ যা জেলা-বর্ধমান, থানা-খন্ডঘোষ, পোস্ট-উচালান, মৌজা- মুইধারা জেএল নং ১০৬ -তে অবস্থিত,এল.আর. খতিয়ান নং ১১৭০ - প্লট নং ৬৩১, ৬৩২, ৬৩৩, ৬৩৪,৬৩৬,৬৩৮,৬৩৯,৬৪০,৬৪১,৬৪২, ৬৪৩,৬৪৪,৬৪৬, ৬৪৮, ৮৪৪ (পরিমাপ ৮.৫৩ একর), এল.আর. খতিয়ান নং ৪৬৮, প্লট নং ৪৩৭, ৪৯৭ (পরিমাপ ০.৪৫ একর) এবং এল.আর. খতিয়ান নং ৪৬৯- প্লট নং ১৯৬, ৬৩৭, ৬৫১ (পরিমাপ ১.২৯ একর) গোপালবেড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমার মধ্যে। পি.এস. বিশদ সম্পদের বিবরণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিতে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে	ব্লক ১	আইএনআর ১.০৮ কোটি	আইএনআর ৩.০০ লক্ষ

নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ:

১. অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী, অর্থাৎ এনইএসএল (ন্যাশনাল ই-গভর্নেন্স সার্ভিসেস লিমিটেড)-এর মাধ্যমে "যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে" ই-অকশন পরিচালিত হবে।

২. এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি সম্পদের বিবরণ, অনলাইন ই-নিলাম বিড ফর্ম, ঘোষণাপত্র এবং আন্ডারটেকিং ফর্ম, ই-নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ নিয়ম এবং শর্তাবলী সম্বলিত সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথির সাথে একত্রে পড়তে হবে যা ওয়েবসাইট: https://nesl.co.in/auction-notices-under-ibc/এবং www.insolvencyandbankruptcy.in। যোগাযোগ করুন: শ্রী আরাভেন্থান -কে +৯১-৯৩৮৪৬৭৬৭০৯ -তে, **araventhanse@nesl.co.in (https://nesl.co.in/auction-notices under-ibc/** লিঙ্কে গিয়ে আগ্রহী দরদাতাদের দুটি বিকল্পের যে কোনো একটি ব্যবহার করে কোম্পানির জন্য অনুসন্ধান করতে হবে- (১) কোম্পানির নাম (জিএম এগ্রো অ্যালাইড প্রাইভেট লিমিটেড), বা (২) রাজ্য এবং সম্পত্তির প্রকার]

৩. ইচ্ছুক দরদাতাদের, তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে, সম্পত্তির শিরোনাম, স্থানীয় ট্যাক্স বকেয়া, বিদ্যুৎ এবং জলের চার্জ, রক্ষণাবেক্ষণের চার্জ, যদি থাকে তবে তাদের স্বাধীন অনুসন্ধান করতে হবে এবং তাদের নিজস্ব খরচে সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করতে হবে এবং নিজেদের সন্তুষ্ট করতে হবে। উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি সম্ভাব্য দরদাতাদের দ্বারা পূর্বে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সহ, **+৯১৮৮০০৮৬৫২৮৪ (জনাব মোঃ ওয়াসিম) ইমেল আইডি: Assetsale2@aaainsolvency.com** এর সাথে যোগাযোগ করে পরিদর্শন করা যেতে পারে।

৪. ইচ্ছুক দরদাতাদের **জিএম এগ্রো অ্যালাইড প্রাইভেট লিমিটেড লিকুইডেশন,** অ্যাকাউন্ট নং- ০১৫২২১০১০০০০০৪৮, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ধর্মতলা শাখা, ৫ চৌরিঙ্গী প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৩, আইএফএসসি কোড: UBIN0530131, অথবা **"জিএম এগ্রো অ্যালাইড প্রাইভেট লিমিটেড লিকুইডেশন"** নামে যে কোনও সিডিউল ব্যাঙ্কে ডিডির মাধ্যমে অ্যাকাউন্টে এনইএফটি/আরটিজিএস-এর মাধ্যমে বায়না জমা (ইএমডি) পরিমাণ জমা দিতে হবে।

৫. ইচ্ছুক দরদাতাদের (১) পরিচয়ের প্রমাণের স্ব-প্রত্যয়িত কপি সহ ইএমডি ডিপোজিট এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ পত্রের প্রমাণ জমা দিতে হবে; (২) বর্তমান ঠিকানা প্রমাণ; (৩) প্যান কার্ড; (৪) বৈধ ই-মেইল আইডি; (৫) ল্যান্ডলাইন এবং মোবাইল নম্বর; (৬) অঙ্গীকারনামা এবং অঙ্গীকার, সংযুক্তি-১ অনুযায়ী; (৭) সংযুক্তি ২ অনুযায়ী বিডের আবেদনপত্র; (৮) পরিশিষ্ট ৩ অনুসারে দরদাতার ঘোষণা। এই পরিশিষ্টগুলির বিন্যাস সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি থেকে নেওয়া যেতে পারে। **এই নথিগুলি ১০ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে বিকেল ০৫:০০টা বা তার আগে নীচে দেওয়া ঠিকানায় ফিজিক্যালভাবে বা ইমেলের মাধ্যমে লিকুইডেটরের অফিসে পৌঁছানো উচিত।**

৬. **ই-অকশনে অংশগ্রহণকারী যোগ্য দরদাতাদের কমপক্ষে সংরক্ষিত মূল্যের উপর বিড করতে হবে এবং ব্লক ১-এর জন্য তাদের বিড ন্যূনতম আইএনআর ১.০০ লক্ষ বৃদ্ধি করতে হবে।**

৭. সফল দরদাতার ইএমডি বিক্রয় বিবেচনার অংশ হিসাবে ধরে রাখা হবে এবং অসফল দরদাতার ইএমডি ফেরত দেওয়া হবে। **ইএমডি কোনো সুদ বহন করবে না।** লিকুইডেটর সফল দরদাতাকে একটি লেটার অফ ইনটেন্ট (এলওআই) ইস্যু করবে এবং সফল দরদাতাকে লিকুইডেটর দ্বারা এলওআই জারি করার ৩০ দিনের মধ্যে বাকি পরিমাণ (সফল বিডের পরিমাণ ইএমডি পরিমাণ বিয়োগ করে) জমা দিতে হবে, যার শর্তাবলী ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে আরও বিস্তারিত ভাবে আছে। ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথি এবং এলওআই এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে সফল দরদাতার ব্যালেন্সের পরিমাণ জমা করতে ব্যর্থ হলে সফল দরদাতার জমাকৃত সম্পূর্ণ পরিমাণ (ইএমডি এবং অন্য যে কোনও পরিমাণ) বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৮. সফল দরদাতা প্রযোজ্য স্ট্যাম্প শুল্ক/হস্তান্তর চার্জ, মিউটেশন, ফি ইত্যাদি এবং ভূমি উন্নয়ন সংস্থার সমস্ত গৌণ/প্রধান বকেয়া, স্থানীয় ও পৌর কর, মূল্যায়ন চার্জ, ইত্যাদি নিলামে রাখা সম্পত্তির ক্ষেত্রে বহন করবে।

৯. সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনার অর্থ প্রদানের পর, বিক্রয় শংসাপত্রটি শুধুমাত্র সফল দরদাতার নামে জারি করা হবে এবং অন্য কোন নামে ইস্যু করা হবে না।

১০. লিকুইডেটরের কোন বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার বা আপনার-নিলাম স্থগিত/মুলতুবি/বাতিল করার বা নিলাম থেকে কোনও সম্পত্তি বা সম্পত্তির অংশ প্রত্যাহার করার নিরঙ্কুশ অধিকার রয়েছে কোনও কারণ না দেখিয়ে।

১১. ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকর‍্যাপসি কোড, ২০১৬ এবং এর অধীনে প্রণীত প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে বিক্রয় হবে।

শচীন গোপাল জথার
লিকুইডেটর - জিএম এগ্রো অ্যালাইড প্রাইভেট লিমিটেড
আইবিবিআই রেজিঃ নং: IBBI/IPA-002/IP-N00640/2018-2019/11968
এএফএ- AA2/11968/02/171123/202336 তারিখ ১৭/১১/২০২৩ পর্যন্ত

তারিখ: ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ইমেল – sgjathar.ip@gmail.com
স্থান: কলকাতা

পাঞ্জাব নেশনাল বৈঙ্ক (भारत सरकार का उपक्रम) | pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) | Oriental | United

[রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সার্কেল SASTRA সেন্টার, সার্কেল অফিস : কলকাতা সাউথ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০১, ই-মেল : cs8267@pnb.co.in

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, অনুমোদিত অফিসার** হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম	বন্ধকদত্ত অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) দখলের তারিখ
১.	ক) ঢাকুরিয়া শাখা খ) ঋণগ্রহীতা এবং মালিক : **শ্রীমতি শম্পা ঘোষ** পিতা প্রয়াত সুনীল কৃষ্ণ মজুমদার	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং বি-৩, পূর্ব দিকে চতুর্থ তলে, পরিমাণ কমবেশি ৮৪৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া দুই বেড রুম, এক ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, এক কিচেন, দুই টয়লেট-তথা-প্রিভি, এক ব্যালকনি এবং খোলা কার পার্কিং স্পেস পরিমাপ ১২০ বর্গফুট একতলায় এবং অবিভক্ত সম্পত্তির জমির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত কলকাতা পৌরসংস্থার প্রেমিসেস নং ৭৭৬, পূর্বাচল মেন রোড, কলকাতা -৭০০০৭৮, অনুযায়ী **উক্ত প্রেমিসেসের চৌহদ্দি :** উত্তরে : দাগ নং ১৭৭২ জমি এবং ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, পশ্চিমে : কে এম সি প্রেমিসেস নং ৭৭৭, দক্ষিণে : দাগ নং ১৭৭৫ জমি, সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : **শ্রীমতি শম্পা ঘোষ।**	ক) ২৭.০৬.২০২৩ খ) ৩৭,৮৫,৮৬৬.০৬ টাকা (সাঁয়ত্রিশ লাখ পঁচাশি হাজার আটশো ছেষট্টি টাকা এবং ছয় পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ সহ গ) ২০.০৯.২০২৩
২.	ক) গাঙ্গুলি বাগান শাখা খ) ঋণগ্রহীতা এবং মালিক : সুকুমার বোস	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এ-২, ৫০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ২য়তলে, উত্তর-পশ্চিম দিকে (জি-৩) তিনতলা বসবাসের ভবনে অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৮৭/১২/৭৪/১৯, রাজা এস সি মল্লিক রোড, মৌজা- রায়পুর, জেএল নং ৩৩, স্কিম প্লট নং ৫১, সি এস প্লট নং ১৩৫৪ (অংশ) এবং ১৩৫৫ (অংশ), পো-নাকতলা, থানা- যাদবপুর ওয়ার্ড নং ৯৯, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০০৪৭ অনুযায়ী **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ই পি নং ৮৮ এবং পুকুর, পূর্বে : ৬ ফুট চওড়া কে এম সি রোড, পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া কর্পোরেশন রোড এবং পুকুর, দক্ষিণে: এসপি নং ৫২ সমন্বিত, সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী **শ্রী সুকুমার বোস।**	ক) ১৭.০৭.২০২৩ খ) ১১,৩৩,১৬৪.৫৫ টাকা (এগারো লাখ তেত্রিশ হাজার একশো চৌষট্টি টাকা এবং পঞ্চান্ন পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ সহ গ) ২০.০৯.২০২৩
৩.	ক) কলকাতা - টালিগঞ্জ শাখা খ) ঋণগ্রহীতা এবং মালিক : শ্রী অমিত কুমার সাহা স্বত্বাধিকারী মেসার্স উজ্জ্বলা মেডিকেল হল	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট পরিমাণ আনুমানিক ৫০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি, তৃতীয় তলে ভবনের, ২ (দুই)বেড রুম, ১ (এক) কিচেন তথা ডাইনিং স্পেস, ১ (এক) টয়লেট এবং ১ (এক) ব্যালকনি এবং অবিভক্ত জমি এবং ভবনের যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত কে এম সি প্রেমিসেস নং ৮৪এ, শান্তিগড় কলোনি, থানা-যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৪০, কে এম সি ওয়ার্ড নং ৯৭ অধীন, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় **প্রেমিসেস এর চৌহদ্দি :** উত্তরে : ই পি নং ৮৪বি, পূর্বে : ই পি নং ৮৪, পশ্চিমে : কলোনি রোড, দক্ষিণে : কলোনি রোড সমন্বিত, সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : **অমিত কুমার সাহা।**	ক) ১২.০৭.২০২৩ খ) ৩৮,৫৯,৫৫৮.৩১ টাকা (আটত্রিশ লাখ উনষাট হাজার পাঁচশো আটান্ন টাকা এবং আটত্রিশ পয়সা) টাকা গ) ২০.০৯.২০২৩

তারিখ : ২৬.০৯.২০২৩ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

আবহাওয়ার কারণে শুকচ্ছে না দুর্গা প্রতিমা, বাড়তি দোসর লাগাতার বৃষ্টি

চিন্তায় মৃৎশিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গত ৪৮ ঘণ্টায় একটানা বৃষ্টির জেরে মালদা শহরের অনেক মৃৎশিল্পীর প্রতিমা তৈরির কারখানায় জলবন্দি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এমনকী বেশ কিছু কারখানায় বৃষ্টির জমা জলের কারণে দেবী মূর্তি তৈরিতে সমস্যায় পড়েছেন মৃৎশিল্পীরা। দুর্গাপুজোর একমাসেরও কম সময় বাকি। এই পরিস্থিতিতে এখন দুশ্চিন্তার ভাঁজ তৈরি হয়েছে মালদা শহরের অনেক মৃৎশিল্পীদের মধ্যে। মূলত পুরাতন মালদা পুরসভার পালপাড়া এলাকায় কয়েকজন মৃৎশিল্পীদের কারখানায় জল ঢুকে যাওয়ায় কয়েকটি মূর্তির মাটির খানিকটা অংশ পর্যন্ত গলে গিয়েছে। এই অবস্থায় মৃৎশিল্পীরা কি করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। তাঁদের বক্তব্য, এক মাসেরও কম সময় বাকি দুর্গাপুজোর। যেভাবে বৃষ্টি দুইদিন হল, তাতে এখন প্রতিমা তৈরি করতে গিয়েই চরম সমস্যা দেখা দিয়েছে। তার ওপর মেঘলা আবহাওয়া কারণে প্রতিমাগুলি শুকাচ্ছে না। এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে দুর্গা প্রতিমা তৈরি নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন মালদার কুমোরটুলির অনেক মৃৎশিল্পীরা।

পুরাতন মালদা পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের পালপাড়া এলাকার এক মৃৎশিল্পী মিলন পাল জানিয়েছেন, গত দুই দিনের বৃষ্টির জেরে তাঁর কারখানায় জল ঢুকে বেশ কিছু প্রতিমা গলে গিয়েছে। তড়িঘড়ি অতিরিক্ত কারিগড় দিয়ে তোরজোড় শুরু করেছেন তিনি। সময়ের মধ্যে দুর্গা প্রতিমা তৈরি করতে না পারলে প্রচুর টাকা লোকসানের মুখে পড়তে হবে বলেও জানিয়েছেন ওই মৃৎশিল্পী মিলন পাল।

উল্লেখ্য, মালদার ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদা পুরসভা এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে প্রায় ৭০ জন মৃৎশিল্পী। অধিকাংশ মৃৎশিল্পীরা শনিবার এবং রবিবারের একটানা বৃষ্টির জেরে দুর্গা প্রতিমা বানাতে গিয়ে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন। মৃৎশিল্পীদের অনেকের বক্তব্য, তাঁদের কারখানাগুলি বেশিরভাগই টিনের তৈরি ছাউনি। যেভাবে বৃষ্টি হয়েছে, তাতে ছাউনি দিয়ে জল পড়েছে এবং এলাকার রাস্তার

জমা জল কারখানার মধ্যে ঢুকে ভেসে গিয়েছে। এই অবস্থায় প্রতিমা তৈরি করতে গিয়েও সমস্যায় পড়ছেন তাঁরা।

মালদা শহরের বাঁশবাড়ি এলাকার মৃৎশিল্পী অষ্টম চৌধুরী জানিয়েছেন, এবারে তিনি পাঁচটি দুর্গা প্রতিমা তৈরি করছেন। কিন্তু বৃষ্টির জেরে সেই দুর্গা প্রতিমা তৈরি করতে গিয়ে এখন সমস্যায় পড়েছেন। এই দুর্যোগের কারণে কারিগড় পাচ্ছেন না। তার ওপর এলাকার রাস্তায় জল জমে কারখানায় ঢুকে পড়েছে। মাটির তৈরির প্রতিমার নিচের অংশে জল জমে যাওয়ায় মাটি গলে গিয়েছে। এরকম আবহাওয়ার পরিস্থিতি চলতে থাকলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দুর্গা প্রতিমা তৈরি কিভাবে করবেন তা নিয়েও দুশ্চিন্তায় পড়েছেন মৃৎশিল্পীদের অনেকেই।

গ্রাম ঢোকার মূল রাস্তা বেহাল, ধান গাছ পুঁতে অভিনব প্রতিবাদ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: দীর্ঘদিন ধরে মিলেছে শুধুই প্রতিশ্রুতি। রাস্তা তৈরি না হওয়ায় অবশেষে রাস্তায় জমা কাদা জলে ধান গাছ পুঁতে সোমবার প্রতিবাদ জানালো সালতোড় গ্রাম পঞ্চায়েতের হিজুলী গ্রামের গ্রামবাসীদের একাংশ। সালতোড় যাবার রাস্তায় করালী কবি সরণি থেকে ধর্মথান পর্যন্ত হিজুলীর গ্রাম ঢোকার মূল রাস্তাটির অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে পড়ে আছে। তাই প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে রাস্তায় তৈরি হওয়া গর্তের জমা জলে ধান গাছ পুঁতল গ্রামবাসীদের একাংশ। সালতোড় গ্রামপঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য শান্ত চ্যাটার্জী রাস্তার বেহাল দশার প্রতিবাদে নিজে ধানের চারা পুঁতলেন। তিনি বলেন, পঞ্চায়েতে অধিবেশনে এই রাস্তার বেহাল দশার কথা আমি তুলে ধরেছি। কয়েক মাস আগে বাড়িতে বাড়িতে পানীয় জল দেওয়ার জন্য যে পাইপ লাইনের কাজ করা হয়েছে, সে সময় রাস্তা খুঁড়ে আরও নষ্ট করে দিয়েছে। আমরা চাইছি গ্রাম ঢোকার মূল রাস্তাটি অবিলম্বে পাকা করে তৈরি করা হোক। অন্তত পুজোর আগে রাস্তাটির সংস্কার করা হোক। তা না হলে গ্রামবাসীরা রাস্তায় নামতে বাধ্য হবে।

আরও এক গ্রামবাসী অনন্ত মুদি বলেন, হিজুলী গ্রামকে মডেল ভিলেজ করার কথা বলা হয়, এই তার নমুনা? বাইরে থেকে কেউ এলে আমাদের লজ্জা লাগে। গ্রামপঞ্চায়েতের এত কাছে এই হিজুলী গ্রাম, রাস্তা বাদে সব দিক থেকে উন্নত। দীর্ঘদিন ধরে শুনে আসছি রাস্তাটি তৈরি করা হবে। কিন্তু এখনও না হওয়ায় আমরা ধানের চারা রাস্তায় পুঁতে প্রতিবাদ জানালাম। মুখ্যমন্ত্রী যেখানে এত উন্নয়নের কথা বলছেন সেখানে হিজুলী গ্রাম ব্রাত্য থাকবে কেন?

সোমবার দলমত নির্বিশেষে গ্রামের বহু মানুষ রাস্তার বেহাল দশার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। স্কুল ভ্যান থেকে বিভিন্ন যানবাহন যাতায়াতে প্রচণ্ড সমস্যায় পড়ছে। গ্রামবাসীরা এই বেহাল রাস্তার দ্রুত নির্মাণের দাবি রাখছে।

এ বিষয়ে নিতুরিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শান্তিভূষণ প্রসাদ যাদব বলেন, পঞ্চায়েতে নির্বাচনের আগেই কাজটা ধরা আছে। রাস্তার কাজ দু'একটি ছাড়া প্রায় সব কাজ হয়ে গিয়েছে। টাকা ঢুকলেই ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কাজটি শুরু করা হবে।

প্রসূতির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা আমতার নার্সিংহোমে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমতা: এক প্রসূতির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সোমবার তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় হাওড়ার আমতা থানার বেতাই মোড় এলাকা। মৃতের নাম কাজল খাতুন। বয়স ২৪। জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে ভর্তি হয় আমতার দেওড়া গ্রামের বাসিন্দা গৃহবধূ কাজল খাতুন বেতাই মোড়ের ওই নার্সিংহোমে তাকে ভর্তি করা হয়। শনিবার তার সিজারিয়ান অপারেশন করে কন্যা সন্তান প্রসব করা হয়। বেতাই মোড় এলাকার ওই নার্সিংহোমে চিকিৎসকরা কাজল খাতুনের অবস্থা অবনতি হলে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ততক্ষণে কাজল খাতুন মারা গিয়েছে। এই কথা জানাজানি হতেই সোমবার সকালে মৃতার আত্মীয় এবং পরিজনেরা ওই নার্সিংহোমের উপর চড়াও হয় এবং ভাঙচুর চালায়। কিন্তু এই মৃত্যুর পরই নার্সিংহোম থেকে ছেড়ে পালিয়ে যায় স্বাস্থ্যকর্মী ও মালিক কর্তৃপক্ষ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আমতা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী নার্সিংহোমেই মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে মৃতের পরিবারের লোকজন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই নার্সিংহোমের কাগজপত্র সঠিক রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে। তবে মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের পুরো এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা এক কথায় নৈতিকতাবিহীন বলে জানিয়েছে আমতার মানুষ।

ইন্ডিয়ান বैंক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - IV-A"
[রুল ৮ (৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে"** এবং **"যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৩০.১০.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে** প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।
ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত নিম্নমতে :

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম শাখা	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	শ্রী কার্তিক সিং এবং শ্রী পঙ্কজ প্রসাদ সিং শাখা : গার্ডেন রিচ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং এফ৪, ব্লক -'আই', ইউনিট নং বি, দ্বিতীয়তলে, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৮৩১.৮০ বর্গফুট, তিন বেড রুম, এক কিচেন/ড্রইং,এক টয়লেট, এক ডব্লুসি এবং এক ব্যালকনি চারতলা 'রূপসা' ভবনে অবস্থিত জমি কমবেশি ২ বিঘা ৮ ছটাক (৩২১১.৫৯) কমবেশি অবস্থিত মৌজা-গার্ডেন রিচ, থানা-মেটিয়াব্রুজ, কলকাতা পৌরসংস্থার ওয়ার্ড নং ১৩৩ অধীন, প্রেমিসেস নং এন-২০০, মুদিয়ালি রোড, কলকাতা-৭০০০২৪, উল্লেখ্য দলিল নং ১৬০৭০৭৭৯৪ তারিখ : ০৭.০৯.২০১৬ নথিভুক্ত বুক নং-১, ভল্যুম নং ১৬০৭-২০১৬, পৃষ্ঠা ২৪৯৩৪৪ থেকে ২৪৯৪০৭, অ্যাডি.ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রি অফিস- বেহালা অধিক্ষেত্রাধীন, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, অনুযায়ী শ্রীকার্তিক সিং এবং শ্রী পঙ্কজ প্রসাদ সিং এর নামে সমুদয় সম্পত্তি। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** গোপীনাথ গাঁতাইত এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** ১২ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, **পূর্বে :** পাল এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** দেবী হাজরা এবং অন্যান্যর জমি সমন্বিত।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ২২,৯০,০০০.০০ টাকা ঘ) ২,২৯,০০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50350250732 ছ) ১৮,১৭,৪৫৭.০০ টাকা
২.	মেসার্স মন্ডল এন্টারপ্রাইজ শাখা : নিশ্চিন্তপুর	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ আনুমানিক কমবেশি ২ কাঠা ১ ছটাক, ২৮ বর্গফুট, অবস্থিত মৌজা- উত্তর রামচন্দ্রপুর, পরগনা-বালিয়া,জেএল নং ৩৭, আরএস নং ১৯, তৌজি -৩৯৯/৪০০, আরএস খতিয়ান নং ৪২৩, দাগ নং ৫৫৩, হোল্ডিং নং ১৩৫, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, ওয়ার্ড নং ২, পূজালী পুরসভা, থানা-বজবজ,জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১৮৯০ তারিখ ২১.০৩.২০০৩,নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৩৪, পৃষ্ঠা ৯ থেকে ১৮, ২০০৩ সালের রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর বজ বজ, শ্রীমতি নমিতা মন্ডল, স্বামী দিলীপ মন্ডলের নামে সমুদয় সম্পত্তি। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** দীনেশ পারুই, **দক্ষিণে :** পরেশ পারুই এবং সুখেন পারুই, **পূর্বে :** পুর সড়ক, **পশ্চিমে :** সুখেন পারুই সমন্বিত।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ২২,৫৯,০০০.০০ টাকা ঘ) ২,২৬,০০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50422143812 ছ) ১১,৭৬,৮৭৭.০০ টাকা

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন ibapifin@mstcecommerce.com।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

তারিখ : ২৬.০৯.২০২৩, স্থান : কলকাতা **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা **সিএসসি ট্রেডিং প্রা. লি. এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতাগণ যেমন (শ্রী অশোক কুমার সিং, শ্রীমতি শকুন্তলা দেবী সিং, শ্রী রমাপদ মণ্ডল, শ্রী গোবর্ধন মণ্ডল, শ্রীমতি পম্পা ব্যানার্জি)** অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁদের ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানাগুলিতে প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা(গণ)/ডিরেক্টর(গণ)/ জামিনদাতা(গণ)-এর নাম এবং ঠিকানা	সম্পদের বিস্তারিত/প্রক্রিয়াধীন জামিনদত্ত সম্পদের ঠিকানা	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তাং অনুযায়ী)
ঋণগ্রহীতা : **সিএসসি ট্রেডিং প্রা. লি.** ২৭বি রোল্যান্ড রো, কলকাতা ৭০০০২০ **ব্যক্তিগত জামিনদাতা (গণ) :** **১) শ্রী অশোক কুমার সিং** চন্দ্রশেখর-I, ফ্ল্যাট নং ১০২এ, ২য় তল, ২৭বি, রোল্যান্ড রোড, বালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০২০ **২) শ্রীমতি শকুন্তলা দেবী সিং** চন্দ্রশেখর-I, ফ্ল্যাট নং ১০২বি, ২য় তল, ২৭বি, রোল্যান্ড রোড, বালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০২০ **৩) শ্রী রমাপদ মণ্ডল** গ্রাম এবং পো - সলপ, ডোমজুড়, হাওড়া, প.ব. **৪) শ্রী গোবর্ধন মণ্ডল** চক পাঁচুড়িয়া, রাজারহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, প.ব. **৫) শ্রীমতি পম্পা ব্যানার্জি** ৯, টি.সি. মুখার্জি স্ট্রিট, রিষড়া, হুগলি - ৭১২২৪৮ **লোন এ/সি নং :** **৩৬৫৬৩০৪২১২৬, ৩৬৫৬৩০৫৩৮০৭ (নগদ ঋণ),** **৩৬৫৬৩০৩১৪১৯ (ডব্লিউসিটিএল),** **৩৬৫৬৩০৫১৩৫৬ (এফআইটিএল)**	**ক)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১০২এ অবস্থিত ২য়তলে, উত্তর-পশ্চিম দিকে চন্দ্রশেখর-১ নামে ভবনে পরিমাণ ৬৯২.৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত প্রেমিসেস নং ২৭বি, রাউল্যান্ড রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, কেএমসি অধিক্ষেত্র অধীন, থানা-বালিগঞ্জ, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ৬৭৬০ -১৯৯২ সালের, অনুযায়ী শ্রী অশোক কুমার সিং এর নামে। **খ)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১০২বি অবস্থিত ২য়তলে, উত্তর-পশ্চিম দিকে চন্দ্রশেখর-১ নামে ভবনে পরিমাণ ৬৯২.৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত প্রেমিসেস নং ২৭বি, রাউল্যান্ড রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, কেএমসি অধিক্ষেত্র অধীন, থানা-বালিগঞ্জ, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ৬৭৬১ -১৯৯২ সালের, অনুযায়ী শ্রীমতি শকুন্তলা দেবী সিং এর নামে। **গ)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ১৪ কাঠা ৮ ছটাক, সংশ্লিষ্ট সকল অধিকার সমন্বিত মৌজা- মুরাদপুর, সি এস খতিয়ান নং ১৭৮, খতিয়ান নং ১৭৯, আরএস খতিয়ান নং ৪৭৩, এলআর খতিয়ান নং ১৯০, সি এস এবং আরএস দাগ নং ১৪৩, এলআর দাগ নং ২০৬, জেএল নং ১৩, আরএস নং ১৯২, তৌজি নং ৭৪-৭৭, ৮২, পরগনা-মাগুরা, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২২ অধীন, ৬৬৩, থানা-বেহালা, বর্তমানে- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা, রেজিস্ট্রিকৃত পম্পা ব্যানার্জির নামে উল্লেখ্য দলিল নং ৮৯৭-২০০৭ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর -বেহালা। সম্পত্তির চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে আরএস দাগ নং ১৫২, দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : আরএস দাগ নং ১৫০, পশ্চিমে : আরএস দাগ নং ১৫০ সমন্বিত। **ঘ)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১৫ ছটাক ৩০ বর্গফুট কমবেশি পরগনা -খাসপুর, মৌজা-সৈয়দপুর, তৌজি নং ৮, জেএল নং ১২, আর এস নং ২৮, খতিয়ান নং ১৩৬, দাগ নং ৫১০, বর্তমানে পরিচিত নং ১২৮৩, উস্তাদ আমীর খান সরণি, থানা-হরিদেবপুর, ওয়ার্ড নং ১২২, অ্যাসেসি নং ৪১-১২২-০৯-১৫৩-৪-০, কলকাতা পৌর সংস্থার,পূর্বদিকে ১৩ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ সহ অন্যান্য সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত। সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত শ্রীমতি শকুন্তলা দেবী সিং এর নামে ডিএসআর-২, আলিপুর, ০৪.০৭.২০১২ তারিখে উল্লেখ্য দলিল নং ১-৭৪৩৫/২০১২। অনুযায়ী সম্পত্তির চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে: জিয়াউ আলি গাজি এবং কাধা বানু বিবির জমি, পূর্বে : ১৩ ফুট চওড়া পুর সাধারণ সড়ক, দক্ষিণে : কৃষ্ণ রামের জমি, পশ্চিমে : সি এস দাগ নং ৫৫৬ সমন্বিত।	০৮.০৮.২০২৩	৩১.১০.২০১২	৮,৪১,০৭,৩৫৯.৪১ টাকা **(আট কোটি একচল্লিশ লাখ সাত হাজার তিনশো উনষাট টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা) টাকা ০৭.০৮.২০২৩ অনুযায়ী।** আপনি চুক্তি মোতাবেক হারে উপরে উল্লিখিত পরিমাণের উপর সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি আদায়দানে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতা/ডিরেক্টরগণ/জামিনদাতাগণকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
ঋণগ্রহীতা/ডিরেক্টরগণ/জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্দিষ্ট সময়ে আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ২৬.০৯.২০২৩
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসএআরবি সাউথ বেঙ্গল

টানা দু'দিনের বৃষ্টিতে কার্যত গৃহবন্দি মালদার বেশ কিছু ওয়ার্ড, অসন্তোষ

পুরসভার পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে : কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দু'দিনের লাগাতার বৃষ্টির জেরে এখনো জলবন্দি মালদা শহরের বেশ কিছু ওয়ার্ড। ৭২ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও শহরের একাধিক এলাকায় বৃষ্টির জল জমে থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। যার ফলে চরম অসন্তোষ ছড়িয়েছে ইংরেজবাজার পুরসভার বেশ কিছু ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের মধ্যে। যদিও পুরসভা কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, শনি এবং রবিবারের একটানা যেভাবে বৃষ্টি হয়েছে, তাতে অনেক ওয়ার্ডে জল জমেছে। সেই জল নিকাশি করার ব্যবস্থা নিয়েছে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর থেকে পুরসভা কর্তৃপক্ষ।

ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী জানিয়েছেন, এই রকম বৃষ্টি ১৯৯৫ সালে একবার হয়েছিল। তখনও আমি পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলাম। সেই সময় বেশ। কিছু ওয়ার্ডে জল জমেছিল। এই ধরনের বৃষ্টি যখন দিল্লি ও মুম্বইয়ে হয় সেখানেও জলবন্দি হয়ে পড়ে বহু এলাকা। দিল্লি ও মুম্বই দেশের এ-ওয়ান সিটি। সুতরাং মালদা শহরে জল জমার বিষয়টি নিয়েও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, শনিবার রাত থেকে একনাগাড়ে বৃষ্টির জেরে জলবন্দি হয়ে পড়ে মালদা শহরের বিনয় সরকার রোড, সুভাষপল্লি, বিবেকানন্দপল্লি, মালঞ্চপল্লি, সর্বমঙ্গলাপল্লি, বুড়াবুড়িতলা, সানিপার্ক, রিজেন্টপার্ক সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। এখনো শহরের অনেক এলাকায় বৃষ্টির জমা জল রয়েছে। আর এই জল সহজেই বিভিন্ন এলাকা থেকে নিকাশি হচ্ছে না বলে অভিযোগ।

সোমবার মালদা শহরের কুলদীপ মিশ্র কলোনি, নরসিংকুপ্পা সহ একাধিক এলাকা হাঁটু জলে ডুবে রয়েছে। বাসিন্দাদের মধ্যে জল জমা নিয়েই চরম অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। রবিবারের পর সোমবারও ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী মালদা শহরের জলবন্দি এলাকাগুলো পরিদর্শন করেন। ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুজিত সাহা বলেন, যেভাবে বৃষ্টি হয়েছে তাতে হাইড্রেন থেকে শুরু করে এলাকার কালভার্ট দিয়েও জল নিকাশের ক্ষেত্রে চরম সমস্যা তৈরি হয়েছে। যেসব এলাকা এখনো জলবন্দি হয়ে রয়েছে, সেখানে পাম্প চালিয়ে জল নিকাশির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অন্যদিকে মালদা শহরের নেতাজি পুর মার্কেট সহ আরো বেশ কিছু এলাকা বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ে। অনেক ব্যবসায়ীদের দোকানে জল ঢুকে যাওয়াই প্রচুর নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীয় নষ্ট হয়েছে বলে অভিযোগ। মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক জানিয়েছেন, দুই দিনের টানা বৃষ্টির জেরে নেতাজি পর মার্কেট এলাকায় ব্যাপক জল জমে গিয়েছে। ফলে অনেক ব্যবসায়ী দোকানে জল ঢুকে গিয়েছে। আমরা পুরসভা ও প্রশাসনের কাছে দ্রুত নিকাশি ব্যবস্থা পরিকাঠামো উন্নত করার আবেদন জানিয়েছি।

ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলররাও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিচ্ছেন।

অভিষেকের গড়ে তৃণমূলের নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন, লক্ষ্য লোকসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডায়মন্ড হারবার: পঞ্চায়েত ভোট মিটতে না মিটতেই লোকসভার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। সেই লক্ষ্যেই এবার তৃণমূলের বিধানসভার দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধন হল ডায়মন্ড হারবার শহরে। রবিবার রাতে স্থানীয় স্টেশন বাজার সংলগ্ন এলাকায় নতুন দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন ডায়মন্ড হারবারের বিধায়ক পান্নালাল হালদার। উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার দলীয় পর্যবেক্ষক সামিম আহমেদ, ব্লক তৃণমূল সভাপতি অরুময় গায়েন, ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গৌতম অধিকারী, শিক্ষক নেতা মইদুল ইসলাম, পুরসভার চেয়ারম্যান প্রণব দাস প্রমু। এতদিন ডায়মন্ড হারবারের দুটি ব্লক, পুরসভা ও অঞ্চলগুলিতে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় থাকলেও শুধুমাত্র বিধানসভার জন্য কোনও কার্যালয় ছিল না। নতুন এই দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধন হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। এদিন দলীয় কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এই বিষয়ে ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল পর্যবেক্ষক সামিম বলেন, 'নতুন এই অফিসে নিয়ম করে দলীয় নেতৃত্বরা বসবেন। ২৪ ঘণ্টাই এই কার্যালয় খোলা রাখা হবে। দলীয় কাজের পাশাপাশি এখানে এলাকার বাসিন্দারাও সমস্যার কথা জানাতে পারবেন।'

সংস্কারের কারণে বন্ধ থাকবে পিয়ারীগঞ্জ সংলগ্ন কুনুর নদীর ব্রিজ

সুজিত ভট্টাচার্য

কাঁকসা: মঙ্গলবার সকাল থেকেই কাঁকসার পিয়ারীগঞ্জ সংলগ্ন কুনুর নদীর ব্রিজের উপর দিয়ে পুরোপুরি ভাবে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হবে। মঙ্গলবার সকাল ৬টা থেকে বন্ধ হবে যান চলাচল।

৩০ তারিখ রাত ১২টার পর ফের চালু করা হবে। জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরে ওই ব্রিজে ফাটল দেখা দেওয়ায় ও ব্রিজের দুই ধারের অংশ বসে যাওয়ার ফলে জেলা প্রশাসন ওই ব্রিজ সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। ব্রিজটি মেরামত করবে পূর্ত দপ্তর। গত কয়েকদিন আগে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। পানাগড়ের দার্জিলিং মোড় থেকে ওই সড়কটি বীরভূমের ইলামবাজারে গিয়ে মিশেছে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এটি। বহু দূরপাল্লার ও লোকাল বাস ওই সড়ক ধরেই চলাচল করে। ৫ দিন সম্পূর্ণ রূপে যান চলাচল বন্ধ থাকার ফলে ওই বাস যাত্রীদের সমস্যায় পড়তে হতে পারে। যদিও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ওই কয়েকটা দিন কাঁকসার মুচিপাড়া মলানদিঘি হয়ে কাঁকসার ধোবারু মোড়ে গিয়ে পানাগড় মোড়গ্রাম রাজ্য সড়ক ধরেই যানবাহন চলাচল করবে।

প্রায় ১০ বছর আগে কুনুর নদীর ওপর নির্মাণ হওয়া ব্রিজ বসে যাওয়ার ঘটনায় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল ওই ব্রিজটি দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে ওই ব্রিজের পাশেই একটি ব্রিজ নির্মাণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। জেলা শাসক থেকে শুরু করে মহকুমা শাসক সহ জেলার উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা এই বিষয়ে পরিদর্শনও করেছিলেন কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ফের ব্রিজটি বেহাল হয়ে পড়ায় ব্রিজটি মেরামত করে কতদিন আর চলবে সেই নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য জানিয়েছেন সব কিছুরই মেরামতের প্রয়োজন পড়ে।

ওই ব্রিজের উপর দিয়ে নিত্যদিন বহু গাড়ি চলাচল করে। যার কারণে মেরামতের প্রয়োজন পড়েছে। যে কটা দিন মেরামতের কাজ চলবে সেই কয়েকটা দিন মানুষের সমস্যা হলেও সেটা মানুষকে বুঝতে হবে।

যদিও বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা রয়েছে। ওই রাস্তা দিয়েই সমস্ত যাত্রীবাহী বাস চলাচল করবে। বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য ইন্দ্রজিৎ ঢালির অভিযোগ মাঝে মধ্যেই ওই ব্রিজটি বেহাল হয়ে পড়ে। আর সংস্কারের কাজ হয়। বিকল্প ব্রিজের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রস্তাব আজও বাস্তবায়িত হল না। ব্রিজটির বর্তমান যা অবস্থা যে কোনোদিন বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তাই অবিলম্বে বিকল্প ব্রিজ নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

যাদবপুর ভাড়াবাড়ি থেকে উদ্ধার নার্সিং ছাত্রীর দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: যাদবপুরের ভাড়াবাড়ি থেকে নার্সিং ছাত্রীর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এল বাঁকুড়ার হাড়মাসড়া গ্রামে। রবিবার রাতে যাদবপুরের একটি ভাড়াবাড়ি থেকে উদ্ধার হয় বাঁকুড়ার হাড়মাসড়া গ্রামের বাসিন্দা মল্লিকা দাস নামের ওই নার্সিং ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ। জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে দেহ উদ্ধারের খবর মিলতেই পরিবারের সকলে মিলে রওনা দিয়েছেন কলকাতায়। আপাতত তাঁরা কলকাতাতেই আছেন। সোমবার সকালে ঘটনার কথা জানাজানি হতেই মল্লিকা দাসের হাড়মাসড়া গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। মল্লিকা দাস আত্মহত্যা করতে পারেন তা ভাবতেই পারছেন না প্রতিবেশীরা।

আজও খানাকুলের মিত্র জমিদার বাড়িতে সন্ধি পুজোর সময় সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন গৃহবধূরা

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● হুগলি

জমিদারি প্রথার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেলেও ভারতের তথা বাংলার বহমান ঐতিহ্যকে ধরে রাখার চেষ্টা দেখা যায় জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজোর রীতিনীতিতে। বয়সে প্রবীণ হুগলির খানাকুলের সেনহাটের মিত্র জমিদারবাড়ি। সোনালি দিন গিয়েছে, এখনও আভিজাত্যের অহংকার অমলিন রয়েছে মিত্রবাড়িতে। ঐতিহ্যের বয়স প্রায় পাঁচশো বছর অতিক্রম করেছে। পরিবারের সনাতন রীতিনীতি মেনে আজও পালিত হয় দুর্গা উৎসব। আজও দশমীর দিন অকাল রথ দেখা যায় মিত্র বাড়িতে। কুলদেবতা ভগবান রঘুনাথ জিউয়ের অকাল রথের রশিতে টান ধরেন পরিবারের সদস্যরা। জানা গিয়েছে, ষষ্ঠীর দিন কুলো দেবতা রঘুনাথ জিউকে তার নিজ গৃহ থেকে দেবী দুর্গার দালানে নিয়ে আসা হয় এবং দশমীর দিন রথের অকাল রশিতে পড়ে টান, পরিবারের সকল সদস্যরা মিলে রঘুনাথ জিউকে রথের রশি টেনে ফিরিয়ে নিয়ে যান তার স্থায়ী মন্দিরে। পাশাপাশি আজও জলঘরির সময় দেখে অনুষ্ঠিত হয় মিত্রবাড়ির দুর্গা পুজোর সন্ধিপুজো। প্রায় ৫০০ বছর আগে এই সব আধুনিক যন্ত্র তো কল্পনাতেও ছিল না। সময় দেখার একমাত্র ভরসা ছিল জলঘড়ি। মিত্রবাড়ির প্রবীণ সদস্য কুমার কৃষ্ণ মিত্রের কথায় জানা যায়, সেই সময় থেকে শুরু করে প্রথা মেনে আজ ও মিত্র বাড়ির পুজো হয় জলঘড়ির সময় ধরে, এই জলঘড়িটি উপহার হিসাবে মিত্রবাড়িতে এসেছিল বর্ধমানের রাজার কাছ থেকে। জলঘড়ি বলতে ছোট একটি তামার বাটি। যাকে জমিদারবাড়ির ভাষায় তাঁবু বলা হত। তাতে ছোট একটি ছিদ্র থাকত। এই তাঁবুকে জলের মধ্যে ভাসিয়ে দিলে ছিদ্র দিয়ে জল প্রবেশ করত। পূর্ণ তাঁবু এক সময় জলের ভারে ডুবে যায়। আবার তাকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এই ডুবে যাওয়ার পদ্ধতিটি ২৪ মিনিট ছাড়া হয়। এই ডুবে যাওয়াকে এক একটি দন্ড বলা হয়। যতবার তাঁবুটি ডুবছে

ততবার সময় হিসাব করা হয়। সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্তের সময় থেকে তাঁবু ভাসানো হয়। কখন থেকে শুরু হবে তা ঠিক হয় সন্ধি পুজোর সময় অনুযায়ী। সকালের পর সন্ধি পুজো হলে সূর্যোদয় থেকে আর সন্ধ্যার পর সন্ধিপুজো হলে সূর্যাস্ত থেকে তাঁবু ভাসানো হয়। নির্দিষ্ট একজন আচার্য ব্রাহ্মণ্য নাকি এই জলঘড়ি চালান। এই রকম অলৌকিক ঘটনা আরও রয়েছে বলে দাবি মিত্র পরিবারের সদস্য ডাক্তার সুকন্যা মিত্রের। তিনি বলেন, সন্ধি পুজোর সময় নীল আকাশে দুটো শঙ্খচিল ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়। পারিবারিক ভাবে জমিদার বাড়ির পুজো হলেও বর্তমানে প্রায় ১৮ ঘর শরিক রয়েছে। প্রায় পাঁচশো বছর আগে বর্ধমান রাজার অধীনে এই জমিদারবাড়ির পত্তন করেছিলেন নন্দকিশোর মিত্র। তিনিই এই পুজোর প্রতিষ্ঠাতা। সন্ধি পুজোর সময় নিখুঁত কালো ছাগ বলি হয়। অষ্টমীর সন্ধি পুজোর সময় পাঁঠা বলির পাশাপাশি নবমীর দিনেও পাঁঠা বলি দেখা যায় মিত্র বাড়িতে। অষ্টমীর সন্ধি পুজোর সময় মিত্র বাড়ির গৃহবধূ ও মহিলা সদস্যরা সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন। মা দুর্গার মাথায় সিঁদুর ঠেকান কুলপুরোহিত। আর সেই সিঁদুর সারা বছর ব্যবহার করেন মিত্র বাড়ির গৃহবধূরা। আগে রাজপরিবারের নিয়ম অনুযায়ী কামান দাগা হত, এখন হয় না। সাবেককালে কেরোসিনের হ্যাচাক ও ডেলাইটের বদলে ইলেক্টিকের আধুনিক লাইট দিয়ে মণ্ডপ ও জমিদার বাড়ি সাজানো হয়। এখন আর সানাইয়ের সুর শোনা না গেলেও ঢাক ও কুড়কুড়ির বাজনা বাজে। বিজয়ার দিন শোভা যাত্রা করে খানাকুলের রাজহাটি বাজারের বিশালক্ষ্মী মায়ের মন্দিরে মা দুর্গাকে নিয়ে আসা হয়। সেখানে দুই দেবতার সাক্ষাৎ হয়। সেখান থেকে বিসর্জন ঘাটে এনে বাঁশের কঞ্চির কলম দিয়ে দুর্গা নাম লিখে বিসর্জন দেওয়া হয়। আগে তালপাতার লেখা হত এখন কাগজে দুর্গা নাম লেখা হয়। সবমিলিয়ে সাবেকিয়ানা ও প্রাচীনত্বের নিরিখে সেন রাজাদের সমসাময়িক এই মিত্রবাড়ির দুর্গাপুজো। তাই বারোয়ারী পুজোর ভিড়ের মাঝেও সবসময়েই আলাদা জায়গা তৈরি করে নেয় মিত্র বাড়ির দুর্গাপুজো।

কাশ্মীর থেকে গ্রেপ্তার পাঁচ লস্কর সহযোগী

শ্রীনগর, ২৫ সেপ্টেম্বর: জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকা থেকে লস্কর-ই-তইবা জঙ্গি সংগঠনের পাঁচ জন সহযোগীকে গ্রেপ্তার। রবিবার জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাঁও জেলা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। জম্মু ও কাশ্মীরের পুলিশ এবং সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের (সিআরপিএফ) যৌথ প্রয়াসে লস্কর সহযোগীদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে।

গ্রেপ্তারির পাশাপাশি তাঁদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অভিযুক্তদের নাম আদিল হুসেন ওয়ানি, সুহেল আহমেদ দার, আইতমাদ আহমেদ লাওয়ে, মেহরাজ আহমেদ লোন, সাবজার আহমেদ খার।

পুলিশ সূত্রে খবর, জঙ্গিদের কাছ থেকে দু'টি পিস্তল, তিনটি হ্যান্ড গ্রেনেড, একটি ইউবিজিএল গ্রেনেড লঞ্চার, দু'টি পিস্তলের ম্যাগাজিন, পিস্তল এবং একে-৪৭ এর গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে থানার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।

সারা রাত এসির ঠান্ডায় থেকে মৃত্যু ২ সদ্যোজাতর

লখনউ, ২৫ সেপ্টেম্বর: গরমে ভাল করে ঘুম হয় না, তাই রাতে এসি ছাড়া থাকতেই পারেন না চিকিৎসক। অভিযোগ, তাঁর বেসরকারি ক্লিনিকে সারারাত শীতাতপ নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্র (এসি) চালানো ছিল। সেই ঠান্ডা সহ্য করতে না পেরে দুই সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের শামলী জেলার ঘটনা। অভিযুক্ত চিকিৎসকের নাম নীতু। তিনি একটি বেসরকারি ক্লিনিক চালান। তাঁর ক্লিনিকে রবিবার দুই সদ্যোজাতের মৃত্যু হয়েছে। তাদের পরিবারের অভিযোগ, শনিবার রাতে ক্লিনিকে এসি চালিয়ে রেখেছিলেন ওই চিকিৎসক। ভাল করে ঘুমানোর জন্যই এসি চালিয়েছিলেন। সদ্যোজাতদের কাছে এসির সেই হাওয়া অসহ্য হয়ে উঠেছিল। সেই কারণেই তাদের মৃত্যু হয়েছে।

শনিবারেই জন্ম হয়েছিল ওই দুই শিশুর। সরকারি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জন্মের পর তাদের বেসরকারি ক্লিনিকে স্থানান্তরিত করা হয়। রবিবার সকালেই শিশু দু'টির নিথর দেহ উদ্ধার করেন অভিভাবকেরা। ক্লিনিকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। অভিযুক্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগও দায়ের করেন তাঁরা।

সংশ্লিষ্ট থানার এসএইচও নেত্রপাল সিং জানিয়েছেন, মৃতদের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। তাঁকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সে দিন রাতে ঠিক কী হয়েছিল, কেন ক্লিনিকের এসি চালানো ছিল, কী ভাবে শিশু দু'টির মৃত্যু হল, তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরও এই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

ফের করোনা ভাইরাস ঘটিত মহামারির আবির্ভাব হতে পারে!

বেজিং, ২৫ সেপ্টেম্বর: স্বয়ং 'বাদুড়-মানবী'র হুঁশিয়ারি। ফের ছড়াতে পারে করোনা ভাইরাস মহামারী। নতুন ভাবে, নতুন রূপে। আর এই সম্ভাবনা 'অত্যন্ত প্রবল'। 'বাদুড়-মানবী' বলে পরিচিত চিনের শি ঝেংলির সাম্প্রতিক এই সতর্কবার্তা ঘিরে ছড়িয়ে পড়েছে তীব্র উদ্বেগ। অনেকেরই আশঙ্কা, তবে কি ২০২০ সালের মতো অতিমারি পরিস্থিতি ফিরতে চলেছে? ঝেংলি চিনের ইউহানের 'ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজি'র প্রধান ভাইরোলজিস্ট। বাদুড় থেকে উদ্ভূত ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করেন তিনি। এই বিষয়ে বিশ্বে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। বাদুড় নিয়ে বিস্তৃত গবেষণার জেরে অনেকেই তাঁকে 'ব্যাটওম্যান' বা 'বাদুড়-মানবী' বলে ডাকেন। নিজের সাম্প্রতিক গবেষণাপত্রে ঝেংলি দাবি করেছেন, বিশ্বে আরও একটি করোনা ভাইরাস ঘটিত মহামারির আবির্ভাব হওয়া প্রায় নিশ্চিত।

সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইউহান ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজিতে শি এবং তাঁর দল ৪০টি ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির করোনা ভাইরাসের মূল্যায়ন করেছেন। মানুষের মধ্যে ভাইরাসগুলি ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা কতটা, তার বিচার করেছেন। জনসংখ্যা, জিনগত বৈচিত্র, বাহক কারা হতে পারে এবং জিনগত সংক্রমণের ইতিহাস বিশ্লেষণ করেছেন গবেষকরা। ফলাফল যা এসেছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে গবেষকদলের দাবি।

তাঁরা জানাচ্ছেন, ৪০টি প্রজাতির করোনা ভাইরাসের মধ্যে অর্ধেকই 'অত্যন্ত বিপজ্জনক'। মানুষের শরীরে ছড়িয়ে পড়ার 'অত্যন্ত ঝুঁকি' রয়েছে। শুধু তাই নয়। এর মধ্যে আবার এই ভাইরাসের ছ'টি প্রজাতি ইতিমধ্যেই মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রোগ ছড়িয়েছে। ফলে আবারও যে তা মহামারির আকার নেবে না, সে বিষয়ে কোনও নিশ্চয়তাই নেই। আর চিনা ভাইরোলজিস্ট গবেষকদের এই সতর্কবার্তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

মুসলিম পড়ুয়াকে মার

উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনকে ভর্ৎসনা সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর: মুসলিম পড়ুয়াকে হেনস্তার ঘটনায় উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনকে ভর্ৎসনা করল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের মতে, শুধুমাত্র একটি সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার কারণে যদি পড়ুয়াকে হেনস্তার শিকার হতে হয় তাহলে যথাযথ শিক্ষা দেওয়া কখনই সম্ভব নয়। এছাড়াও সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, শীর্ষ আইপিএস আধিকারিকের নজরদারিতে এই ঘটনার তদন্ত করতে হবে। তিনিই তদন্তের রিপোর্ট পেশ করবেন শীর্ষ আদালতে।

গত ২৬ অগস্ট প্রকাশ্যে আসে উত্তরপ্রদেশের এই বিতর্কিত ঘটনার খবর। জানা গিয়েছে, নামতা বলতে পারেনি এক মুসলিম পড়ুয়া। ক্লাসের শিক্ষিকা নির্দেশ দেন, সহপাঠীরাই ওই পড়ুয়াকে মারধর করবে। শিক্ষিকা আরও বলেন, মুসলিম মহিলারা আসলে তাঁদের সন্তানদের পড়াশোনার দিকে খেয়াল রাখেন না। সেই জন্যই মুসলিম পড়ুয়াদের পড়াশোনার মান এত খারাপ। গোটা ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হতেই নড়েচড়ে বসে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

ঘটনার কথা প্রকাশ্যে আসতেই উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনের নিন্দায় সরব হন দেশের রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। সহপাঠীদের হাতে নিগৃহীত ওই পড়ুয়াকেও সাংঘাতিক মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। তার বাবা সংবাদমাধ্যমকে জানান, 'ও খুব মনমরা হয়েছিল। বলছিল রাতে ঘুমোতে পারছে না। তাই ওকে মীরাটে চেকআপের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তবে ডাক্তার জানিয়েছেন, ও ঠিক আছে। আসলে যেভাবে রিপোর্টার-সহ অনেকেই ওকে নেহা পাবলিক স্কুলের ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন করছিল তাতে ওর সমস্যা হচ্ছিল।'

নাইজার থেকে রাষ্ট্রদূত ও সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা ফ্রান্সের

প্যারিস, ২৫ সেপ্টেম্বর: নাইজার থেকে নিজেদের রাষ্ট্রদূত ও সেনা সদস্যদের সরিয়ে নিচ্ছে ফ্রান্স। নাইজারের সেনাবাহিনী দেশটির ক্ষমতা দখলের পর দেশটির সঙ্গে ক্রমাবনতিশীল সম্পর্কের ধাবাহিকতায় এই পদক্ষেপ নিলেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। ফ্রান্সের এই এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে নাইজারের সামরিক সরকার। এছাড়াও নাইজারকে সকল ধরনের সামরিক সহযোগিতা বন্ধ করারও ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। এক টিভি সাক্ষৎকারে ম্যাক্রোঁ বলেন, ফ্রান্স (নাইজার থেকে) তার রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের রাষ্ট্রদূত এবং বেশ কয়েকজন কূটনীতিক ফ্রান্সে ফিরে আসবেন।

তিনি বলেন, আসন্ন সপ্তাহ বা মাসগুলোতে ফরাসি সৈন্যরা নাইজার থেকে ফিরে আসা শুরু করবেন, এ বছরের শেষ নাগাদ পাকাপাকি ভাবে চলে আসবেন এবং দেশটির সঙ্গে সামরিক সহযোগিতার ইতিটানা হয়েছে।

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজারে প্রায় দেড় হাজার ফরাসি সৈন্য রয়েছে। সামরিক অভ্যুত্থানের পর রাজধানী নিয়ামেতে ফরাসি উপস্থিতির বিরুদ্ধে কয়েক মাসের বিক্ষোভের পর প্যারিস তার সিদ্ধান্ত জানালো। নাইজারের সামরিক সরকার ফ্রান্সের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে। তারা বলেছে, এই রবিবার আমরা নাইজারের সার্বভৌমত্ব অর্জনের পথে নতুন এই যাত্রাকে উদযাপন করছি। এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত, যা নাইজারের জনগণের সংকল্প এবং ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ করে।

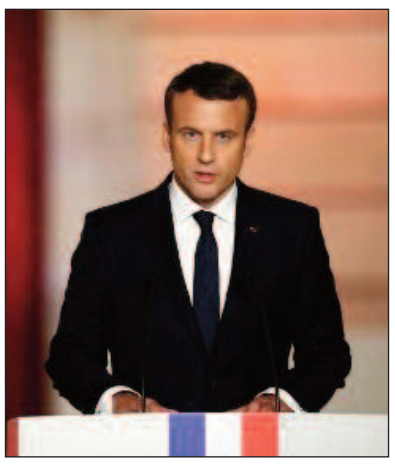

এর আগে গত মাসে নাইজারে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল সামরিক জান্তা। যদিও নাইজারে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত সেই নির্দেশনা মানতে অস্বীকৃতি জনিয়েছিলেন।

টানা ৪ দিন পর কিছুটা চাঙ্গা শেয়ার বাজার

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর: চার দিন টানা পতনের পর সোমবার কোনও রকমে সবুজের ঘরে থামল সূচক। এ দিন সকাল থেকেই টালমাটাল ছিল শেয়ার বাজার। দিনের শেষে শুক্রবারের তুলনায় ১৪.৫৪ পয়েন্ট উঠে ৬৬,০২৩.৬৯ পয়েন্টে শেষ করল সেনসেক্স। অন্য দিকে ০.৩০ পয়েন্ট উঠে ১৯,৬৭৪.৫৫ পয়েন্টে থামল নিফটি।

সেক্টরগুলির তালিকায় সোমবার বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে (বিএসই) সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে টেক, আইটি, ক্যাপিটাল গুড্স। ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে (এনএসই) এই তালিকায় রয়েছে আইটি, মিডিয়া, ইন্ডিয়া ডিজিটাল। অন্য দিকে, বিএসইতে এ দিন লাভের মুখ দেখেছে রিয়্যালটি, মিডক্যাপ সিলেক্ট, ফিন্যান্স। শীর্ষে থাকা রিয়্যালটি সেক্টেরের লাভের পরিমাণ ১.৫৬ শতাংশ। এনএসইতে লাভের তালিকায় রয়েছে রিয়্যালটি, মিডক্যাপ সিলেক্ট, মিডক্যাপ ৫০।

সংস্থাগুলির তালিকায় সপ্তাহের প্রথম দিন সেনসেক্সে সর্বাধিক লাভ করেছে বাজাজ ফিন্যান্স, বাজাজ ফিনসার্ভ, কোটাক ব্যাংক, এশিয়ান পেন্টস, আলট্রাটেক সিমেন্ট। নিফটিতে এই তালিকায় রয়েছে বজাজ ফিন্যান্স, টিসিএস। সেনসেক্স এবং নিফটিতে বজাজ ফিন্যান্সের লাভের পরিমাণ যথাক্রমে ৪.৪৫ এবং ৪.৬৬ শতাংশ। সেনসেক্সে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে ইনফোসিস, ক্ষতির পরিমাণ যথাক্রমে ১.৪০ শতাংশ। সেনসেক্সে সর্বাধিক ক্ষতির তালিকায় ইনফোসিসের পরে রয়েছে মহিন্দ্রা অ্যান্ড মহিন্দ্রা, উইপ্রো, টিসিএস, সান ফার্মা।

নতুন রূপে জাগছে নিষিদ্ধ কেরলের পপুলার ফ্রন্ট!

তিরুঅনন্তপুরম, ২৫ সেপ্টেম্বর: ২০২২ সালে কেন্দ্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে মৌলবাদী সংগঠন পিএফআই-কে। যদিও কোনও কোনও মহলের অভিযোগ, গোপনে নিজেদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে সংগঠনটি। এবার কেরলে জনৈক সেনাকর্মীর উপরে হামলায় পিএফআইয়ের নাম জড়াল। অভিযোগ দড়ি দিয়ে হাত বাঁধা হয় ওই জওয়ানের। তাঁর পিঠে ইংরাজিতে লিখে দেওয়া হয় 'পিএফআই'। এই ঘটনায় নতুন করে নিষিদ্ধ পপুলার ফ্রন্টকে নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দক্ষিণের রাজ্যে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কোল্লাম জেলার কাদাক্কালে বাড়ি ওই সেনাকর্মীর।

প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় যোগ দিতে গিয়ে গুরুতর আহত ৩৯ বিজেপি কর্মী

ভোপাল, ২৫ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচিতে যোগ দিতে গিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে বিজেপি কর্মীদের বাস। গুরুতর আহত বাসে থাকা ৩৯ জন কর্মী। আপাতত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাঁদের। জানা গিয়েছে, রবিবার গভীর রাতে মধ্যপ্রদেশে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকে ধাক্কা মারে যাত্রীবোঝাই বাসটি। ভোপালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি জনসভায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন তাঁরা।

সূত্রের খবর, রবিবার রাতে মধ্যপ্রদেশের ভগবানপুরা থেকে বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী বাসে উঠেছিলেন। ভোপালে আয়োজিত 'কার্যকর্তা মহাকুম্ভ' অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন তাঁরা। রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকেই ওই সভায় যোগ দেওয়ার কথা ছিল বিজেপি কর্মীদের। ওই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মদিবস উপলক্ষেই এই কর্মসূচি নিয়েছিল বিজেপি।

জানা গিয়েছে, ভগবানপুরার খাপারাজামলি, রুপগড়ও রাই সাগর এলাকা থেকে বেশ বড় সংখ্যক বিজেপি কর্মীরা বাসে উঠেছিলেন। সোমবার সকালের মধ্যেই ভোপালে পৌঁছনোর তাড়া ছিল তাঁদের। রাতের অন্ধকারে যাত্রার সময়েই বিপত্তি। কাসারওয়াড় এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকে গিয়ে ধাক্কা মারে বাসটি। গুরুতর আহত হন বাসে থাকা ৩৯ জন কর্মী। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

চিনের কয়লা খনিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহত ১৬

বেজিং, ২৫ সেপ্টেম্বর: চিনে ফের খনিতে দুর্ঘটনা। দক্ষিণ-পশ্চিম চিনের গুইঝৌ প্রদেশে একটি কয়লা খনিতে ভয়াবহ আগুনে ১৬ জন নিহত হয়েছেন। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর পানঝৌ শহরের সমস্ত কয়লা খনি একদিনের জন্য উৎপাদন স্থগিত করা হয়েছে। রবিবার সকালে সানজিয়াওশু কয়লা খনিতে আগুনের সূত্রপাত হয় বলে পানঝৌ সিটি সরকার রোববার রাতে তাদের ওয়েবসাইটে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছিল। এতে জানানো হয়, প্রাথমিকভাবে ধরণা করা হয় কনভেয়ার বেল্টে আগুন লেগেছিল এবং আগুনের ফলে ১৬ জন লোক খনিতে আটকা পড়েছিল। তবে আগুন নিভিয়ে ফেলার পর খনির তাপমাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসলেও, প্রাথমিক যাচাইয়ের পর ওই ১৬ জনের কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। অগ্নিকাণ্ডে ঠিক কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে বা কীভাবে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে সে সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তিতে কোনো তথ্য ছিলো না।

৮ অক্টোবর নিউ জার্সিতে উদ্বোধন হবে স্বামী নারায়ণ অক্ষরধাম মন্দির

ওয়াশিংটন, ২৫ সেপ্টেম্বর: মার্কিন মুলুকের সবচেয়ে বড় হিন্দু মন্দির। আগামী মাসেই উদ্বোধন হবে নিউ জার্সির স্বামী নারায়ণ অক্ষরধাম। গত ১২ বছর ধরে তৈরি হয়েছে এই মন্দির। ১৮৩ একর জায়গা জুড়ে দেশের বৃহত্তম মন্দির গড়ে তুলেছেন সাড়ে ১২ হাজার মার্কিন স্বেচ্ছাসেবক। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে পাথর সংগ্রহ করে আমেরিকায় পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকেই গড়ে তোলা হয়েছে এই মন্দির।

ভগবান স্বামীনারায়ণকে নিবেদন করেই তৈরি হয়েছে এই মন্দির। বিখ্যাত টাইমস স্কোয়্যারের ৯০ কিলোমিটার দক্ষিণে মন্দিরটি তৈরি হয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম হিন্দু মন্দিরের তালিকাতেও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এই মন্দির। প্রথম স্থানে রয়েছে কম্বোডিয়ার আঙ্কোরভাট। দিল্লির অক্ষরধাম মন্দির রয়েছে তৃতীয় স্থানে। ভারতীয় স্থাপত্যের আদলেই গড়ে তোলা হয়েছে এই মন্দির। পাশাপাশি ভারতীয় সংগীত ও নৃত্যকলার নানা নিদর্শনও রয়েছে মন্দিরের কারুকার্যে। গোটা মন্দির চত্বরে দশ হাজারেরও বেশি মূর্তি বসানো হয়েছে। মূল চূড়া ছাড়াও মন্দিরের চারদিকে রয়েছে ১২টি চূড়া। রয়েছে আরও ৯টি শিখর। জানা গিয়েছে, এই মন্দির তৈরির জন্য ভারত থেকে পাথর নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাছাড়াও তুরস্ক, গ্রিস, ইতালি, চিন থেকেও পাথর নিয়ে যাওয়া হয়। দীর্ঘ ১২ বছর ধরে স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে গড়ে উঠেছে এই মন্দির। স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকায় রয়েছেন ভারতীয়রাও। মন্দির সংলগ্ন 'ব্রহ্ম কুণ্ডে' রয়েছে বিশ্বের ৩০০টিরও বেশি নদীর জল। মন্দির তৈরির কাজ একেবারে শেষ বলেই জানা গিয়েছে। আগামী ৮ অক্টোবর উদ্বোধন হবে এই মন্দিরের। তবে সাধারণ মানুষের জন্য এখনও মন্দিরের দরজা খোলেনি। উদ্বোধনের ১০ দিন পর অর্থাৎ ১৮ অক্টোবর থেকে এই মন্দিরে প্রবেশ করতে পারেন ভক্তরা।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

E-tender notice invited by the Prodhan Deypara Gram Panchayet, Shimultala, P.O. Krishnagar, Nadia. E-tender no WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-19/23-24 under 15th FC Fund 2023-24 (Tied & Untied) Memo No. 356/DEY/2023- 24. Date. 23/09/2023. Last date of submission BID 03/10/2023 at 2.00 P.M. Technical Bid opening 05/10/2023 at 03.00 P.M. More details please contact to the office or visit https://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Deypara Gram Panchayet
Shimultala, Krishnagar, Nadia.

Notice Inviting e-Tender
NIT No. Chakdignagar-11/2023-24 dated 19.09.2023 (Sl. No.1 to 5) SBM & 15th FC Tied Fund Memo No. 462/Chak dated 19.09.2023.
Information to bidders :- Date of NIT Publishing **-20.09.2023 at 5 pm.,** Date of document Download- **20.09.2023 at 5 pm.,** Last Date of Submission of Bid- **26.09.2023 upto 2 pm.,** Date of Opening Technical Bid- **29.09.2023 at 1 pm.,** Date of Opening Financial Bid-**29.09.2023 at 2 pm.** For details you are asked to communicate with Chakdignagar Gram Panchayat Office during office hours.
Sd/- (Krishna Das) Prodhan
Chakdignagar Gram Panchayat, Kalirhat, Nadia.

TENDER NOTICE
Date -25.09.2023
The building contractors are hereby invited to submit the quotation for the construction of G+4 Residential Building with 12 Nos. of flats of Lawyer's Own Co-operative Housing Society Limited, having its Plot at Premises no. 02-0340, Plot No. DC-162, Action Area-ID, New Town, Kolkata. The last date of submission of the Quotation is (15 days gap from the date of publication) at **Box No : T-2609/23-24 of newspaper EKDIN PATRIKA, Narasingha Broadcasting Pvt. Ltd.1, Old Court, House Corner, Tobacco House, 3rd Floor, Room no 306(S) Kolkata -700001.**, The Selection Process is the discretionary part of the society.
Treasurer
Lawyer's Own Co-operative Housing Society Ltd.

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-১৩-২০২৩-২৪-আর, তারিখ ঃ ২১.০৯.২০২৩। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ টিআরডি, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ১ম তল, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং ঃ** ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি- ১৩-২০২৩-২৪-আর। **কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনের (১) কেএনজে স্টেশন, (২) এসটিবি স্টেশন, (৩) বিপিসি স্টেশন, (৪) বিটিওয়াই স্টেশন ও (৫) বিএনজে স্টেশনে ১২ মিটার চওড়া এফওবি-র ব্যবস্থা করার সাথে সম্পর্কিত ২৫ কেভি ওএইচই এবং সংশ্লিষ্ট বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,১৩,২৯,৯৫৮.৮০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৩,০৬,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য :** শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ :** স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ মাস। **বন্ধের তারিখ :** ১৬.১০.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে। বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী ওয়েবসাইট www.ireps. gov.in-তে পাওয়া যাবে। (SDAH-209/2023-24)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE
MUKUNDABAGH GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEV BLOCK
MUKUNDABAGH, AZIMGANJ, MURSHIDABAD, PIN-74302
e-mail: mukundabaghgp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) No: **15/MGP/15th FC/2022-23, 16/MGP/15th FC/2022-23, 01/MGP/15th FC/2023-24, 02/MGP/15th FC/2023-24, 03/MGP/15th FC/2023-24 Dated: 22-09-2023.** The last date for online submission of tender is **04-10-2023 (Wednesday) up to 16:00 Hours.** For details please visit website https://wbtenders.gov.in
Jayanti Mahato (Prodhan, Mukundabagh GP)

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors for execution the different works. Tender details given below:
NIT No.: 476/MOG-I/2023, Date: 26.09.2023
NIT No.: 477/MOG-I/2023, Date: 26.09.2023
NIT No.: 478/MOG-I/2023, Date: 26.09.2023
NIT No.: 479/MOG-I/2023, Date: 26.09.2023
NIT No.: 480/MOG-I/2023, Date: 26.09.2023
NIT No.: 481/MOG-I/2023, Date: 26.09.2023
Last date of Bid Submission: **06/10/2023 at 18:00 Hrs.** For details log on https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Pradhan,
Mogra-I Gram Panchayat

ekdin_page_8_Layout 1 9/25/2023 10:13 PM Page 1

ময়দান

EKDIN VOL. 19, ISSUE NO. 108, KOLKATA, TUESDAY, 26 SEPTEMBER 2023, PAGE 8

কলকাতা ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩

শুটিংয়ের পর ক্রিকেটেও, এশিয়ান গেমস থেকে সোনা আনলেন তিতাস-রিচা

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথম বার এশিয়ান গেমসে নেমেই সোনা ফলালেন ভারতের মেয়েরা। আর এশিয়াডে মেয়েদের ক্রিকেটের ফাইনালে ভারতের সোনা জয়ের পিছনে বড় অবদান রাখলেন বাংলার তিতাস সাধু। এর আগে ২০১০ ও ২০১৪ সালের এশিয়ান গেমসে ক্রিকেট থাকলেও ভারত তাতে অংশ নেয়নি। প্রথম বার এশিয়ান গেমসে নেমেই ফাইনালে খেলল ভারতের মেয়েরা। এশিয়াডে মেয়েদের ক্রিকেটের সোনার পদকের ম্যাচে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর। টসও জেতে ভারত, শেষ অবধি ম্যাচও জিতল ভারত। শুটিংয়ের পর এশিয়াডের দ্বিতীয় দিন ক্রিকেট থেকে দ্বিতীয় সোনা এল ভারতে।

এশিয়ান গেমসে মেয়েদের ক্রিকেটের ফাইনালে চতুর্থ ওভারে ওপেনার শেফালি ভার্মার উইকেট তুলে নেন সুগন্ধিকা কুমারি। এরপর দ্বিতীয় উইকেটে জুটি বাঁধেন স্মৃতি মান্ধানা ও জেমাইমা রডরিগজ। এই জুটিতে ওঠে ৭৩ রান। ১৫তম ওভারে স্মৃতির উইকেট হারায় ভারত। এরপর অবশ্য পরপর উইকেট হারাতে থাকে ভারত। স্মৃতি যখন আউট হন তখন ভারতের স্কোর ৮৯/২। তখনও হাতে ৮ উইকেট। সেখান থেকে ভারতকে চাপে ফেলেন লঙ্কান বোলাররা। নির্ধারিত ২০ ওভারে ভারত ৭ উইকেট হারিয়ে ১১৬ রান তোলে। সোনার পদকের ম্যাচে স্মৃতি (৪৬) ও জেমাইমা (৪২) ছাড়া বাকিদের ব্যাট চলেনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২ ম্যাচে নির্বাসিত থাকার পর এই ম্যাচে হরমনপ্রীত ফিরলেও রান পাননি। মাত্র ২ করে ফেরেন তিনি।

১২০ বলে ১১৭ রানের টার্গেট খুব একটা কঠিন নয়। এরপর তাই শ্রীলঙ্কাকে এই অল্প রানের পুঁজিতে আটকানোর দায়িত্ব বর্তায় ভারতের বোলারদের উপর। প্রথম ওভারেই ১২ রান তুলে ফেলে শ্রীলঙ্কা। দীপ্তি শর্মার পর বোলিংয়ে আসেন পূজা বস্ত্রকার। তাঁর স্পেলের প্রথম ওভারে শ্রীলঙ্কা মাত্র ১ রান তোলে। এরপর তৃতীয় ওভারে কোনও রান না দিয়ে শ্রীলঙ্কার জোড়া উইকেট তুলে নেন বাংলার মেয়ে তিতাস সাধু। এরপর চতুর্থ ওভারে ফের আসেন পূজা। দিয়ে যান মাত্র ১ রান। ভারতীয় বোলাররা জানতেন যেহেতু এত অল্প রানের টার্গেট, তাই আটোঁসাটো বোলিং প্রয়োজন। সেটাই করেছেন পূজা-তিতাসরা। পঞ্চম ওভারে তিতাস এসে ১ রান দিয়ে ফের আরও একটি উইকেট নিয়ে যান। পাওয়ার প্লের মধ্যে ২৩ রান তুলে ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলে শ্রীলঙ্কা।

চতুর্থ উইকেট আসে ১০ম ওভারে, রাজেশ্বরী গায়কোয়াড়ের হাত ধরে। এরপর ওসাদি রনসিংহে ও নীলাক্ষী ডি সিলভা জুটি বাঁধেন। এই জুটি দীর্ঘক্ষণ ক্রিজে টিকে থাকে এবং ভারতের অস্বস্তি বাড়তে থাকে। ১৭তম ওভারে পূজা এসে তুলে নেন নীলাক্ষীর (২৩) উইকেট। এরপর ১৮তম ওভারে দীপ্তি ফেরান ওশাদি রণসিংহেকে (১৯)। ফাইনালে ভারতের বোলারদের দাপট দেখা গেল। বাংলার মেয়ে তিতাস ৪ ওভারে ১টি মেডেন সহ ৬ রান দিয়ে ৩ উইকেট তুলে নেন। ২টি উইকেট নেন রাজেশ্বরী। আর ১টি করে উইকেট পেয়েছেন দীপ্তি, পূজা ও দেবিকা বৈদ্য। শেষ অবধি নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ৯৭ রানে আটকে যায় শ্রীলঙ্কা। ১৯ রানে ম্যাচ জিতে হানঝাউ গেমস থেকে ভারতকে দ্বিতীয় সোনা এনে দিলেন স্মৃতি মান্ধানারা।

আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট টিম উপরে থাকার কারণে এশিয়ান গেমসে শীর্ষ বাছাই হিসেবেই খেলতে নেমেছিল। কোয়ার্টার ফাইনালে মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে নেমেছিল ভারত। বৃষ্টিতে সেই ম্যাচ ভেস্তে যায়। প্রথমে ওই ম্যাচে ২০ ওভারের জায়গায় ১৫ ওভারে কমানো হয়। ভারত প্রথমে ব্যাটিং করে। মালয়েশিয়া রান তাড়া করতে নামার পর মাত্র ২ বল খেলে। বৃষ্টির কারণে এরপর ম্যাচ বাতিল করে দিতে হয়। আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে উপরে থাকার কারণে সহজেই সেমিফাইনালে ওঠে ভারত। এরপর সেমিফাইনালে ভারতীয় বোলারদের দাপটে বাংলাদেশ আটকে যায় ৫১ রানে।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৮ উইকেটে জেতে ভারত। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কা কোয়ার্টার ফাইনালে থাইল্যান্ডকে হারিয়ে সেমিফাইনালের টিকিট পায়। এরপর সেমিফাইনালে লঙ্কানরা হারায় এশিয়ান গেমসের ২ বারের চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তানকে। এরপর ফাইনালে ভারতের বিরুদ্ধে নামে শ্রীলঙ্কা। অবশ্য রানার্স হয়ে রুপো নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হল শ্রীলঙ্কাকে। উল্লেখ্য, আজকের ফাইনাল দেখতে গিয়ে অনেকের মনে পড়তে পারে ২০২২ সালে এশিয়া কাপের ফাইনালের কথা। সেই ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ও শ্রীলঙ্কা। সেই ম্যাচ জিতে সপ্তম বার এশিয়া সেরা হয়েছিল ভারতের মেয়েরা।

এশিয়ান গেমসে মেয়েদের ক্রিকেটে ব্রোঞ্জ পদক ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ২ বারের এশিয়াডজয়ী পাকিস্তান এবং ২ বারের রানার্স বাংলাদেশ। সেই ম্যাচে পাকিস্তানকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে নিগার সুলতানার বাংলাদেশ।

বল হাতে দেশকে সোনা দিলেন চুঁচুড়ার তিতাস সাধু

নিজস্ব প্রতিনিধি: সিনিয়র টিমে এর আগে মেলেনি খেলার সুযোগ। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিষেকও হয়ে গিয়েছে চুঁচুড়ার মেয়ের। নিরাশ একেবারেই করেননি। কিন্তু সোনার মঞ্চ যেন সাজিয়ে ছিলেন নিজেই। সুইং করাতে পারেন দু'দিকে। ঝলসে ওঠা অভ্যেস করে ফেলেছেন নতুন বল হাতে। এশিয়ান গেমসে মেয়েদের ক্রিকেটের ফাইনালে চমকে দিলেন সেই তিনিই। ভেজা পিচ। আর্দ্রতাও রয়েছে বাতাসে। তাই চমৎকার কাজে লাগালেন তিতাস সাধু। ১৯ বছরের বাঙালি পেসার একাই শেষ করে দিলেন শ্রীলঙ্কার টপ অর্ডার।

এশিয়ান গেমসে ক্রিকেটের অন্তর্ভুক্তি সেই ২০১০ সালে। পরের এশিয়াডেও জায়গা পেয়েছিল ক্রিকেট। কিন্তু দু'বারই ভারতের ছেলে ও মেয়েদের ক্রিকেট টিম এশিয়ান গেমসে পা রাখেনি। প্রথম বার গিয়েই সাফল্য মুঠোয় ধরে ফেললেন হরমনপ্রীত সিং, স্মৃতি মান্ধানা। এশিয়ান গেমসে বাংলার আর এক প্রতিনিধি রয়েছেন। কিপার রিচা ঘোষ ব্যাট হাতেও রান পেয়েছেন। তবে বল হাতে চমকে দেওয়া পারফরম্যান্স তিতাসের। দুই ওপেনার চামারি আতাপাত্তু, অনুষ্কা সঞ্জীবনীকে ফিরিয়ে শুরুতেই ধাক্কা দিয়েছিলেন তিতাস। পর পরই ফিরিয়ে দিয়েছেন ভীষ্মী গুণরত্নেকে। ৩ ওভার বল করে খ রচ করেছেন মাত্র ২ রান। নিজের প্রথম ওভার বল করতে এসেই প্রথম ও চতুর্থ বলে উইকেট নেন তিতাস। ঝুলিতে তিন রান ও ১ মেডেন। সব মিলিয়ে ৪ ওভারে ১ মেডেন সহ ৬ রান দিয়ে ৩ উইকেট। সোনার ম্যাচে স্বপ্নের স্পেল তিতাসের, বললে কমই বলা হয়।

অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ থেকে উত্থান তিতাসের। ৬ উইকেট নিয়েছিলেন টুর্নামেন্টে। ভারত বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়নও হয়েছিল। মেয়েদের আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে ফর্মেও ছিলেন। যে কারণে ইমার্জিং এশিয়া কাপে ভারতীয় এ টিমে সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন। নিরাশও করেননি তিতাস। নতুন বলে তাঁকে যে সিনিয়র টিমের ভাবনায় রাখা উচিত, নির্বাচকদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। টিমের সিনিয়র বোলার রেনুকা সিং চোটের কারণে এশিয়ান গেমসের টিমে জায়গা মেলে। সেই তিতাসই এখন চমকে দিচ্ছেন। বাবা রণদীপ সাধু মেয়েকে নিয়ে যেমন উচ্ছ্বসিত, তেমনই স্বপ্ন দেখছেন দুই কোচ প্রিয়ঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও দেবদুলাল রায়চৌধুরী। চুঁচুড়ার মাঠে খেলেই বোলার হিসেবে উত্থান তিতাসের। বিদেশের মাটিতে নিজেকে প্রতি ম্যাচে প্রমাণ করছেন তিনি।

একের পর এক ধাপ পেরিয়ে ধীরে ধীরে তারকা হয়ে উঠছেন উনিশ বছরের মেয়ে। এশিয়ান গেমসের সাফল্য যে তাঁকে অনেক দূর এগিয়ে দেবে, নিজেও জানেন ভালো করে। হানঝাউ থেকে ফোনে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন পরিবারের সঙ্গে। বিশ্বকাপ জিতে ফেরার পর গণসংবর্ধনা পেয়েছিলেন চুঁচুড়ায়। এশিয়ান গেমসের সোনার পদক তাই এ বার উৎসবে বদলে দেবে।

‘মাঝেমধ্যে বড্ড একা লাগত!’ ১১ মাস পর শতরানের মুখ দেখে আবেগি শ্রেয়স

নিজস্ব প্রতিনিধি: কয়েক বছর আগে ৫০ ওভারের ফরম্যাটে তিনি ছিলেন অটোমেটিক চয়েস। চার নম্বরে ব্যাট করতেন শ্রেয়স আইয়ার। তবে চোট-আঘাত তাঁর জীবন বদলে দেয়। ২০২১ সালের ২৩ মার্চ। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পুনের মাঠে ফিল্ডিং করার সময় তাঁর কাঁধের হাড় সরে যায়। আইপিএল-এর দ্বিতীয় পর্যায়, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা হল না। তবে চোট সারিয়ে দলে পারফরম্যান্স করলেও, ফের চোট তাঁর কেরিয়ারের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের ক্রিকেটে তৃতীয় শতরান করার পর, তাই আবেগি হয়ে পড়ছিলেন তিনি।

সাংবাদিক বৈঠকে এসে শ্রেয়স বলেছেন, তমেনে নিলাম চোট আমার কেরিয়ারে বারবার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবুও সেখান থেকে বারবার ফিরে এসেছি। কারণ নিজের উপর আস্থা বজায় ছিল। সবসময় ইতিবাচক মানসিকতা বজায় রেখে চলেছি। তবে এটাও ঠিক মাঝেমধ্যে বড্ড একা লাগত।দ তবে আবেগি হলেও বিসিসিআই ও জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ফিজিওকে ধন্যবাদ জানালেন তিনি। শ্রেয়স ফের বলেন, তসেই সময় আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ফিজিও এবং আমার পরিবার। ওদের আশীর্বাদ ও ভালোবাসার জন্য আমি আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে এসেছি। সেইজন্য ওদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।দ

কাপ যুদ্ধ যত এগিয়ে আসছে তত চিন্তা বাড়ছে রোহিত শর্মা ও রাহুল দ্রাবিড়ের। এটা অবশ্য ভালো চিন্তা। এবার ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের চিন্তা এবার বাড়িয়ে দিলেন শ্রেয়স। ২০২২ সালে ৯ মার্চ রাঁচির বাইশ গজে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১১১ বলে ১১৫ রানে অপরাজিত ছিলেন। আর এবার তিনি থামলেন ৯০ বলে ১০৫ রানে। মারকুটে ইনিংস ১১টি চার ও ৩টি ছক্কা দিয়ে সাজানো ছিল। নিজের ইনিংস নিয়ে শ্রেয়সের ব্যাখ্যা, তযে যাই বলুক, আমি বাইরের কথায় কান দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি না। আর তাই শুরুর দিকে 'ভি'-তে খেলতে চেয়েছিলাম। এবং বলকে জোরে না মেরে শুধু টাইমিং-এর উপর খেলতে চেয়েছিলাম।দ

শ্রেয়সের ব্যাটিং নিয়ে কারও মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। প্রশ্ন উঠেছিল বারবার চোট পাওয়া নিয়ে। এবার শতরান হাঁকিয়ে তিনি নিন্দুকদের মুখ বন্ধ করে দিলেন। একইসঙ্গে স্বস্তি পেল টিম ম্যানেজমেন্ট। স্বভাবতই বিশ্বকাপে শ্রেয়সের এমন ফর্ম দেখার অপেক্ষায় রয়েছে গোটা দেশ। তবে এর আগে ২৭ সেপ্টেম্বর অজিদের বিরুদ্ধে তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নামবে ভারত।

হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট, বিশ্বকাপে অনিশ্চিত শ্রীলঙ্কান তারকা হাসারাঙ্গা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আসন্ন বিশ্বকাপ ক্রিকেটে হয়তো দেখা যাবে না শ্রীলঙ্কার স্পিনার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাকে। হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের জন্যই হয়তো ছিটকে যেতে হবে এই তারকা স্পিনারকে। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট অবশ্য তাঁকে দ্রুত সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করছে।

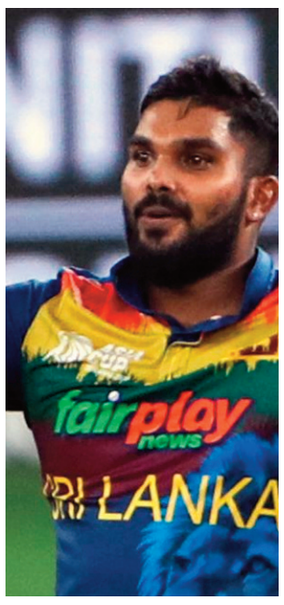

লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে চোট পেয়েছিলেন হাসারাঙ্গা। এই চোটের কারণেই এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন তিনি। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের মেডিক্যাল প্যানেলের প্রধান অর্জুন ডি সিলভা বলছেন, দবিদেশি চিকিৎসকের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। হাসারাঙ্গার অস্ত্রোপচার দরকার রয়েছে কিনা সেটাই দেখা হচ্ছে। যদি অস্ত্রোপচার করতেই হয় তাহলে কম করে তিন মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে। এই মুহূর্তে পরিস্থিতি খুব একটা ভালো নয়। বিশ্বকাপে নামা খুব কঠিন।দ

হাসারাঙ্গাকে ছাড়া নামলে বোলিং বিভাগে শ্রীলঙ্কার রক্তাল্পতাই চোখে পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। গত দুটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারীর নাম হাসারাঙ্গা। এখনও পর্যন্ত বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করেনি শ্রীলঙ্কা। অর্জুন ডি সিলভা জানিয়েছেন, হাসারাঙ্গাকে বিশ্বকাপের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের জন্য সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট। তিনি বলেছেন, দহাসারাঙ্গা আমাদের বোলিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ম্যাচের জন্য হাসারাঙ্গাকে সুস্থ করে তোলা যায় কিনা, সেটাই আমরা দেখছি।দ হাসারাঙ্গার পাশাপাশি দুষ্মন্ত চামিরাও বিশ্বকাপে অনিশ্চিত।

এশিয়ান গেমসে প্রথম সোনা, বিশ্বরেকর্ড করে শুটিংয়ে দুরন্ত সাফল্য দিব্যাংশ-রুদ্রাংশ-ঐশ্বর্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়ান গেমসের প্রথম দিন দেখা মিলেছিল পদকের। দ্বিতীয় দিন সকালেই এল সোনা। শুটিংয়ের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের টিম ইভেন্টে সোনা ফলালেন ভারতের দিব্যাংশ সিং পানওয়ার, রুদ্রাংশ পাটিল, ঐশ্বর্য প্রতাপ সিং টোমার। দক্ষিণ কোরিয়া, চিনকে পিছনে ফেলে সোনা জয় ভারতের তিন ছেলের। হানঝাউ গেমসে সোনা প্রাপ্তির পাশাপাশি তৃপ্তির সপ্তমস্বর্গে থাকলেন দিব্যাংশ- রুদ্রাংশ-ঐশ্বর্যরা। বিশ্বরেকর্ড করে জিতলেন সোনা। এ বারের এশিয়ান গেমসে শুটিং টিম নিয়ে প্রত্যাশা ছিল আকাশছোঁয়া। গতবার টোকিও অলিম্পিকে চরম নিরাশ করেছিলেন ভারতীয় শুটাররা। সেখান থেকে ভারত ঘুরে দাঁড়াবে, এমনই বলা হচ্ছিল। এশিয়ান গেমসকেই প্রত্যাবর্তনের মঞ্চ বলে ধরা হচ্ছিল। তাই হল।

হানঝাউ গেমস থেকে ১০০টা পদকের লক্ষ্য ভারতের। প্রথম দিন এসেছিল ৫টা পদক। তবে সোনার দেখা মেলেনি। দ্বিতীয় সকালেই সোনা দিলেন তিন ভারতীয় শুটার। দিব্যাংশ, রুদ্রাংশ, ঐশ্বর্যরা ১৮৯৩.৭ পয়েন্ট তুললেন দলগত বিভাগে। যা ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে বিশ্বরেকর্ড। গত মাসেই বাকুতে বিশ্ব মিটে ১০ মিটার এয়ার রাইফেল ইভেন্টের দলগত বিভাগে বিশ্বরেকর্ড করেছিল চিন। একমাস পর এশিয়ান গেমসের আসরে সেই টিমকে হারিয়েই বিশ্বরেকর্ড ও সোনা দুই পকেটে পুরলেন দিব্যাংশ সিং পানওয়ার, রুদ্রাংশ পাটিল, ঐশ্বর্য প্রতাপ সিং টোমাররা। রুপো পেল দক্ষিণ কোরিয়ার (১৮৯০.১ পয়েন্ট), ব্রোঞ্জ চিনের (১৮৮৮.২ পয়েন্ট)।

তিন ভারতীয়ই কিন্তু টিম ইভেন্টে দুরনম্ত পারফর্ম করেছেন। রুদ্রাংশ ৬৩২.৫ পয়েন্ট তুলেছেন। ঐশ্বর্য ৬৩১.৬ এবং দিব্যাংশ ৬২৯.৬ তুলেছেন। তিন জনই যে দুরন্ত ফর্মে ছিলেন, সন্দেহ নেই। এতেই শেষ নয়, ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের ব্যক্তিগত ইভেন্টের ফাইনালেও উঠে পড়েছেন রুদ্রাংশ ও ঐশ্বর্য। ব্যক্তিগত ইভেন্ট থেকেও সোনা ফলাতে পারেন তাঁরা। আর তা যদি হয়, তা হলে দ্বিতীয় দিন ভারতের ঝুলিতে থাকবে আরও পদক। এ দিকে, সকালে রোয়িং থেকে এল আরও পদক। কক্সলেস ফোর ইভেন্ট থেকে ব্রোঞ্জ এনেছেন আশিস, ভীম সিং, জসবিন্দর সিং ও পুনীত কুমার।

টিম ইভেন্ট সোনা জিতলেও ব্যক্তিগত বিভাগে বড় সাফল্য এল না। ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের ফাইনালে সোনা জিতলেন চিনের লিহাও সেং। রুপো হাজুং পার্কের। আর ব্রোঞ্জ জিতলেন ঐশ্বর্য প্রতাপ। ব্যক্তিগত ইভেন্টে শুরুটা ভালো করলেও স্বপ্নপূরণ হল না ২২ বছরের শুটারের। চতুর্থ হলেন রুদ্রাংশ।

আসছে বিশ্বকাপ, ‘জ্বলে ওঠার’ সময় বয়ে যাচ্ছে কি অস্ট্রেলিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপ এলেই জ্বলে ওঠে তারা;অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে কথাটি খাটে খুব করেই। বিশ্বকাপ এলেই একটা অন্য রকম দাপট যেন কাজ করে তাদের মধ্যে। রক্তে যেন নাচন ধরে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের! এবারও কি সেটিই হবে? আপাতত সেটি জোর গলায় বলা যাচ্ছে না। বিশ্বকাপের ঠিক আগ দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার পারফরম্যান্স যে সুবিধার নয় খুব একটা।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৫ ম্যাচ সিরিজের প্রথম দুটিতে জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। তবে এরপর টানা ৩ ম্যাচ হেরে সিরিজ খুইয়েছে তারা। ভারতে এসে বিশ্বকাপের আগে ৩ ম্যাচের সিরিজ তাদের জন্য হওয়ার কথা ছিল আদর্শ প্রস্তুতির মঞ্চ। অথচ প্রথম ২ ম্যাচেই সিরিজ হেরে বসেছে তারা। প্রস্তুতি নিতে গিয়ে উল্টো আত্মবিশ্বাসই না নড়বড়ে হয়ে যায় তাদের! বিশ্বকাপের আগে টানা ৫ ওয়ানডেতে হার স্বাভাবিকভাবে খুব একটা স্বস্তির নয়।

সেটি মানছেন গতকাল অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেওয়া স্টিভেন স্মিথও। ইন্দোরে ভারতের কাছে ৯৯ রানের বড় ব্যবধানে হারের পর তিনি বলেছেন, 'আমরা বেশ কয়েকটি ম্যাচ টানা হারলাম। বিশ্বকাপ হচ্ছে ঠিক সময়ে জ্বলে ওঠার ব্যাপার, তবে নিশ্চিতভাবেই আমরা এ পর্যায়ে সেটি করতে পারিনি। কয়েকটা জিনিস ঠিকঠাক করতে হবে। আমরা জানি আমরা ভালো দল। দুই দলই বিশ্বকাপ সামনে রেখে কাজ করছে, তবে ম্যাচ তো জিততেই চাই।'

সেই ম্যাচটিই জিততে পারছে না অস্ট্রেলিয়া। তাদের বড় দুশ্চিন্তার কারণ বোলিং। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে শেষ ৩ ম্যাচে ৪১৬, ৩৩৮ ও ৩১৫ রানের পর গতকাল অস্ট্রেলিয়া দিয়েছে ৩৯৯ রান। সর্বশেষ ৫ ম্যাচে চারবারই টসে জিতে বোলিং নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। নিশ্চিতভাবেই বোলারদের ওপর আস্থা রাখতে চেয়েছে দলটি, তবে তার প্রতিদান পায়নি।

এ ৪ ম্যাচেই খেলা শন অ্যাবট গতকাল বলেছেন, 'অবশ্যই আমরা যেভাবে চেয়েছিলাম সেভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারিনি।

এ সব ম্যাচ থেকে শিক্ষা নেব;এমন বলায় দোষের কিছু নেই, তবে দল হিসেবে আমাদের আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।'

ঝামেলাটা কোথায় হচ্ছে, অ্যাবট বলেছেন সেটিও, 'আজও দেখা গেছে আমাদের বোলিংয়ের সময়, যেমন দেখা গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। যখনই আমরা স্টাম্পের লাইন মিস করছি, মার খাচ্ছি।'

অস্ট্রেলিয়ার এমন পারফরম্যান্সের 'ঢাল' একটা হতে পারে;ঠিক সেরা দলটি তারা পায়নি এ সব ম্যাচে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজ মিস করার পর ভারতের সঙ্গে প্রথম ম্যাচে খেলেছিলেন কামিন্স। বিশ্বকাপের আগে এ সিরিজের ম্যাচে খেলে অধিনায়কত্বের অভিজ্ঞতাটা বাড়াতে চান, এমন বলা হলেও গতকাল অবশ্য আবার বিশ্রামে থাকেন তিনি। কুঁচকির চোটে ভোগা ফাস্ট বোলার মিচেল স্টার্ক খেলেননি সর্বশেষ ৭ ম্যাচের একটিতেও। একই অবস্থা গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ও অ্যাস্টন অ্যাগারেরও। অ্যাগার তো এখনো অস্ট্রেলিয়াতেই থেকে গেছেন। গত ম্যাচে বিশ্রামে ছিলেন মিচেল মার্শও। এ অলরাউন্ডার অবশ্য বোলিং করছেন না এখনো।

এর আগে কামিন্স বলেছিলেন, বিশ্বকাপের আগে খেলোয়াড়দের বেশি করে খেলিয়ে ক্লান্ত করতে চান না তাঁরা। তবে আপাতত যে অবস্থা, তাতে শীর্ষ সারির বেশ কয়েকজনকে সাম্প্রতিক সময়ে ম্যাচ খেলার তেমন অভিজ্ঞতা ছাড়াই নামতে হয় কি না, সে শঙ্কা জাগছে। ভারতের বিপক্ষে আগামী বুধবার সিরিজের শেষ ম্যাচটি খেলতে নামবে অস্ট্রেলিয়া, যেটি হবে রাজকোটে। এরপর ৩০ সেপ্টেম্বর নেদারল্যান্ডস ও ৩ অক্টোবর পাকিস্তানের বিপক্ষে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে তারা। ৮ অক্টোবর ভারতের বিপক্ষেই চেন্নাইয়ের ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু হবে এখন পর্যন্ত রেকর্ড পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের।

এশিয়াডের নক-আউটে উঠে সুনীলদের কুর্নিশ স্টিম্যাচের

নিজস্ব প্রতিনিধি: চিনের বিরুদ্ধে লজ্জার হারের পর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ায় ভারতীয় ফুটবল দল। দীর্ঘ যাত্রার পর কোনও রকম অনুশীলন ছাড়াই চিনের বিরুদ্ধে খেলতে নামে ভারত। ফলে সেই ম্যাচ হারলেও সুনীলদের লড়াকু পারফরম্যান্সের প্রশংসা করে সব মহল। চিনের বিরুদ্ধে হারলেও বাংলাদেশ ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ায় তারা। সেই আত্মবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে মায়ানমারের বিরুদ্ধে নামে সুনীল ছেত্রীর দল। মায়ানমারের বিরুদ্ধে সুনীলের গোলে এগিয়ে যায় ভারত। কিন্তু শেষ মুহূর্তে গোল হজম করে ম্যাচ ড্র করে ভারত।

মায়ানমারের বিরুদ্ধে ড্র করলেও সেই ম্যাচে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে ভারতীয় দল নক আউট পর্বে জায়গা করে নিয়েছে, তা সত্যি প্রশংসনীয়। কারণ চিনের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগের দিন বিমানবন্দরে ঘুমোতে হয়েছে ভারতীয় দলকে। কোনও রকম প্রস্তুতি ছাড়াই খেলতে নামে। সেখান থেকে দাঁড়িয়ে নকআউটে জায়গা করে নেওয়া গর্বিত করেছে ভারতকে।

রাউন্ড ১৬-তে জায়গা করে নেওয়ার পর ভারতীয় দলের কোচ ইগর স্টিম্যাচ সুনীলদের প্রশংসা করেন। তিনি জানান, 'আমি জানি, চিনের বিরুদ্ধে নামার আগে আমাদের কী পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। বিমানবন্দরে রাত কাটাতে হয়েছে আমাদের। ছেলেরা ঠিক করে ঘুমোতে এবং বিশ্রাম নিতে পারেনি। কোনও রকম প্রস্তুতি ছাড়াই ম্যাচে নামতে হয়েছে। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই ছেলেদের। দেশের জন্য যা করেছে, তা সত্যি অকল্পনীয়। নিজেদের সেরাটা দিয়ে দেশের জন্য যা যা করা দরকার তাই করেছে। আগামীতে আরও বড় ম্যাচে নামতে হবে। সেই জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

শুধু স্টিম্যাচ একা নন, দলের পারফরম্যান্সে খুশি ভারত অধিনায়কও। ম্যাচ শেষে সুনীল বলেন, 'প্রথমত আমরা এখানে আসার পর সেই ভাবে প্রস্তুতি নিতে পারিনি। বিপক্ষ দল কেমন তাও আমাদের কোনও আন্দাজ ছিল না। কিন্তু আমাদের মাথায় ছিল, আমাদের জিততেই হবে। সেই টার্গেট নিয়েই আমরা খেলতে নামি। আমাদের দলের ছেলেরা দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছে। পাঁচ দিনের মধ্যে তিনটি ম্যাচ খেলা মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু তাও আমরা এখনও পর্যন্ত যা অবিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরেছি, তা আগামীতে কাজে লাগবে। সামনে গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। ফলে আমাদের আরও সতর্ক হয়ে খেলতে হবে। আমাদের ছেলেরা প্রস্তুত নিজেদের সেরাটা দিতে। কোচও আমাদের কথা বলছে। কোথায় সমস্যা হচ্ছে তার সমাধান করছে।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**